রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। উক্ত স্থান এবং তাহার পার্শ্ববর্তী কতক স্থান ব্যাপিয়া বর্ত্তমান কান্দাহার নগর সংস্থিত। নাদিরাবাদ সহর ভূমিসাৎ করিয়া তিনি, উক্ত নগরের নাম আহাম্মদ সহর রাখেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, তিনি যে স্থানে প্রথম নাদীর সাহের বিপুল ধন অধিকার করিয়া রাজপদে উত্থিত হইবার সোপান প্রস্তত করেন, সেই স্থানেই উক্ত নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা এখন কান্দাহার বলিয়াই অভিহিত হইয়া থাকে, 'আহম্মদ সহর' কেহই বলে না। এই নগরে আহম্মদ সাহের সমাধি মন্দিরে সামান্য রকমের কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন কোন প্রকার উচ্চ প্রাসাদ বা অট্টালিকা দৃষ্ট হয় না, কেবল কতকগুলি মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহে পরিপূরিত।

১৭৪৭ খৃঃ অব্দে আহাম্মদ সাহ, "দুরীদুরাণ" * উপাধী গ্রহণ করিয়া সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন।

১৭৪৮ খৃঃঅব্দে, আহম্মদ সাহ পারস্য শাসনের হস্ত হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করেন। তৎপর তাহার ষড়বিংশতি বর্ষ ব্যাপী রাজত্ব, কেবলই যুদ্ধ বিগ্রহ জয় এবং লুণ্ঠন কার্য্যে অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁহার ক্ষয়শীল ধনাগার বারংবার ভারতবর্ষ-লুণ্ঠিত ধনে পরিপূরিত করেন।

এইরূপে তিনি স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি ও জাতীয় গৌরব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার অধীনস্থ বিলাসী এবং ধনলুব্ধ সর্দ্দার ও সেনাপতিদিগের হৃদয়ে জয় এবং লুণ্ঠন আশা প্রজ্বলিত করিয়া যান। ইনিই তৃতীয় পাণিপথ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বলবীর্য্য চূর্ণ করিয়া ইংরেজের ভাবীরাজ্যের পথ নিষ্কণ্টক করেন।

* দুরীদুরাণ—মুক্তার মুক্তা (Pearl of pearls)

মৃত্যু সময়ে তাঁহার অধিকৃত রাজ্য পূর্ব্ব সিন্ধু ও শতদ্রু হইতে আরম্ভ করিয়া পারস্য মরুভূমি পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে অক্সাস নদী হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে আরব্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি দিল্লীর সম্রাটের কন্যার সহিত, তাঁহার পুত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী তৈমুরের বিবাহ প্রদান করেন। তৈমুর উক্ত বিবাহের যৌতুকস্বরূপ লাহোর এবং সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশ প্রাপ্ত হন।

আহাম্মদ সাহের জীবনীর সহিত যুদ্ধ, জয় এবং লুণ্ঠনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ,—জন্ম এবং শিক্ষা যোদ্ধার ন্যায়,—যুদ্ধ বিগ্রহেই জীবন পর্য্যবসিত, মৃত্যুর সময়ও যোদ্ধৃবেশেই মরেন। যুদ্ধ এবং জয়ই তাঁহার জীবনের ভূষণ ছিল, কিন্তু তিনি রাজ্যের প্রকৃত উপকারের জন্য কিছুই করিয়া যান নাই।

তিনি অতি উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি বিধি ব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা কখনই কার্য্যে পরিণত হয় নাই। দেশের বা প্রজার অবস্থা পূর্ব্ব হইতে কিছুই উন্নতি লাভ করে নাই; বিশেষের মধ্যে এই যে, ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত বহুমূল্য ধনের সাহায্যে, রাজধানী এবং রাজদরবারের জাঁকজমক এবং বাহ্যিক চাক্‌চিক্য কিছু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল,—তাহা দেখিয়া কতকগুলি উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির লোক আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং দরবারের নিয়মানুসারে চলিতে শিক্ষা করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত দেশের প্রকৃত উপকার কিছুই হয় নাই। লোক পূর্ব্বে যেরূপ অস্থির, বিধিবিহীন এবং ধন-পিপাসু ছিল, তখনও সেই-রূপই ছিল। আহাম্মদ সাহের লুণ্ঠিত ধন দেখিয়া তাহাদের ধন-পিপাসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের আশা তৃপ্তির

কোন ন্যায্য পথ পরিস্কার ছিল না। বাণিজ্যোপযোগী পথ ঘাট বা বাণিজ্যের অন্য কোন সুবিধাও ছিল না।

আহাম্মদ সাহ একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র তৈমুর পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি নিজের পথ কণ্টক শূন্য করিবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন! নূতন রাজার এইটী প্রথম কাজ! তৎপর মন্ত্রীগণ এবং প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তা-দিগের হস্তে রাজ্যভার সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়া তৈমুর আমোদ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। রাজকার্য্যের গুরুতর বিষয় হইতে ভাঁড়ের নকল প্রিয়তর হইয়া উঠিল। যুদ্ধের মধ্যে কুক্কুট ও বটেরের লড়াই প্রধান ছিল। জঘন্য বৃত্তি-নিচয়ের উত্তেজক তোষামোদকারীগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, তিনি আমোদে ঢলিয়া পড়িলেন। আর ভারতবর্ষ হইতে ধনাগম হয় না,—পিত্রা-র্জ্জিত ধন অপব্যয়ে নিঃশেষিত হইল,—রাজ্যের পর রাজ্য শত্রু হস্তে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতার প্রতি প্রজাগণের ভক্তি অত্যন্ত প্রবলা ছিল, সেই জন্য তিনি প্রজাগণের ঘৃণার পাত্র হইয়াও নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে প্রায় বিংশতি সংখ্যক পুত্র এবং ততোধিক কন্যা রাখিয়া তৈমুর পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে জামান কাবুলের, আব্বাস্ পেশোয়ারের, খান্দিল কাশ্মী-রের, হুমায়ুন কান্দাহারের এবং মহাম্মদ হিরাটের গবর্ণর ছিলেন। তৈমুরের অন্যতর পুত্রের নাম সুজা; ইনিই প্রথম ইংরেজ-আফগান-অভিনয়ের নায়ক ছিলেন। তৈমুরের মৃত্যু

সময়, প্রাগুক্ত প্রদেশ ব্যতীত অন্য কোন দেশ দুরাণী রাজ্যভুক্ত ছিল না।

জামন সাহ পিতার প্রধান মন্ত্রী পয়েন্দা খাঁর সাহায্যে দুরাণী রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন। এই পয়েন্দা খাঁর পিতা হাজি জামল আহম্মদ সাহের রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করেন। পয়েন্দা খাঁর মনে মনে এই ভাব ছিল যে তিনি, জামনকে তাঁহার হস্তের ক্রীড়া পুত্তলি করিয়া, নিজেই রাজ্য শাসন করিবেন।

জামন কাবুলের সিংহাসন অধিকার করিয়াই শুনিতে পাইলেন যে, কান্দাহারে হুমায়ুন এবং হিরাটে মহাম্মদ তাঁহার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়াই তিনি কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন; তথায় স্বীয় আধিপত্য পুনঃ সংস্থাপন করিয়া হিরাটে গমন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে কাবুলে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে মহাম্মদের সহিত সন্ধি করিয়া তিনি তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

এই গোলযোগের সময় পারস্যের বর্ত্তমান "কাজার" রাজবংশের সংস্থাপক আগা মহাম্মদ সিংহাসন অধিরোহণ করিবার কিয়দ্দিবস পর খোরাসান অধিকার করিয়া বসিলেন এবং বক্ প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত জামনের নিকট অনুজ্ঞাপত্রী প্রেরণ করিলেন। জামন জানিতেন ভারতের ধন দ্বারাই দুরাণী রাজ্য সংস্থাপিত ও সংরক্ষিত এবং ভারতের ধন ব্যতীত দুরাণী রাজ্য রক্ষা করা যাইবে না। কিন্তু তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, এই সুযোগে পারস্যরাজের সহায়তায় ভারত-

বর্ষ হইতে ধন আগমের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া উক্ত বাল্ক রাজ্য তাঁহাকে বিনা যুদ্ধব্যয়ে ছাড়িয়া দিলেন। ঐ প্রদেশ হস্তান্তরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্জাবে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, পিতৃ-যৌতুক পঞ্জাব প্রদেশে রণজিৎ সিংহকে শাসন-কর্ত্তা নিয়োজিত করিলেন।

এই সময় প্রধান উজীর পয়েন্দা খাঁ, জামনকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া তাহার ভ্রাতা সুজা উলমুলুককে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু জামন, সেই গুপ্ত মন্ত্রণা এবং পয়েন্দার দুষ্টাভিসন্ধি জানিতে পারিয়া, তাহাকে এবং তাহার সঙ্গী কতিপয় ষড়যন্ত্রকারিকে বধ করেন। এই ঘটনার পর পয়েন্দা খাঁর পুত্র ফতে খাঁ জামনের অন্যতর ভ্রাতা মহাম্মদের পক্ষাবলম্বী হইয়া পারস্যবাসীদিগের সহায়তায় তাঁহাকে কান্দাহার রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। জামন এই প্রকারে প্রধান লোকের সহায়তায় বঞ্চিত হইয়া, কান্দাহার উদ্ধার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু সেই সৈন্য তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর সহিত যোগ দান করে। এই প্রকার অভাবনীয় বল বৃদ্ধিতে বলীয়ান্ হইয়া মহাম্মদ সবলে কাবুলে উপস্থিত হইলেন এবং জামনকে পরাজিত করিয়া তাহার দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য জামন, রাজশ্রী ভ্রষ্ট এবং দৃষ্টিহীন হইয়া লুধিয়ানাস্থ বৃটিশ পেন্‌সন্ ভোগী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহাম্মদ এই প্রকারে কাবুল সিংহাসন অধিকার করিয়া পেশোয়ার হস্তগত করিবার জন্য তথায় গমন করিলেন। তখন

পেশোয়ার সুজা উলমুলুকের হস্তে ছিল। মহম্মদ ফতে খাঁর সহিত পেশোয়ারে আসিতেছেন শুনিয়াই, সুজাউলমুলুক (ফতে খাঁর প্রতিহিংসার ভয়ে) তথা হইতে পলায়ন করিলেন। এই ঘটনা বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে সংঘটিত হয়, এবং ইহার কিছু দিন পরেই ঘিলিজাইগণ মহম্মদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ফতে খাঁ অতি দক্ষতার সহিত সেই বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু কিছু দিন যাইতে না যাইতেই তাহারা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠে; এবারও ফতে খাঁর বীরত্ব তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিয়াছিল। এই সময় মহাম্মদ কাবুলে প্রত্যাগমন করাতে, সাহসুজা অনেক সৈন্য সংগ্রহ এবং প্রধান প্রধান লোকের সহায়তা লইয়া ১৮০৩ খৃঃঅব্দে কাবুলযাত্রা করিলেন।* তথায় মহাম্মদ সাহকে ধৃত করিয়া কাবুল অধিকার করিলেন। হতভাগ্য মহাম্মদ নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, সে যেরূপ জামনের দুই চক্ষু অন্ধ করিয়াছিল, জামনের ভ্রাতা সাহসুজাও তাহার প্রতি সেই প্রকার নির্দ্দয় ব্যবহার করিবে; এবং সাহাসুজা সে সম্বন্ধে আদেশও দিয়াছিলেন। কিন্তু সাহসুজার প্রধান সহায় সের মহাম্মদের অনুরোধে এই নৃশংস আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। বালাহিসার নামক দুর্গের মৃত্তিকা প্রোথিত একটী অন্ধকার গৃহে মহাম্মদকে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়। এলফিনষ্টোন্ সাহেব বলেন যে এই দয়ার কার্য্যের জন্য পরে সুজাকে প্রকৃত পক্ষেই আক্ষেপ করিতে হইয়াছিল।

একবার যে রাজত্ব করিয়াছে সে রাজপদ ভিন্ন কিছুতেই

* ঠিক এই সময় East India Campany দিল্লী অধিকার করেন।

সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। মহাম্মদ সেই অন্ধকার গৃহে থাকিয়াই সুজার বিরুদ্ধে গুপ্ত মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইল,—তিনি পলায়ন করিলেন। উজীর ফতে খাঁর সাহায্যে মহাম্মদ বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং সুজাকে পুনঃপরাজিত করিয়া কাবুল সিংহাসন অধিকার করিলেন। গণ্ডামকে উভয় সৈন্যের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা কোহিনুর ব্যতীত সমুদয় মহামূল্য মণিরত্ন শত্রুহস্তে ফেলিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু এইরূপে রাজ্য হারাইয়া তিনি কখনও নিরাশ হন নাই,—কান্দাহার গমন করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮১০ খৃঃঅব্দে পেশোয়ার এবং কান্দাহার হইতে তাড়িত হইয়া, ১৮১১ খৃঃঅব্দে অকৃরা নামক স্থানে আটকের গবর্ণর কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন, পরে ধৃত হইয়া বন্দীভাবে কাশ্মীরে প্রেরিত হন। ১৮১২ খৃঃঅব্দে সুজা লাহোরে তাঁহার পরিবারের মধ্যে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় রণজিৎ সিংহের তত্ত্বাবধানে চারি বৎসর বাস করিয়া অবশেষে কোহিনুর হারাইয়া অন্ধ ভ্রাতা জামনের বাসস্থান লুধিয়ানাতে প্রস্থান করিলেন। সেখানে তিনিও জামনের ন্যায় বৃটিশ পেন্সন্‌-ভোগী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সাহসুজা যখন পেশোয়ারে মহম্মদকে সিংহাসন চ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং কাবুলের সিংহাসন তাঁহার স্বত্ব বলিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, যে রুষরাজ আলেকজেন্দর ও নেপোলিয়ান বোনাপার্টি পারস্যরাজের সহিত মিলিত হইয়া

ভারত আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে দূতরূপে পেশোয়ারে প্রেরণ করেন। ইংরেজের প্রতিনিধি প্রেরণে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া সাহসুজা একটী সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সে সন্ধির মর্ম্ম এইরূপ যে আমীর, আফগানরাজ্যে, রুশ, ফরাসী বা অন্য কোন বিদেশীয়কে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আফগানিস্থানের তৎকালিক বিপ্লবময় অবস্থাতে সাহসুজার সন্ধির মূল্য যে অতি অল্প ছিল—তাহা জানিয়াও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দুরাণী রাজপরিবারের কোন ব্যক্তিকে করায়ত্ত করিতে পারিলে সময় বিশেষে উপকার দর্শিতে পারে,—এই বিবেচনায় উক্ত সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এদিকে ফতে খাঁর সহায়তায় আফগান-সিংহাসন অধিকার করিয়া, মহাম্মদ, পূর্ব্ব কথা একবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন, এবং আমোদে মাতিয়া উঠিলেন। বরাকযায়ীদিগের সহায়তায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার প্রদান করিলেন; নিজে ফতে খাঁর হস্তের ক্রীড়নক হইয়া রহিলেন। মহাম্মদ-পুত্র কামরান এতদ্দর্শনে ফতে খাঁকে বিষ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রবল ফতে খাঁকে দমন করা অসাধ্য;—তিনি মনের দুঃখ মনে রাখিয়াই কাল কাটাইতে লাগিলেন।

ফতে খাঁ অত্যন্ত সাহসী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি আপন প্রভু মুহাম্মদকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য শাসনের প্রতি মনোযোগ দিলেন, বেলুচিস্থান এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণকে পরাভূত করিয়া অফগানরাজ মহাম্মদের প্রাধান্য সংস্থাপন করিলেন। রাজকার্য্যের প্রত্যেক

বিভাগের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিলেন। দেশের যাবতীয় লোক তাহাকে ভয় এবং ভক্তির সহিত দেখিতে লাগিল এবং আফগান ভূমিতে শান্তি সংস্থাপিত হইল। আহাম্মদ সাহের সৌভাগ্য-সময় যেন যাদুকরের মন্ত্রদ্বারা আফগান ভূমিতে পুনঃ সংস্থাপিত হইল। রাজনীতিবিশারদ ফতে খাঁ বিশ্বস্ত লোকের হস্তে বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। তাঁহার বিংশতিসংখ্যক ভ্রাতৃবৃন্দই প্রায় সেই সব পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বেলুচিস্থান, পেশোয়ার, গজনি এবং বামিয়ান,—এই সমুদয় স্থানের শাসনের ভার তাঁহার ভ্রাতাদের হস্তেই অর্পিত হইয়াছিল। কিছু দিন পরে কাশ্মীরেও তাঁহার এক ভ্রাতা শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেবল হিরাট, কতক দিনের জন্য তাঁহার নিজ সম্পর্কহীন লোকের হস্তে ছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠ এবং সুচতুর ভ্রাতা দোস্ত মহাম্মদকে তিনি মন্ত্রণা-কার্য্যের সহায় রূপে সঙ্গে রাখিয়াছিলেন।

ফতে খাঁ রাজ্যমধ্যে শান্তি সংস্থাপন করিয়া, আতামহাম্মদ খাঁর নিকট হইতে কাশ্মীর উদ্ধারের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিলেন। এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য, তিনি রণজিৎ সিংহের সহিত একটী সন্ধি সংস্থাপন করেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, মোগল সম্রাট, তৈমুরকে যৌতুক স্বরূপ পঞ্জাব প্রদেশ দান করেন এবং তৈমুর-পুত্র জামন রণজিৎ সিংহকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত করেন। রণজিৎ সুবিধা পাইয়া আফগানদিগের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতার বিজয়-ভেরী নিঘোষিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোল্লিখিত সন্ধি দ্বারা ফতে খাঁ, কাশ্মীরের রাজস্ব হইতে রণজিৎ সিংহকে বার্ষিক ৯ লক্ষ টাকা

দিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুত হইলেন। রণজিৎ সিংহও কাশ্মীর জয়ের জন্য দশ সহস্র সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। এই সন্ধি মহাম্মদ সাহের নামে মাত্র হইয়াছিল কিন্তু ফতে খাঁই ইহার প্রধান নায়ক ছিলেন।

ফতেখাঁ রণজিতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তৎপ্রদত্ত সৈন্য এবং আফগান সৈন্য একত্রিত করিয়া, বিম্বারপাশ দিয়া কাশ্মীরে প্রবেশ করিলেন। তিনি অবাধে শ্রীনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। শ্রীনগরে বিদ্রোহী গবর্ণর আতামহাম্মদের সহিত যুদ্ধ হয়। ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত আতা মহাম্মদ বলবীর্য্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া ফতেখাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। ফতেখাঁ যেরূপ রাজনীতি বিশারদ ছিলেন সেইরূপ গুণগ্রাহীও ছিলেন। তিনি দেখিলেন আতামহাম্মদ খাঁ একজন বিজ্ঞ এবং সাহসী লোক; তাহাকে হস্তগত করিতে পারিলে সময়ে অনেক উপকার হইতে পারে,—এই বিবেচনায় অতি সরল এবং উদার নিয়মে সন্ধি সংস্থাপন করিয়া, তাঁহাকে বরাকযায়ীদিগের পক্ষাবলম্বী করিয়া তুলিলেন।

তৎপর রণজিৎ সিংহ ফতে খাঁর নিকট কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার পদ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া, তদীয় ভ্রাতা মহম্মদআজীম খাঁকে কাশ্মীরে নিয়োজিত করিলেন। তাহার নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই উপদেশ দিয়া দিলেন যে ছলে বলে, কোনমতেই যেন রণজিতকে অঙ্গীকৃত ৯ লক্ষ টাকা না দেওয়া হয়। ধূর্ত্ত শিখ এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া আফগান সৈন্যের প্রত্যাবর্ত্তনের পথ প্রতিরোধ করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আটকের দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন।

ফতে খাঁ, রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধাচরণের সংবাদ পাইয়া, স্বীয় ভ্রাতা দোস্ত মহাম্মদকে দুই সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আটক আক্রমণের জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি আটকের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলেন যে প্রায় অষ্টগুণ শিখসৈন্য একটী উচ্চ স্থানে ব্যূহ রচনা করিয়া সংগ্রাম প্রতীক্ষা করিতেছে। দোস্ত মহাম্মদ ভ্রাতৃসৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিলে সুবিবেচনায় কার্য্য করিতেন; কিন্তু তিনি একান্ত সাহসী ও যশঃপ্রিয়;—তিনি ভাবিলেন যে এই অল্প সংখ্যক সৈন্য দ্বারা যদি শিখকে পরাজিত করিতে পারি, তবে সম্পূর্ণ যশের ভাগী আমিই হইব। এই যশঃ লিপ্সায় অন্ধ হইয়া বিশেষ বিবেচনা না করিয়া তিনি শিখ সৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণে দোস্ত মহম্মদ এতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে, শিখগণ তোপ পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু শিখগণ অল্পক্ষণ মধ্যেই স্থির হইয়া, অদমনীয় উদ্যম ও সাহসের সহিত পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় দোস্ত মহাম্মদ আর কিছু সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই শিখগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিতে পারিতেন। বলবৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া তিনি বারংবার ফতে খাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং অভূতপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এদিকে কতিপয় শিখ অশ্বারোহী তাঁহার প্রেরিত লোককে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া রাখিল, এবং উহাদের মধ্যে একজন ছদ্মবেশ পরিধান করিয়া ফতে খাঁর নিকট এই সংবাদ প্রদান করিল যে তাঁহার ভ্রাতা দোস্ত মহাম্মদ শিখসমরে হত হইয়াছেন এবং শিখগণ তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া ফতে খাঁ শিখ সৈন্য আক্রমণের কোন উদ্যোগ না করিয়া পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলেন। অন্য দিকে, দোস্ত মহাম্মদ ভ্রাতার সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহার অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য দ্বারা বিপুল শিখসেনাকে পরাজিত করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, বীরোচিত বলবীর্য্যের সহিত প্রতিপদে শিখগণকে বাধা দিয়া পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। যে পথ দিয়া সৈন্য সহ ফতে খাঁ ফিরিয়া গিয়াছেন তিনিও সেই পথই অবলম্বন করিলেন। একটী তত্ত্ববাহককে ধৃত করিয়া শিখগণ এইরূপে আটকের যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন।

এই যুদ্ধ স্থান হইতে এবম্প্রকারে কাবুলে ফিরিয়া আসিয়া দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত ফতে খাঁ কেবল রাজ্য-সংক্রান্ত বিধি ব্যবস্থা প্রস্তুত ও প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল হিরাট তাঁহার নিজ সম্পর্ক শূন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পিত ছিল। মহাম্মদ সাহের আপন ভ্রাতা হাজিফিরোজ উদ্দীন হিরাটের গবর্ণর ছিলেন। ইনি এ পর্য্যন্ত কখনও পারস্য সাহকে কিছু কিছু টাকা নজর দিয়া, কখনও বা খোরাসানের খানদিগকে বিদ্রোহের উত্তেজনাতে উত্তেজিত করিয়া, পারস্যসাহ ফতে আলি খাঁর আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু ১৮১৬ খৃঃ অব্দে খোরাসান পারস্য রাজ্যের পদানত হওয়াতে তিনি নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলেন। এদিকে হিরাট অধিকার করিবার জন্য পারস্যবাসীগণ মেসিদে সৈন্য সংগ্রহ করিতেছে শুনিয়া, তিনি আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি ফতে খাঁর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফতে খাঁ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্যে

হিবাট অভিমুখে গমন কৰিলেন। তিনি এত দ্রুত তথায় উপস্থিত হইযাছিলেন যে পাবস্য সেনা কেবল মাত্র তাহাদের সীমান্ত প্রদেশ ছাড়াইযা আসিবাব সময় পাইয়াছিল। ফতে খাঁর ন্যায ক্ষমতাশালী এবং উচ্চাকাঙ্খী ব্যক্তিকে হিরাটে দেখিয়া হাজিফিবোজ উদ্দীন পাবস্যবাসীদিগের অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিক ভয়েব কাবণ বিবেচনা কবিলেন। এতন্নিবন্ধন তিনি ফতে খাঁকে সসৈন্যে নগব প্রবেশ কবিতে নিষেধ করিলেন।

ফতে খাঁ উদ্দেশ্য সাধনে বিরত হইবাব লোক ছিলেন না। তিনি পঞ্চাশৎ সংখ্যক মাত্র লোক লইযা নগবে প্রবেশ কবিবাব অনুমতি লইলেন, তৎপব হিবাটেব প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী লোকেব সহিত শোণিত-সম্পর্ক-বন্ধনাবদ্ধ পঞ্চাশ জন অনুচর সঙ্গে লইযা নগবে প্রবেশ কবিলেন। ইহাবা সকলেই ফতে খাঁব উপযুক্ত শিষ্য ছিল। অতি শীঘ্রই ইহারা হিবাটবাসীদিগকে এবং ফিবোজ উদ্দীনেব সৈন্য সমূহ বশীভূত কবিয়া ফেলিল, চতুর্থ দিবসে নগব, ও পঞ্চম দিবসে দুর্গ, বিনা যুদ্ধে হস্তগত করিল।

হিবাটেব গবর্ণবের পদ ফতে খাঁ স্বযং গ্রহণ করিলেন এবং হাজিফিবোজ উদ্দীনকে অতি সম্ভ্রমেব সহিত কাবুলে পাঠাইলেন। হাজিফিরোজ উদ্দীন হিবাট নগর পবিত্যাগ করিয়া যাইবা মাত্র, উদ্ধত দোস্ত মহাম্মদ, ফতে খাঁব স্পষ্ট নিষেধেব বিরুদ্ধে, লুক্কায়িত ধন লুণ্ঠন কবিবাব অভিপ্রায়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিযা রাজ পবিবাবেব বেগম, সাহজাদী এবং অন্যান্য অবরোধ-কামিনীব প্রতি নিতান্ত পাশব ব্যবহার করেন। হাজি ফিবোজউদ্দীনেব এক পুত্রেব সহিত মহাম্মদ সাহেব এক

কন্যাব বিবাহ হয়। শোনা যায় দোস্ত মহাম্মদ ঐ কন্যার প্রতি বলপ্রয়োগ কবিতেও ত্রুটি করেন নাই।

এই সংবাদ শুনিয়া 'মহাম্মদ সাহ ও তাঁহার পুত্র কামরান, ফতে খাঁর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহাম্মদ সাহ, ফতে খাঁব কবপুত্তলী হইয়া বাজা নামে অভিহিত ছিলেন মাত্র; এই জন্য পিতা কি পুত্র কেহই ফতে খাঁব বিরুদ্ধে হস্তো-ত্তলন কবিতে সাহসী হইয়াছিলেন না, কিন্তু প্রতিহিংসার সুযোগ প্রতীক্ষা কবিযা বসিয়া বহিলেন।

ফতে খাঁ এইরূপে হিবাট হস্তগত কবিযা পাবস্য-সৈন্য পরা-জয় করিবাব জন্য তদ্দেশাভিমুখে ধাবিত হইলেন। হিবাট হইতে প্রায ৭০ মাইল ব্যবধান কাফেবকিলাত নামক স্থানে উভয় সৈন্যাব সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পাবস্যবাসীগণ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত খুব সাহসের সহিত যুদ্ধ কবে, কিন্তু আফগান অশ্বারোহীব পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সমবক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। এই দিবস প্রায় ১০ সহস্র পারস্য সৈন্য হত হয়। ফতে খাঁ পারস্য সেনার পশ্চাৎ ধাবিত হইতে ছিলেন, এমন সময বহুদূব-পবিত্যক্ত একটী তেজোহীম বন্দুকের গুলি ফতে খাঁব মুখমণ্ডলে আসিয়া লাগে; সেই আঘাতে অচেতন হইযা তিনি ভূমিতে পতিত হন। তাঁহার সহচবগণ, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া পারস্যবাসীদিগের পশ্চাৎ ধাবনে হইতে বিবত হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পব পাবস্যবাসীগণ বিল-ক্ষণ বুঝিয়া ছিল যে, আফগান-হস্ত হইতে হিরাটের বিচ্যুতি বড় সহজ ব্যাপার নয়। এই ঘটনার পর বহুকাল পর্য্যন্ত তাহারা আর হিরাটের নাম পর্য্যন্তও করে নাই।

ফতে খাঁ, যখন পারস্যবাসীদিগের হস্ত হইতে মেসিদ উদ্ধারের উদ্যোগে নিযুক্ত ছিলেন, তখন হিরাট পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কাবুলে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় মহাম্মদ সাহের পুত্র কামরানের চক্রান্তে যে সকল ঘটনার অবতারণা হয়, তদ্দ্বারা 'সদোজায়ী' রাজপরিবারের আফগান সিংহাসনের আশা এক প্রকার চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়।

জামন সাহের পুত্র কায়সর মিরজা এবং মহাম্মদ-পুত্র কামরান, এই উভয়ের মধ্যে বহুদিবসাবধি কান্দাহারের শাসনকর্ত্তার পদ লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছিল। মহাম্মদ সাহ যখন দ্বিতীয়বার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন কামরান ও কায়সার উভয়েই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কান্দাহারের গবর্ণরী পদ প্রার্থনা করেন। ফতে খাঁ পাদসাহ-পুত্র কামরানকেই গবর্ণরী পদ দেওয়া স্থির করেন। কামরান এই সময় কায়সারের পূর্ব্ব কৃত কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহাকে নৃশংস পশুর ন্যায় বধ করেন। ফতে খাঁ এই সংবাদ পাইয়া কামরানের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া উঠেন; এবং এরূপ নৃশংস স্বভাবের লোকের উপর রাজ্যসংক্রান্ত কোন গুরুতর ভার ন্যস্ত করা উচিত নয়,—এইরূপ মত প্রকাশ করেন এবং কান্দাহারের গবর্ণরী পদ দিতে অস্বীকৃত হন। কামরান নীরবে এই অপমান হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং ফতে খাঁকে শাস্তি দিবার সুযোগ প্রতীক্ষায় রহিলেন।

কামরান রাজপুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু ফতে খাঁর নিকট তাহার আধিপত্য কিছুই ছিল না। মহাম্মদ সাহ আমোদে অঙ্গ ঢালিয়া বসিয়া ছিলেন। রাজ্যের সকল বিভাগেই ফতে খাঁর

কর্ত্তৃত্ব ছিল। মহাম্মদ সাহ, ফতে খাঁর মন্ত্রীত্বকালে ইচ্ছানুসারে বিলাসোপযোগী সমুদয় বস্তু পাইতেন বলিয়া, তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিতে ইচ্ছা করিতেন না; ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার অধিকার ছিল না। চক্ষু উৎপাটিত হইয়া চিরবন্দী হইবার আশঙ্কা হইতে মুক্ত হইয়া ফতে খাঁর সাহায্যে তিনি আফগনিস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন—এটী তিনি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতেন। ফতে খাঁকে পদচ্যুত ও দণ্ড প্রদান করিবার জন্য কামরান তাঁহার পিতাকে কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু উপরোক্ত কারণে তিনি তাহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, কিন্তু যখন হাজিফিরোজ উদ্দীন কাবুলে উপস্থিত হইয়া দোস্ত মহাম্মদের দৌরাত্ম্য ও দুর্ব্বৃত্ত ব্যবহারের বিষয় বিবৃত করিলেন, এবং যখন প্রতিহিংসা-পরায়ণ কামরান রাগান্বিত পিতাকে ক্রোধে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য বলিলেন, যে দোস্ত মহাম্মদ স্বহস্তে মহাম্মদ তুহিভার (হাজি-ফিরোজ উদ্দীনের পুত্র-বধূ) বোরকা (মুখাবরণ) ছিঁড়িয়া ফেলিযাছে এবং অকথ্য পাশব ব্যবহার করিয়াছে, তখন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঐ সকল দৌরা-ত্ম্যের বর্ণনা অনেকাংশে যে অত্যুক্তি হইতে পারে এবং দোস্ত মহাম্মদের অপরাধে ফতে খাঁকে দণ্ডিত করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা অনুমাত্র বিবেচনা না করিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ফতে খাঁর চক্ষু উৎপাটনের আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশের ভার কামরান মিরজার হস্তে অর্পিত হইল।

কামরান এই আদেশের বিষয় গোপন রাখিয়া হিরাটে যাত্রা করিলেন। তথায় গিয়া উপস্থিত হইলে ফতে খাঁ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। ফতে খাঁ আফগনিস্থানের

সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত ছিলেন;—ক্ষমতা, যশঃ, ধন সকলই তাঁহার করায়ত্ব ছিল। মহাম্মদ সাহ নামে মাত্র রাজা, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই রাজা ছিলেন। ইহা অপেক্ষা আর উচ্চ আশা তাঁহার ছিল না। এই জন্যই তিনি প্রকৃত পক্ষে সরলভাবে আফগনিস্থানের প্রকৃত উন্নতি, যশঃ এবং গৌরব-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ" কামরানও হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বিলক্ষণ সৌহার্দ্দের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার চাতুরীর বিন্দু বিসর্গও প্রকাশ হইতে না পারে এই জন্য তিনি, কোন বিষয় উপস্থিত হইলেই উজীরের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এই সকল ব্যবহারে কামরানের বিরুদ্ধে ফতে খাঁর যে সন্দেহটুকু ছিল তাহাও তিরোহিত হইয়া গেল। সহরের বহির্ভাগে সাবাগে যাইয়া ফতে খাঁ, প্রত্যহ কামরানের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন; কামরানও তাঁহাকে সমাদরে গ্রহণ করিতেন। কিন্তু, এক দিবস ফতে খাঁ বিংশতি সংখ্যক মাত্র শরীর রক্ষকসহ, কামরানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাবাগে গমন করিয়াছিলেন। রক্তপিপাসু কামরান সুযোগ পাইয়া দলে বলে তাঁহার উপর পড়িয়া নিরস্ত্র করিয়া ফেলিলেন এবং পিত্রাজ্ঞা-প্রতিপালন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহার চক্ষু উৎপাটিত করিলেন।

যে ফতে খাঁর সাহায্যে, আট বৎসর পূর্ব্বে, মহাম্মদ সাহ সদোজায়ী আফগান সিংহাসন প্রাপ্ত হন, আজ তিনি সেই ফতে খাঁরই, উপকারের পুরস্কার স্বরূপ দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া ফেলিলেন। ফতে খাঁকেই প্রকৃত প্রস্তাবে দুরাণী রাজ্যের সংস্থাপক বলা যাইতে পারে। তিনি দক্ষ, ক্ষমতাশালী এবং সুশাসক

ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ হইয়াই তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইযাছিলেন। তাহার অনেক দোষও ছিল বটে, কিন্তু দোষ অপেক্ষা গুণের ভাগই অধিক ছিল। দোষগুলি তাঁহার দেশীয় এবং শিক্ষা-প্রণালী হইতে উদ্ভূত, কিন্তু গুণগুলি তাঁহার ব্যক্তি-গত,—আফগান জাতিতে ঐ সকল গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এইরূপে নৃশংসভাবে ফতে খাঁর চক্ষু উৎপাটনের জন্য বাজ্যের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক কামবানেব বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং অতি অল্প সময়েব মধ্যেই এই কুকার্য্যের জন্য সদোজায়ী পরিবাবেব গুরুতব দণ্ড ভোগ কবিতে হইয়াছিল।

এই নিষ্ঠুব দৃশ্য যখন অভিনীত হইতে ছিল, তখন হিরাটে ফতে খাঁর তিন ভ্রাতা অবস্থিতি করিতেছিলেন। তন্মধ্যে পুরদিল খাঁকে কাবারুদ্ধ কবা হয়; খান্দিল এবং শেবদিল পলা-য়ন করিয়া গিরিশিক হইতে ২৩ মাইল ব্যবধান নামনী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাবা যখন তথায় ববাকজাযীগণকে সদোজায়ী রাজপরিবাবেব প্রতিকূলে অস্ত্র ধাবণ কবিবার নিমিত্ত উত্তেজনা করিতে ছিলেন, তখন কাবারুদ্ধ পুরদিল পলায়ন করিয়া উক্ত ভ্রাতাদিগের সহিত যোগ দান করিলেন।

বিদ্রোহ রাজ্যময় ব্যাপৃত হইল। অন্যতব ভ্রাতা কাশ্মীরের গবর্ণর মহাম্মদ আজীম খাঁ কাশ্মীরে বিদ্রোহ পতাকা উড্ডীন করিয়া দোস্ত মহাম্মদ খাঁকে সসৈন্যে কাবুল আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরণ কবেন। দোস্ত মহাম্মদ কাবুলে পঁহুছিবামাত্র, বিলাসপ্রিয় মহাম্মদ সাহ, কামবানের পুত্রেব হস্তে নগর সংরক্ষ-ণের ভার অর্পণ কবিয়া গজনীতে পলায়ন করিলেন।

ফতে খাঁ, দোস্ত মহাম্মদকে হাজি ফিরোজউদ্দীনের অন্তঃপুরে

দৌরাত্ম্য এবং দুর্ব্যবহার করিবার অপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহাম্মদ আজীম খাঁ কর্ত্তৃক কারামুক্ত হইয়া, যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফতে খাঁর দুর্দ্দশার কথা শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহার প্রতি যে কিছু বিদ্বেষের ভাব ছিল তাহা ভুলিয়া সদোজায়ী রাজ পরিবারের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দোস্ত মহাম্মদ খাঁ কাবুলে পঁহুছিলে, কামরানের পুত্র তাহাকে বাধা দেয়। কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক কামরানপুত্র কখনও দোস্ত মহাম্মদের সমকক্ষ হইতে পারে না;—কামরানের পুত্র অতি সত্বরই যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

কামরান স্বীয় পিতার গজনী পলায়নের তত্ত্ব পাইয়া হিরাট হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনীর দুর্গে পঁহুছিয়া তথায় কিয়দ্দিবস সৈন্যদিগের বিশ্রাম জন্য অপেক্ষা করেন। তৎপর দ্বাদশ সহস্র সৈন্য সহ কাবুল আক্রমণ করেন। দোস্ত মহাম্মদ ও মহাম্মদ আজীম খাঁ ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চারি সহস্র সৈন্য সহ গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কামরানের সৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে একটী উচ্চ স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন পূর্ব্বক কামরানের কাবুল যাত্রা অবরোধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। সেই রাত্রিতে কামরানের সমুদয় সৈন্য আসিয়া বরাকজায়ী ভ্রাতাদিগের অধীনতা স্বীকার করিল; এবং কামরান সেই রাত্রেই পলায়ন করিয়া গজনীতে তাহার পিতার সহিত যোগ দিলেন। তৎপর পিতাকে ও কারারুদ্ধ ফতে খাঁকে লইয়া কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইক্ষণ মহাম্মদ সাহ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে কামরানের উত্তেজনায় ফতে খাঁর প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়া কি কুকার্য্য করিয়া-

ছেন। যে রাজ্য তিনি বরকজায়ীদিগের সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন, সেই রাজ্য বরকজায়ীদিগের প্রতি শত্রুতা করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না,—স্পষ্ট বুঝিয়া ঘৃণিত পিতা ও নৃশংস পুত্র একান্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। ফতে খাঁকে চক্ষু উৎপাটন করিয়া কারারুদ্ধ করা অবধি নৃশংস কামরান অনেক অপমান ও কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সকল অপমানের প্রতিকুলে ফতে খাঁ একদিনও একটী কথা বলেন নাই। এইরূপ অনন্যো-পায় হইয়া এই জঘন্য পিতা পুত্র ফতে খাঁকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে,"আপনি আমাদিগের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করা হইতে আপনার ভ্রাতাদিগকে ক্ষান্ত করুন।" কারাবরোধের পর, ফতে খাঁ এতদিন মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি এই প্রথম কথা বলিলেন। তিনি এই উত্তর দিলেন "এই পৃথিবীর কার্য্যের সহিত আমি আর কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহি না, আমি চক্ষু হারাইয়া, অন্যের প্রতি আমার যে অধিকার ছিল, তাহা হই-তেও বঞ্চিত হইয়াছি।" এই কথা শুনিয়া রাজকুল-কলঙ্ক মহা-ম্মদ, মানবকুলকলঙ্ক স্বীয় পুত্র কামরানের উপর ফতে খাঁকে বধ করিবার ইঙ্গিত করেন। নৃশংস, কঠিন হৃদয়, দুরাচার কাম-রান তৎক্ষণাৎ এক ছুরিকাঘাতে নিঃসহায় অন্ধ মন্ত্রীর হৃদয় বিদ্ধ করিল; এবং তাঁহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার শোণিত-পিপাসা নিবৃত্ত করিল। এই প্রকারে আততায়ী বিশ্বাসঘাতক কর্ত্তৃক ফতে খাঁ প্রাণ হারাইলেন। ফতে খাঁর তুল্য লোক এখন পর্য্যন্ত আফগানিস্থানে জন্মগ্রহণ করে নাই।

ফতে খাঁ যে কেবল সাহসী ও সদ্বিবেচক ছিলেন তাহা

নহে, তিনি বিলক্ষণ রসিকতাপ্রিযও ছিলেন। এক দিবস কোন মোসাহেবেব প্রতি বিবক্ত হইযা বলিযাছিলেন যে "তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও", তদুত্তবে উক্ত মোসাহেব বলিযাছিল যে "আমি কোথায় যাইব? কাবুলে তুমি আছ, কান্দাহার, গজনী, পেসোযার প্রভৃতি যাবতীয স্থানে তোমাব ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃত্ব কবিতেছে, তোমাদেব কর্ত্তৃত্ব ছাড়াইযা আমারত কোন স্থানেই যাইবার যো নাই", ইহা শুনিযা ফতে খাঁ বাগান্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "তবে যাহান্নামে যাও"। এই কথা শুনিয়া প্রত্যুৎপন্নমতি মোসাহেব বলিয়া বসিযাছিল যে "হুজুব, তথায় ত আপনাব পিতা পযেন্দা খা স্বযং বিবাজ কবিতেছেন। সেখানে গেলেই আপনাদেব হস্ত হইতে আমার নিস্কৃতি কোথায?"

ফতে খাঁব খণ্ড শবীব একত্রিত কবিযা ভ্রাতৃগণ কর্ত্তৃক গজনীতে কবব দেওযা হয।

এই নৃশংস কার্য্য কবিযা মহাম্মদ সাহ, তাহার পুত্র কামরান এবং ভ্রাতা ফিবোজ উদ্দীন নানা স্থানে গুপ্ত ভাবে ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন, কোন স্থানে ঠিক থাকিতে পাবিলেন না। অবশেষে হিরাটে যাইয়া পাবস্যবাজেব আধিপত্য স্বীকাব করিযা হিরাটে কখন রাজা বলিযা বাস কবিতে লাগিলেন। হিবাটবাসীগণের অপেক্ষাকৃত সহানুভূতি ছিল বলিযা, তাঁহারা এই শোচনীয় অবস্থায় তথায় স্থান পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থাতেও এই ত্রিমূর্ত্তি—পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, আপনাদিগেব মধ্যে বিবোধের শান্তি কবিতে পারে নাই, অল্প দিবস মধ্যেই হাজি ফিরোজ উদ্দীন মহাম্মদ সাহকে পরিত্যাগ কবিযা মেসিদে চলিয়া যায়। তৎপর পিতা পুত্রে বিবাদ আবস্ত হয় এবং ১৮২৯ সনে পুত্র

কর্ত্তৃক পিতা প্রাণ হারাইলেন। কামরান পারস্য রাজ্যের অধীনে হিরাটে করদ রাজা রূপে রাজ্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিরাটে স্থান পাইয়া কামরান সুরাপান ব্যসন ও অন্যান্য জঘন্য আমোদে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অন্য অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ফতে খাঁর নৃশংস বধের পরই সৌভাগ্য দেবী সদোযায়ী পরিবারকে ত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

যদিচ সদোজায়ী রাজ্য এইরূপে নষ্ট হইল বটে কিন্তু এক গোত্রের হস্ত হইতে গোত্রান্তরে পরিবর্ত্তিত হইল মাত্র।

দুরানী জাতি এই কয়েক গোত্রে বিভক্ত:—সদোযায়ী, পপলযায়ী, বরাকযায়ী, হালাকোযায়ী আসাকযায়ী, নুরযায়ী, ইসাকযায়ী এবং খাগোযানী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বরাকযায়ী রাজত্ব।

নৃশংস অত্যাচার এবং দুর্ব্ব্যবহারের প্রতিফল স্বরূপ সদোযায়ী রাজপরিবার কাবুল হইতে তাড়িত হইয়া হিরাটে আশ্রয় লইলেন। হিরাট ব্যতীত আর সকল প্রদেশই তাহাদের হস্তবিচ্যুত হইল। এই বিপ্লবের সময় পর্য্যন্তও আফগানস্থানে এরূপ ক্ষমতাশালী পুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই, যিনি বাহুবলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলি একত্রিত করিয়া তদুপরি আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন। ফতে খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাম্মদ আজীম কাবুলে, দোস্ত মহাম্মদ গজনীতে, পুরদিল কান্দাহারে, জব্বর খাঁ কাশ্মীরে এবং ইয়ার মহাম্মদ পেশোয়ারে আধিপত্য

সংস্থাপন করিলেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ইহাঁদের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিযোজিত হইযা দেশের শান্তি সংস্থাপন করিতে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহসী হইলেন না। প্রত্যেকেই সদোযায়ী রাজপরিবারের এক একজন অকর্ম্মণ্য যুবককে সম্মুখে রাখিয়া শাসন কার্য্য পবিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডীয় মহা কবি সেক্ষপিয়াব বলেন—

"নামেতে কি কবে?
গোলাপ, যে নামে ডাক সুগন্ধ বিতরে।"

এ কথা সকল স্থানে প্রযুজ্য নহে। ক্লাইব পলাশির যুদ্ধে জয় লাভ কবিযাও মিবজাফরকে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব বলিয়া সেলাম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দুর্ব্বলমনা, অর্থ শূন্য, বৃদ্ধ সাহ আলমকে হস্তে পাইয়া ও তাঁহাবই দেওযান নামে রাজ্য শাসন করিবাছিলেন। নামের মাহাত্ম্য এমনই। ১৮০৩খৃঃঅব্দে লর্ডলেক আলিগড় এবং লাসো-য়াবীতে ফবাসী-সেনানী-পবিচালিত মহারাষ্ট্রীযদিগকে পবাজিত করিয়া দিল্লী এবং আগ্রা অধিকাব করিলেন। তখন দিল্লীর সম্রাটকে আয়ত্তাধীনে পাইয়াও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাবই নামে রাজ্য শাসন আবম্ভ কবিলেন,—এ কি নামের মাহাত্ম্য নয়? নেপালে জঙ্গবাহাদুর যে খেলা খেলিয়াছেন তাহাতেও এই নাম মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। যখনই দেখা গিয়াছে রাজাকে অপহৃত করিয়া প্রজা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন, তখনই প্রজা কর্তৃক রাজা পদদলিত হইয়াছে বটে; কিন্তু প্রজা কখনও নামের অবমাননা করিতে সাহসী হয় নাই.—বরং নামকে

মস্তকে ধারণ করিয়া সতর্ক এবং ভীতচিত্তে সিংহাসনের সোপান আরোহণ করিযাছে। সিংহাসনের সোপান অতি দুরারোহ; "রাজ" নামরূপ যষ্টির সাহায্য ব্যতীত উঠা সহজ নয়।

বরাকযাযী ভ্রাতাগণ যে সকল সদোযাযীদিগকে রাজা বলিযা পরিচয দিয়াছিলেন তাহারা সকলেই অকর্ম্মণ্য এবং আলস্যপ্রিয় ছিল। ইহাদের মধ্যে কাহারই রাজ্য সংস্থাপনের উপযোগী ক্ষমতা বা বলবীর্য্য ছিল না। এ দিকে অন্যান্য সর্দ্দারগণ সম-শ্রেণীস্থ বরাকযায়ীদের অধীনতা স্বীকার করিতে বিলক্ষণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বরাকযাযী ভ্রাতাদের মধ্যেও এখন একতা ছিল না যে, তাহারা সকলে মিলিযা এক ভ্রাতাকে আমীর পদ প্রদান করিবেন। এ অবস্থায রাজ্য মধ্যে নানা-প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিলেন; কেহই কাহারও নিকট অধীনতা স্বীকার করিলেন না। সর্দ্দারগণের মধ্যে যে কেহ দুই চারি সহস্র সৈন্যসংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন তিনিই আফগান সিংহাসনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। পুরদিল খাঁ এই শোচনীয় অবস্থা দূরীকৃত করিবার জন্য উপায উদ্ভাবনের চিন্তায় নিযুক্ত রহিলেন; পরিশেষে এই স্থির করিলেন যে সদো-যায়ী পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্ ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসা-ইয়া ফতে খাঁর ন্যায তিনি মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত হইবেন, এবং এইরূপে আফগানস্থানে শান্তি সংস্থাপন করিবেন। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন উপাযে উহা সম্পাদিত হইবে না।

রাজপরিবারসম্ভূত সদোযায়ী ভ্রাতৃগণ মধ্যে যে কয়েক জন জীবিত ছিলেন তন্মধ্যে সাহসুজাই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী এবং গুণ-

বান্ ছিলেন। একবার অল্পদিনের জন্য তিনি কাবুলে রাজত্বও করিয়াছিলেন। পুরদিল এই সাহসুজাকে সিংহাসনে বসাইবার স্থির সঙ্কল্প করিয়া ভ্রাতা খান্দিলকে শীকারপুরে প্রেরণ করিলেন। মহাম্মদ সাহের দুর্দ্দশা এবং রাজ্যচ্যুতির পর সাহসুজা রাজ্যলাভের সুযোগ প্রতীক্ষায় শিকারপুরে বাস করিতেছিলেন। খান্দিল তথায় গমন করিয়া পুরদিলের উপদেশানুসারে সাহসুজাকে আফগান সিংহাসনে স্থাপন করিবার প্রস্তাব করাতে তিনি খান্দিলকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া ও আপাততঃ ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"আপনাদের অন্যান্য ভ্রাতৃগণ যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে আমি কাবুলে যাইতে সাহস পাই।" বরাকযায়ী ভ্রাতৃগণ সাহসুজার পক্ষসমর্থন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই অঙ্গীকার বাক্যে ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাহসুজা নির্ব্বোধের কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইবার আশাতেই তিনি ভাবভঙ্গীতে দেখাইতে লাগিলেন যে রাজা হইলেই বরাকযায়ীদিগের সহিত তিনি কোন সম্পর্ক রাখিবেন না। অন্যান্য অর্ব্বাচীন, তরল মতি এবং অশিক্ষিত রাজকুমারদের ন্যায় তিনিও বিগত ঘটনা হইতে কিছুই বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারেন নাই এবং তাহার কিছু বিস্মৃতও হইতে পারেন নাই। মহাম্মদ আজীম খাঁ সাহসুজাকে এইরূপ ব্যবহার হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সুজা বরাকযায়ী ভ্রাতাদের হস্তে প্রধান প্রধান রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া রাজপদ লইতে সম্মত হইলেন না। সাহসুজার এই ব্যবহার দৃষ্টে বরাকযায়ীগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

তিনি পুনর্ব্বার লুধিয়ানাতে যাইয়া নির্ব্বাসনে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

সুচতুর বরাকযায়ীগণ তৈমুর সাহের অন্যতর পুত্র আয়ুব মির্জ্জাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ইনি বরাকযায়ী ভ্রাতৃবৃন্দের সমস্ত প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমার নামে মুদ্রা প্রচলিত হউক, আমাকে রাজপদ প্রদান কর,—তবেই আমি সন্তুষ্ট। সমস্ত রাজকার্য্য তোমরাই কর; রাজ্য শাসন সম্বন্ধে তোমাদের কার্য্যের উপর আমি হস্তক্ষেপ করিব না।" এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া আয়ুব সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন।

ব্যাঘ্র শাবক মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেও, কখনও ব্যাঘ্রের স্বভাব পরিত্যাগ করে না। বিশ্বাসঘাতকতা এবং অঙ্গীকার প্রতিপালন আফগানদিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। আয়ুব রাজ্য শাসনে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র করিবেন না এমত অঙ্গীকার ত করেন নাই! সিংহাসনে বসিয়াই আয়ুব, বরাকযায়ীদিগকে তাড়াইবার জন্য ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অসময়ে ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। গুপ্ত মন্ত্রনার পত্র সকল ধৃত হইয়া পড়িল,—বরাকযায়ীগণ তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কাবুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। সেই সময়েই তৈমুরের অন্য এক পুত্র সুলতান আলীকে কাবুলে হত্যা করা হয়, এবং মহাম্মদ মুরাদ নামক তৃতীয় পুত্র কান্দাহারে হত হন। কুটচক্রে লিপ্ত হইয়াই তিন ভ্রাতাই তাহার উপযুক্ত শাস্তি প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময় মহাম্মদ আজীম খাঁ রাজ্যের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু রাজ্যে তাহার প্রকৃত স্বত্ব কিছুই ছিল না। তিনি যে কি সূত্রে আফগানিস্থানে রাজ্য ভোগ করিতেন তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারিতেন না। তিনি রাজাও ছিলেন না বা রাজ-নিযুক্ত আমীরও ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য আফগান সর্দ্দারগণ তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে অপমান বিবেচনা করিতে লাগিলেন। আজীমের প্রতি যে কিছু অনুরক্তি ছিল, তাহা কেবল বাহ্যিক মাত্র। তাহার অমঙ্গলে মনে মনে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। বিশৃঙ্খলার সময় আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশ সমূহ বৈদেশিক রাজগণ হস্তে পতিত হইতে লাগিল।

ফতে খাঁর মৃত্যুর পর হইতেই আফগান ক্ষমতার হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। মহাম্মদ সাহ ও কামরানের দুষ্কার্য্যের ফলস্বরূপ শুদ্ধ হিরাট পারস্যবাসীদের হস্তে পতিত হয় নাই, আফগান তুর্কিস্থান এবং বদকসানও আফগান রাজ্য হইতে বিচ্যুত হয়। এদিকে রণজিৎ সিংহ পূর্ব্বসীমান্ত প্রদেশ গুলি আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রণজিৎ সিংহ কি প্রকারে পঞ্জাব অধিকার করিলেন, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। ফতে খাঁর মৃত্যুর পর তিনি কাশ্মীর, দেরাগাজি খাঁ, মুলতান এবং অটক অধিকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পেশোয়ার অধিকারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাম্মদ আজীম খাঁ রণজিতকে বাধা দিবার জন্য দোস্ত মহাম্মদের সহিত মিলিত হইয়া জালালাবাদ এবং কার্গাপাশের মধ্য দিয়া পেশোয়ারে উপস্থিত হইলেন। নওসেরাতে উভয় সৈন্যের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। সেই

সংগ্রামে মহাম্মদ আজীম খাঁ যুদ্ধ-কার্য্যে অনভিজ্ঞতা বশতঃ এবং আংশিকরূপে কোন বরাকযায়ী ভ্রাতার বিশ্বাসঘাতকতাতে এই যুদ্ধে পরাভূত হন। বিশ্বাসঘাতকতা বশতঃ এই যুদ্ধে পরাজয় সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আফগানগণ অদ্যাপি বলিয়া থাকে।

এই যুদ্ধে আফগানদিগেকে পরাভূত করিয়া রণজিত সিংহ সিন্ধুনদের পূর্ব্ব দিকস্থ প্রদেশ সমূহ অধিকার করিলেন, এবং কিছু দিন পর পেশোয়ার হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। তিনি সুলতান মহাম্মদের উপর পেশোয়ারের শাসন ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাম্মদ আজীম খাঁ পূর্ব্বাবধিই অসুস্থ ছিলেন, নওসেরার সংগ্রামে পরাজিত হইয়া মানসিক দুঃখে তিনি আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। এই জন্য তিনি দোস্ত মহাম্মদের উপর সৈন্যাধ্যক্ষের ভার অর্পণ করিয়া নিজে ভগ্নমনে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি কাবুলে পঁহুছিতে সক্ষম হন নাই, পথিমধ্যে লতাবন্দ নামক স্থানে স্বীয় পুত্র হবিবুল্লাকে অতুল বিভবের ও অনিশ্চিত পদের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

হবিবুল্লা পিতৃগুণ অণুমাত্রও প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু দোষ অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় আজীম হবিবুল্লাকে পঞ্জাব পুনরাক্রমণ জন্য উপদেশ দিয়া যান; কিন্তু কোথায় পিতার উপদেশ, কোথায় কর্ত্তব্য জ্ঞান। বিপুল বিভবের অধিকারী হইয়া স্বেচ্ছাচারী হবি আসবের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিল; নর্ত্তকী, ভাঁড়, এবং নানা প্রকার নিকৃষ্টাশয় পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অসার বিষয়ের অনুধাবনে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্ষমতাশালী আজীম যে রাজদণ্ড প্রতিষ্ঠা করিবার

উদ্যোগ করিতেছিলেন মাত্র, এমত দুর্ব্বলের হস্তে তাহা কখনই স্থির থাকিতে পারে না।

সকলেই এই সময় সুস্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, বরাকযায়ী ভ্রাতাদিগের মধ্যে কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি কে?—ইহা একটী বিষম সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজীমের ভ্রাতৃগণ মধ্যে দোস্ত মহাম্মদ গজনীতে, সুলতান মহাম্মদ পেশোয়ারে এবং পুরদিল খাঁ ও তাহার দুই সহোদর কান্দাহারে বাস করিতেছিলেন। ইঁহাদের পরস্পরের সদ্ভাব ছিল না, সকলেরই কাবুলের সিংহাসনের প্রতি দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কেহই প্রথম হবিবুল্লার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হন নাই।

দোস্ত মহাম্মদই সকলের অগ্রে আক্রমণ করিলেন। হবিবুল্লা পিতৃপরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তি নিঃশেষিত করিয়াছেন শুনিয়াই তিনি কাবুল আক্রমণ করিলেন এবং অতি সামান্য চেষ্টাতেই দুর্গ অধিকার করিয়া ফেলিলেন। দোস্ত মহাম্মদ কাবুল আক্রমণ করিতে আসিতেছে শ্রবণ করিয়াই হবিবুল্লা কান্দাহারে পুরদিলের নিকট তত্ত্ব প্রেরণ করিয়াছিল। পুরদিল হবিবুল্লার সাহায্য করিবার জন্য সৈন্যসহ সেরদিলকে কাবুলে পাঠাইলেন। দোস্ত মহাম্মদ সেরদিলের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রথমতঃ জালালাবাদে এবং তৎপর কোহিস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে সেরদিল হবিবুল্লাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কাবুলের অধিপতি হইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পর, বরাকযায়ী ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল, এবং অনতিবিলম্বে

যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। তাঁহারা ভ্রাতৃত্ব, জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়া একে অন্যের প্রাণবধের চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিলেন। সে সকল ঘটনা এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তাঁহাদের মধ্যে একটী সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই সন্ধির মর্ম্মানুসারে কান্দাহার পুরদিল প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়ের, কাবুল সুলতান মহাম্মদের এবং গজনী ও কোহিস্থান দোস্ত মহাম্মদের হাতে রহিল।

দোস্ত মহাম্মদ এই সন্ধিতে মনে মনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। এক দিবস তিনি হঠাৎ সৈন্যসহ কাবুল আক্রমণ করিয়া সুলতান মহাম্মদকে পরাজিত করিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে ধৃত করিয়া বন্দীভাবে পেশোয়ারে প্রেরণ করিলেন। এখন দোস্ত মহাম্মদ কাবুল ও গজনী উভয় প্রদেশেরই অধিপতি হইলেন। তৎপর তিনি জালালাবাদও অধিকার করেন। এই সময় হইতে ১৮৩৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দোস্ত মহাম্মদ এক প্রকার নির্ব্বিঘ্ন অবস্থায়ই ছিলেন।

সুজা লুধিয়ানাতে বসিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, বরাকযায়ীগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবা মাত্রই তিনি নিজ অভিসন্ধি সাধন করিয়া লইবেন। কিন্তু দোস্ত মহাম্মদ এখন ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে দেখিয়া তিনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন যে কান্দাহার ও পশ্চিম আফগানিস্থান দোস্ত মহাম্মদ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে তাহার অন্য ভ্রাতৃগণকে পরাজিত অথবা বশীভূত করিয়া তাহাকে তাড়াইতে না পারিলে তাঁহার সিংহাসন অধিকারের আশা চিরকালের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে।

জব্বর খাঁ নামক এক ভ্রাতাকে তিনি বশীভূত করিলেন; অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে বাধ্য কবিবাব জন্য দূতসহ পত্র প্রেরণ কবিলেন। কিন্তু ঐ সকল পত্রেব সন্তোষজনক উত্তব না পাইয়া অল্প সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে সিন্ধু নদ পার হইলেন। এই অল্প সংখ্যক সেনাব অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ছিল, এবং ইউবোপীয প্রথা এবং যুদ্ধ-রীতিতে শিক্ষিত ছিল। ক্যাম্বেল নামক এক জন ইংবেজ এই ক্ষুদ্র সেনার সেনানী ছিলেন। সাহ সুজা সিন্ধু নদ পাব হইযা সিকাবপুর অধিকার কবেন। এই সময হিন্দুস্থানী ও আফগান যোগ কবিয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা প্রায ২২ হাজাব হইয়াছিল। এই সৈন্য সাহায্যে তিনি রোরি নামক স্থানে সিন্ধুদেশেব আমীরগণকে পবাভূত কবিয়া বোলানপাশ দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলেন।

কান্দাহারে পুরদিল প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয়, সাহ সুজাব আফগানিস্থান প্রবেশেব সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া গিয়া দোস্ত মহাম্মদকে সাহ সুজাব আক্রমণের প্রতিরোধ করিবার জন্য সংবাদ প্রেবণ কবিলেন। এদিকে খান্দিল খোজা-কোতাল নামক পার্ব্বত্যপথে সুজাকে বাধা দিবাব জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

খান্দিল খাঁ কোন উপায়ে জানিতে পাবিয়াছিলেন, সুজা খোজাকোতাল দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ কবিবে না; তবে পূর্ব্বে যে আশ্বাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কেবল সাহ সুজার চাতুরী মাত্র। সুজার এই ইচ্ছা ছিল যে, খান্দিলকে খোজা-কোতাল পথে ছলক্রমে অবস্থিত করাইয়া, তিনি প্রকৃতপক্ষে কান্দাহার পথে কাবুলে যাইবেন। কিন্তু সুচতুর খান্দিল এই

দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া খোজাকোতালে অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া অতিসত্বর কান্দাহারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে দোস্ত মহাম্মদ সাহ সুজার আক্রমণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক কার্য্যনির্ব্বাহকের নিকট লুধিয়ানাতে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সাহ সুজাকে কাবুল আক্রমণ বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কোন সহায়তা করিতেছেন কি না। তদুত্তরে তিনি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুজাকে কোন সাহায্য করেন নাই বটে, তবে তাঁহারা সর্ব্বদাই সাহ সুজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

দোস্ত মহাম্মদ যখন জানিতে পারিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আশীর্ব্বাদ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সুজাকে সাহায্য করিবেন না, তখন সৈন্যসহ কান্দাহারে আসিয়া খান্দিলের সহিত মিলিত হইলেন। এই সম্মিলিত সৈন্য অনতিবিলম্বে সুজাকে আক্রমণ করিল। উভয় সৈন্যে কান্দাহারে ভীষণ সংগ্রাম হয়। সাহ সুজা হস্তী আরোহণ করিয়া উভয় সৈন্যের যুদ্ধকৌশল দেখিতেছিলেন। দোস্ত মহাম্মদ বারংবার ক্যাম্বেল পরিচালিত সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইতেছেন, তাঁহার সৈন্য বারংবার ছিন্নভিন্ন ও বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে; কিন্তু তথাপি তিনি ভগ্নোদ্যম হইতেছেন না, পশ্চাৎপদ হইতেছেন না।—সুজা একটী উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলেন। যখন দেখিলেন পুনর্ব্বার দোস্ত মহাম্মদ সৈন্য সকল শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া বিপুল তেজের সহিত আক্রমণ করিলেন, তখন আর সুজা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে দুর্ব্বলতার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, তিনি নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, অবশেষে

যুদ্ধক্ষেত্র পবিত্যাগ কবিয়া পলায়ন কবিলেন। তিনি ক্ষণকালেব জন্যও চিন্তা কবিলেন না যে, দোস্ত মহাম্মদ শিবাশাব বিষম আঘাতে উত্তেজিত হইয়া এই শেষবাব আক্রমণ করিতেছেন,—তাঁহাব বল একবাবে ক্ষীণ হইযা আসিযাছে, তিনি আর অধিকক্ষণ যুদ্ধ কবিতে পাবিবেন না। ক্যাম্বেলেব সহিত কোন বিষয পবামর্শ না কবিযাই সুজা অধিকাংশ সৈন্যসহ রণস্থল পবিত্যাগ কবিযা চলিযা গেলেন। সাহসী ক্যাম্বেল এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইযা অনেকক্ষণ যুদ্ধেব পব দোস্ত মহাম্মদ কর্ত্তৃক পবাভূত হইযা আহত অবস্থায কাবারুদ্ধ হইলেন। সুজা পলা-যন কবিযা প্রথমতঃ ফাবা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। তৎপর হিবাটে আশ্রয লইবাব জন্য কামবানেব নিকট পত্র লিখিলেন। কিন্তু কামবানের বিশ্বাসঘাতকতা ভযে ভীত হইয়া শিকাবপুবে প্রত্যাগমন কবিলেন এবং তথা হইতে পুনর্বায লুধি যানাতে আসিযা বাস কবিতে লাগিলেন। আফগান-সিংহাসনের একজন দাবীদাবকে বাধ্য বাখিলে সময বিশেষে উপকাব দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে সাদবে আশ্রয়-দান কবিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শুদ্ধ সুজাব মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্দাবা তাঁহাব কিছুই উপকাব হইল না।

দোস্ত মহাম্মদ যখন কান্দাহাবে সুজাব সহিত যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় বণজিৎ সিংহ সুযোগ পাইযা পেশো-য়াব অধিকাব কবিয়া লইলেন। পেশোয়াবেব গবর্ণর সুলতান মহাম্মদ বণজিৎসিংহ কর্ত্তৃক অধিকার-চ্যুত হইযা জালালাবাদে আশ্রয় লইলেন। জালালাবাদে সুলতান মহাম্মদ জানিতে পারি-লেন যে, কান্দাহারে দোস্ত মহাম্মদ ও সাহসুজা যে বিবাদে নিযুক্ত

আছেন, ঐ বিবাদের ফল যে কি হইবে তাহা অনিশ্চিত। এই সংবাদে প্রশ্রয় পাইয়া সুলতান মহাম্মদ তাঁহার দুই ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কাবুল আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। এই সময়ে দোস্ত মহাম্মদ সাহসুজাকে পরাভূত করিয়াছে এই সংবাদ পাইয়া, সুলতান মহাম্মদ কাবুল আক্রমণের অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া, দোস্ত মহাম্মদের অধীনতা স্বীকার করিলেন। এবং দোস্ত মহাম্মদের জয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া উল্লাসিত হইলেন এবং নানা কার্য্য দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহাম্মদ কান্দাহারে জয় লাভ করিয়া তাহার ভ্রাতৃগণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলেন এবং ভগ্নাবশেষ দুরাণীরাজ্যের কিয়দংশ একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। কাবুল, কাহান্দার গজনী এবং জালালাবাদ তাঁহার করায়ত্ত হইল। এই ক্ষণ কোন্ উপাধি ধারণ করিয়া তিনি রাজ্য শাসন করিবেন, তাহাই বিবেচ্য হইয়াছিল। অনেকে তাঁহাকে 'সাহ' উপাধি ধারণ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া দোস্ত বলিয়াছিলেন যে 'আমার যেরূপ ক্ষুদ্র সম্পত্তি তাহাতে সর্দ্দার উপাধি লইয়া চলা যাইতে পারে না।' অনেক বিবেচনা এবং মন্ত্রণার পর আমির-অল্-মোমেমীন্ (যথার্থ ধর্ম্মাবলম্বীর নেতা) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কাবুলে একজন সম্ভ্রান্ত প্রধান পুরোহিত কর্ত্তৃক ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত উপাধিতে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। দোস্ত মহাম্মদের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র সের আলিও উক্ত উপাধি গ্রহণ করেন।

এইরূপে দোস্ত মহাম্মদ কাবুলের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া প্রথমতঃ যে সকল কর্ম্মচারীদিগের অবিশ্বস্ততা, বীতরাগিতা,

বুঝিতে পারিযাছিলেন, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপর প্রধান প্রধান কার্য্যে স্বীয় পুত্রদিগকে নিযুক্ত করিলেন।

এখন তিনি পেশোযার উদ্ধারের অভিসন্ধিতে নিযুক্ত হই-লেন, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য যে অতিরিক্ত সৈন্য সংগ্রহ প্রয়োজন বোধ করিযাছিলেন, তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ একটী কর সংস্থাপন করিলেন। এই উপায়ে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি পেশোযারে যাত্রা করেন। রণজিৎসিংহ দোস্ত মহাম্মদের বীরত্বের বিষয় বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন। দোস্ত মহাম্মদ সৈন্যসহ স্বযং পেশোযার আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিযা, রণজিৎ কিঞ্চিৎ ভীত হইযা একদিকে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন, অপর দিকে সন্ধি সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহা-ম্মদ খাঁ পেশোযারে পৌঁছছিলে, রণজিৎসিংহ তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য একজন দূত প্রেরণ করিলেন। ঐ দূত দোস্তের স্কন্ধাবারে যাইযা প্রকাশ্যতঃ সন্ধির প্রস্তাবই করিতে লাগিলেন, কিন্তু গোপনে তাঁহার যাবতীয় সেনা-নাযকদিগকে অর্থে বশীভূত করিলেন। প্রধান প্রধান সেনা-নাযকগণ রণজিৎসিংহের অর্থে বশীভূত হইয়া দোস্ত মহাম্মদকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্প দিনের মধ্যেই দোস্তের সৈন্যসমূহ উপায় বিহীন ইথা-রের ন্যায় উড়িয়া গেল। এইরূপে দোস্ত মহাম্মদ তাঁহার মহিমা ও শক্তিভ্রষ্ট হইয়া শত্রু হস্তে তোপ এবং স্কন্ধাবার পরিত্যাগ করিয়া পেশোয়ার হইতে পলায়ন করিলেন। হায় আফগানগণ! তোমরা কি বুঝিতে পার না যে, তোমাদের চরিত্রে এই বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং অর্থলিপ্সা না থাকিলে তোমরা জগতে একটী

মহৎ জাতি বলিযা পবিগণিত হইতে পাবিতে? বোস্তমেব সময় হইতে তোমবা স্বাধীন, বোস্তম তোমাদিগকে পবাজিত কবিতে পাবে নাই, কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতা গতিকে তোমবা বাবংবাব ইউবোপীযগণ কর্ত্তৃক পদদলিত হইতেছ। তোমাদের চবিত্র এখন যে ভাবে গঠিত হইযা উঠিতেছে, এইরূপ ভাবে আবও কিয়দ্দিবস চলিলে তোমাদিগকে যে স্বাধীনতা ধনে বঞ্চিত হইতে হইবে তাহা কি তোমবা বুঝিতে পাবিতেছ?

বণজিৎসিংহ, যে কার্য্য লৌহেব সাহায্যে উদ্ধাব হয নাই, সেই কার্য্য কোমল স্বর্ণেব সাহায্যে উদ্ধাব কবিযা, দোস্ত মহাম্মদেব ভ্রাতা সুলতান মহাম্মদকে বোতস দুর্গেব অধিনাযক করিযা দেশে ফিবিযা আসিলেন।

এ দিকে দোস্ত মহাম্মদ ক্রোধে এবং অপমানে জ্বলিতে লাগিলেন। পেশোযাব ভিন্ন দিবা যামিনী তাহাব অন্য চিন্তা ছিল না। কি উপাযে পেশোযাব উদ্ধাব কবিযা ধূর্ত্ত কাফেবকে সমুচিত শাস্তিবিধান কবিবেন, সেই চিন্তাতেই বিব্রত বহিলেন। তিনি পেশোযাব উদ্ধাবেব সহাযতাব জন্য কষিযা এবং পাবস্য বাজ্যেব সম্রাটেব নিকট প্রার্থনা কবিযা পাঠাইলেন এবং উভব সম্রাট হইতেই সন্তোষজনক উত্তব প্রাপ্ত হইযাছিলেন।

১৮৩৬ খৃঃ অব্দে পাবস্য সাহ এবং আমীব উভযেই যুদ্ধেব উদ্যোগ কবিতেছিলেন। পাবস্য সাহেব হিবাট অধিকাব এবং আমীবের পেশোযাব অধিকাবেব চেষ্টা ছিল। ১৮৩৭ সনে আমীব পেশোয়াব অধিকাবেব জন্য স্বীয় পুত্র আকবব খাঁকে প্রেবণ কবিলেন। আকবব খাঁ থাইবাব গিবিশঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া দেখিতে লাগিলেন যে, শিখগণ সমবেত হইযা যুদ্ধ প্রতীক্ষা কবি-

তেছে। আকবর খাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শিখসর্দ্দার হরিসিংহ্ জমরুদে আসিয়া যোগ দিলেন। এবং উভয় পক্ষের মধ্যে ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রাম বাঁধিয়া উঠিল। শিখগণের "গুরু জি কি ফতে" এবং আফগানের "ইয়া আলি" চিৎকারে ভূপৃষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল। উভয় পক্ষের অশ্বমণ্ডলীর লৌহমণ্ডিত খুরাঘাতে ক্ষুণ্ণ ক্ষিতিতল বিদীর্ণ হইয়া নভোমণ্ডল ধূষরিত করিল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয় সৈন্য অসীম বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু শিখ-সেনাপতি হরিসিংহ একটী গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করাতে শিখ সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া জমরুদ দুর্গে আশ্রয় লইল। আকবর খাঁ এরূপ যুদ্ধ জয় করিয়াও উপযুক্ত সৈন্যাভাবে শিখদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন না। এই সময়ে অনেক শিখসেনা জমরুদে যোগ দেওয়াতে আকবর পেশোয়ার পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পেশোয়ার অধিকার ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রহিল।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পর পারস্য সেনা ঘোরিয়ান অধিকার করিয়া হিরাটদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। যে সময় আফগানিস্থানে এই সকল ব্যাপার অভিনীত হইতেছিল, সেই সময় লর্ড অকলাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া আমীর তাঁহার সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। আমীর ভাবিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সেনার সাহায্যে পেশোয়ার উদ্ধার এবং হিরাট পারস্য আক্রমণ হইতে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারিবেন। এইরূপ মনে স্থির করিয়া শিখদিগের দৌরাত্মের বিষয় লিখিয়া লর্ড অকলাণ্ডের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন।

দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা পুরদিল খাঁ এই সংবাদ শুনিয়া

নিতান্ত ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে, দোস্ত মহাম্মদ ইংরেজের সাহায্য সংগ্রহ করিতে পারিলে, তাহাকে কান্দাহার হইতে তাড়াইয়া দিবেন। এই ভয়ে ভীত হইয়া পারস্য রাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তিহারাণে রুষদূত দ্বারা রুষ সম্রাটের সাহায্য চাহিয়া এক পত্র পাঠাইলেন। উভয় রাজাই সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। রুষ জার কাপ্তেন ভিকোবিচকে দূত নিযুক্ত করিয়া কান্দাহারে পাঠাইলেন। এই সময় পুরদিল খাঁ দোস্ত মহাম্মদের অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

আমীর লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট শিখদের হইতে পেশোয়ার উদ্ধার করিবার পক্ষে সহায়তা চাহিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তদুত্তরে (Lord Aucland) লর্ড অকল্যাণ্ড আমীরের প্রতি অনেক বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সহায়তা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে, অন্য স্বাধীনরাজ্য সম্বন্ধে (British Government) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার রীতি নাই। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, বাণিজ্যবিষয়ক অনেক গুরুতর কথার মীমাংসার জন্য সত্বরেই আমীরের দরবারে একজন দূত পাঠাইবেন। এই পত্র প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই (Captain Alexander Burness, Leiut. Leech, Leiut. Wood and Dr. Percival Lord) কাপ্তেন আলেক্জাণ্ডার বার্ণস, লেপ্টেণ্ট লিচ ও লেপ্টেণ্ট উড এবং ডাক্তার পার্সিভাল লর্ড, আফগানিস্থানে প্রেরিত হন। এ স্থলে আমরা কেবল বার্ণস সাহেবের কার্য্য বিবরণই আলোচনা করিব। লিচ কান্দাহারে এবং উড ও পার্সিভাল লর্ড কন্দোজে প্রেরিত হেন।

কাপ্তান বার্ণস ১৮৩৭ খৃঃ ৩০শে আগষ্ট খাইবার পাশে পঁহুছিয়া, ২০শে সেপ্টেম্বর কাবুলে পঁহুছিলেন। কাবুলে তিনি অতি সমাদর ও সম্মানের সহিত গৃহীত হন। আমীরের প্রথম পুত্র আকবর খাঁ পথ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া এক হস্তী আরোহণ পূর্ব্বক কাবুলে লইয়া যান। ২১শে সেপ্টেম্বর আমীর এক দরবার আহ্বান করিয়া তথায় কাপ্তান বার্ণসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে দিবস কাজের কথা কিছুই হয় নাই, কেবল বাহিরের কথাবার্ত্তা লইয়াই সময় কর্ত্তন করা হয়। তাহার তিন দিবস পর, এক গোপনীয় দরবারে প্রয়োজনীয় কথা উত্থাপিত হয়। আমীর কাপ্তান বার্ণসকে বলেন যে, তিনি যৎকালে সুজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন শিখগণ অন্যায়রূপে পেশোয়ার কাড়িয়া লয়। পেশোয়ারে, তাহাদের (শিখগণের) কোন ন্যায্য সত্ব নাই। তৎপর তিনি পেশোয়ার উদ্ধারের জন্য ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আমীরকে কোন সাহায্য করিবার পক্ষে বার্ণস সাহেব কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন নাই, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরের হিতৈষী একথাও তিনি বলিতে সাহসী হন নাই। তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, রণজিৎসিংহ পেশোয়ার পরিত্যাগ করিলেও তাহা তাঁহার ভ্রাতা সুলতান মহাম্মদ ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না, আমীর অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বার্ণসকে বলিলেন যে করদ রাজারূপেও তিনি রণজিতের নিকট হইতে পেশোয়ার লইতে স্বীকার আছেন। তাহা হইলে ইংরেজ তাঁহার কোন সুবিধা করিয়া দিতে পারেন কি না? বার্ণস এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন যে তিনি এই বিষয় গবর্ণর জেনেরেলের

নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন। এইরূপ বলিযাই তিনি গবর্ণর জেনেবল নিকট পত্র লিখিলেন। যখন ঘটনা একপ দাঁড়াইযাছে, আমীরেব মন যখন দোদুল্যমান, তখন রুষদূত ভিকোবিচ আসিযা আফগান ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি আমীবকে রুষ জাবেব এক পত্র প্রদান কবিলেন, তাহাতে যদিও বাণিজ্য বিষযক প্রস্তাবই বহুল পবিমাণে ছিল, কিন্তু বাণিজ্যেব আববণে আবৃত অন্য সকল গুপ্ততব ঘটনাও তাহাতে লিখিত ছিল। এই ঘটনাব অল্পদিন মধ্যেই গবর্ণব জেনেবলেব নিকট হইতে বার্ণসের প্রেরিত প্রথম পত্রেব উত্তব আসিযা উপস্থিত হয। উহাতে লর্ড অকল্যাণ্ড আমীবকে এই বিজ্ঞাপিত কবেন যে, পেশোযাব সম্বন্ধে তাঁহাব দাবী পবিত্যাগ কবা উচিত, এবং সুলতান মহাম্মদেব সহিত বণজিৎসিংহ যে বন্দোবস্ত কবেন তাহাতেই তাঁহাব সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। আমীব তাহাতে এই মর্ম্মে উত্তর প্রদান কবেন যে, ববং তিনি শিখদিগকেও পেশোয়াবে দেখিতে ভাল বাসিবেন, তথাপি তিনি পেশোযাব মহাম্মদেব হস্তে প্রদান কবিবেন না। এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা সত্বেও তিনি তাঁহাব দাবী পবিত্যাগ কবিতে পাবিবেন না। এই প্রকাব কথোপকথনের পবেও আমীর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব সহায়তার আশা একবাবে পবিত্যাগ কবেন নাই। ইহাব পর প্রায় এক মাস পর্য্যন্ত তিনি রুষদূত ভিকোবিচেব সহিত অতি বিবল সাক্ষাৎ কবিতেন, এবং কোন বিষয়ে উৎসাহ দেন নাই। কিন্তু ২১শে ফেব্রুযারি বার্ণাস সাহেব ভাবত গবর্ণমেণ্টের এক পত্র প্রাপ্ত হন, সেই পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পেশোয়ার উদ্ধাব পক্ষে আমীবের কোন

সাহায্য করিবেন না। আমীর এই সংবাদ অবগত হইয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। ২৮শে এপ্রিল তারিখে যখন বার্ণস কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন আমীর পুনর্ব্বার অতি বিনীত-ভাবে লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি আমীর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পত্র পাইয়া যখন সহায়তায় হতাশ হইলেন, তখন হইতেই রুষ-দূতের সমাদর এবং সম্ভ্রম বাড়িতে লাগিল। ভিকোবিচ আমীরকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন, এবং সন্ধি, যুদ্ধ, অথবা যে উপায়ই হউক, রণজিতের নিকট হইতে পেশোয়ার উদ্ধার করিয়া দিবেন, এবং পারস্য রাজের সহিত শান্তি-স্থাপন-সূচক সন্ধি সংস্থাপন করিয়া দিবেন।

কান্দাহারে যে পুরদিল প্রভৃতি তিন ভ্রাতা ছিল, তাহাদের সহিত পারস্য রাজের একটি সন্ধি সংস্থাপন হইয়াছিল। এই সন্ধি দ্বারা পারস্যরাজ জামনের পুত্র কামরানের নিকট হইতে হিরাট উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং তাঁহার স্বাক্ষর যুক্ত সন্ধিপত্র আমীরের অনুমোদন জন্য কাবুলে প্রেরিত হয় এবং দোস্ত মহাম্মদ ও উহা স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি পত্রের সংবাদ শুনিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠি-লেন। যদিচ আমীর দোস্ত মহাম্মদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব প্রার্থী ছিলেন, তথাপি রণজিৎসিংহকে শত্রু করিয়া আমীরকে বন্ধু-ভাবে গ্রহণ করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। রণজিৎসিংহকে পেশোয়ার ছাড়িয়া দিবার কথা বলিলে তিনি সে কথা কখনই শুনিবেন না। আমীর ও পেশোয়ার না পাইলে, শুধু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বন্ধুত্ব লইয়া থাকিতে পারেন না।

এই অবস্থায় সবদিক বজায় থাকে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এইরূপ একটী উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে, রণজিৎসিংহের সহিত এই সন্ধি করিলেন যে, আফগানগণ পেশোয়ার আক্রমণ করিলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করিবেন। অপর পক্ষে রণজিৎসিংহও এই অঙ্গীকার করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান আক্রমণ করিতে চাহিলে, তাহার রাজ্যদিয়া বৃটিশ সেনা নির্ব্বিবাদে যাইতে দিবেন। কিন্তু ইংরেজ কি স্বত্বে আফগানস্থান আক্রমণ করিবেন? ইংরেজ আফগানিস্থান আক্রমণ করিতে আসিবেন; শুনিলেই আফগানগণ গৃহবিবাদ ভুলিয়া যাইয়া সমবেত চেষ্টায় ইংরেজ আক্রমণের প্রতিরোধ করিবে। আফগানিস্থানে যাইতে হইলে তত্রত্য জনপদের মধ্যে মতান্তর না ঘটাইতে পারিলে, আফগানিস্থান অধিকার বড় সহজ ব্যাপার নহে। যদিও সদোযায়ী রাজপরিবার স্বীয় কুকার্য্য দ্বারা ঘৃণিত হইয়া রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্য্যন্তও, আফগানিস্থানের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ঐ পরিবারের হিতৈষী ছিল। সদোযায়ী বংশজাত ইংরেজ প্রতিপালিত সাহ সুজাকে রাজ সিংহাসনে বসাইতে উদ্যোগ করিলে, আফগানিস্থানে অনেক হিতৈষী মিলিবে এবং অনেকে সুজার সাহায্যকারী হইবে, ইহা গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুজার সহিত লুধিয়ানাতে এই সন্ধি করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সৈন্য এবং অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়া সাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসনে বসাইবেন, এবং কাবুলে তাঁহাকে সংস্থাপিত করিয়া ইংরেজগণ তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন। এবং সর্ব্বদা অর্থ ও অস্ত্র দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিবেন।

সাহ সুজা ইংরেজের সম্মতি ব্যতীত ইউরোপীয় বা অন্য কোন রাজার সহিত সন্ধি করিতে পারিবেন না, এবং অন্য কোন রাজাকে কাবুলের পথ দ্বারা ভারতবর্ষে আসিতে দিবেন না। রুসিয়া কি পারস্য-রাজ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সাহ সুজার নিকট কোন প্রস্তাব করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষয় তত্ত্ব-প্রদান করিবেন। হিরাট কি কাবুল কোন রাজা আক্রমণ করিলে প্রাণপণে তাহার বাধা দিবেন, এবং ইংরেজ তাঁহাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিবেন। পেশোয়ার সম্বন্ধে রণজিতের সহিত কোন বিবাদ রাখিতে পারিবেন না।

এই সময়ে রুষীয়, ফরাসী এবং ইতালীয় অফিসার কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ২৩শে নবেম্বর পারস্য সেনা হিরাট আক্রমণ করেন। সেই সময় এলডার্ড পটিঞ্জার নামক একজন ইংরেজ যুবক অফিসার হিরাটে ছিলেন। তাঁহার উপদেশ মত হিরাটবাসীগণ যুদ্ধ করিয়া পারস্যসেনাগণকে তাড়াইয়া দেয়। তিনি তাহাদিগকে এতদূর উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের দৃষ্টান্তে অকর্ম্মণ্য ভীরু কামরানও যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই সংবাদ ভারতবর্ষে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ১লা অক্টোবর উদার-নৈতিক মন্ত্রীসমিতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক ঘোষণা প্রচার করেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, বরাকযায়ী ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ থাকায় এবং তাহাদের বৈধ সম্রাটকে পদচ্যুত করাতে, বরাকজায়ীগণ আফগানবাসীদিগের নিকট অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এমত অবস্থায় বরাকজায়ীদিগের সহিত সন্ধি করিলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন উপকার হইবে না।

ইংরেজ অনুরক্ত, বৃটিশ অন্নে প্রতিপালিত, আফগান-সিংহাসনের যথার্থ অধিকারী সুজা উলমুলুককে সিংহাসন প্রদান করিলে, তিনি সর্ব্বদাই বৃটিশ পক্ষ সমর্থন করিবেন। এই কারণে রুষ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের নিকটবর্ত্তী আশঙ্কা না থাকা সত্ত্বেও, লর্ড অকল্যাণ্ড আফগানিস্থান আক্রমণে কৃতসংকল্প হইলেন। স্থূল, দোস্তমহাম্মদ ইংরেজকর্ত্তৃক পেশোয়ার উদ্ধারের সাহায্য না পাইয়া ইংরেজের সহিত সন্ধি করিতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রণজিতের পরিবর্ত্তে দোস্ত মহাম্মদকে বন্ধু করিতে সাহসী হইলেন না। সাহ সুজা সকল প্রস্তাবেই সম্মত ছিলেন, এই জন্যই তাঁহাকে আফগান রঙ্গ-ভূমিতে প্রধান নায়ক করা হইল। এই জন্যই "পল্‌কে ধনী করিয়া, পিটারকে হৃতসর্ব্বস্ব" করিতে, ররাকজায়ীকে তাড়াইয়া সদোযায়ীকে আফগান রাজ্য দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লোকপ্রিয়ের পরিবর্ত্তে ঘৃণিতকে, সম্মানিতের পরিবর্ত্তে অপদস্থকে, সাহসীর পরিবর্ত্তে ভীরুকে সিংহাসনে বসাইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কৃতসংকল্প হইলেন। যতই কেন অর্থ ব্যয় হউক না, যতই কেন শোণিতপাত হউক না, যতই কেন ক্লেশ সহ্য করিতে না হউক, নির্ব্বাসিত সুজাকে আফগান সিংহাসনে বসাইতে হইবেই হইবে। যে সময়ে সুজাকে আফগান সিংহাসনে বসাইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান আক্রমণ করেন, সেই সময়ে আফগানিস্থান আক্রমণের কোন প্রয়োজন ছিল না। পারস্যসেনা হিরাট হইতে তাড়িত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আবশ্যকতা দূর হইয়াছিল। তখন রুষ ভয়েরও কোন কারণ ছিল না, রুষ সেই সময়ে অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছিল। আফগানগণ এবং পারস্য-

বাসীগণ উভয়ের কেহই ইংরেজের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে যুঝিতে সমর্থ ছিল না। এই সময়ে আফগানিস্থান আক্রমণের প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এইক্ষণে আমাদের তর্ক বিতর্ক করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যে পথে ও যে ভাবে আফগানিস্থান আক্রমণের জন্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা প্রেরিত সেনাগণের জীবন যে রণজিৎ সিংহের এবং সিন্ধু প্রদেশের আমীরগণের কৃপার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল এ কথা কে অস্বীকার করিবে? যদিচ সিন্ধুর আমীরগণের বন্ধুত্ব সঙ্গিনের সাহায্যে পাইবার প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত এবং সে সাহায্য কিয়ৎপরিমাণে সেই উপায়েই সার জন কিন (Sir John keane) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই উপায়ে রণজিৎ সিংহের বন্ধুত্ব পাইবার কোন কারণ ছিল না, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, সেই সময়ে রণজিৎ সিংহ অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই জন্য তিনি প্রবল ইংরেজকে শত্রু করিয়া তাহার উত্তরাধিকারীগণকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া পরলোক গমন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, যে ইংরেজ সর্ব্বদা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব ব্যবহার করিয়াছে, এবং যে ইংরেজজাতির উপকার তিনি সর্ব্বদা করিয়াছেন, সেই জাতি কখনই অকারণ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অহিত করিবে না। বিশেষতঃ, এই আফগান যুদ্ধে ইংরেজের সহায়তা করিলে, এই উপকারের বিনিময়ে ইংরেজজাতি সর্ব্বদাই তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবেন। আফগানিস্থানের কিম্বা সিন্ধুর আমীরগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে প্রবল বৃটিশ সিংহ সেই বিপদ হইতে তাহার রাজ্য রক্ষা করিবেন, এই প্রকার

বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পঞ্জাবের অদ্বিতীয় সিংহ স্বীয় বক্ষের উপর দিয়া বৃটিশ সিংহকে আফগানিস্থানে যাইবার জন্য পথ করিয়া দিলেন। সেই সময়ে রণজিৎ সিংহ যদি দোস্ত মহাম্মদের সহিত মিলিত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে বাধা দিতেন, তবে হয়ত সিন্ধুর এবং পঞ্জাবের মানচিত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইত না, এবং "সব লাল হো যাগা" রণজিৎ সিংহের এই ভবিষ্যদ্বাণী সমগ্ররূপে না ফলিলেও ফলিতে পারিত। ভারত-গৌরব রণ-জিৎ সিংহ ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে দুর্ব্বলমনা খরক্ সিংহকে উত্তরাধি-কারী রাখিয়া পরলোক গমন করেন, এই সকল বন্ধুতার বিনিময়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রণজিৎ সিংহের বিধবা পত্নী ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের সহিত যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিদিত নাই।

যদিও রুষ সেনানী কর্ত্তৃক পরিচালিত পারস্যসেনাগণ হিরাট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, এবং রুষ বহুদূরে বাস করিতেছিল, এবং ভারতের কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না, তথাপি ইংলণ্ডের উন্নতিশীল মন্ত্রীগণ আফগানভূমি হইতে বিতাড়িত ও আফগান গণের ঘৃণিত লুধিয়ানায় বৃটিশ অন্নে প্রতিপালিত সাহ সুজাকে আফগান সিংহাসনে বসাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। এই জন্য নানা প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ হইতে লাগিল। ইতি-পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কমাণ্ডার ইন্ চিফ সার হেন্রিফেণের স্বয়ং আফগানিস্থানে যাইবার প্রস্তাব ছিল, কিন্তু রুষ-পরিচালিত পারস্যসেনা হিরাট পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, সার হেন্রিফেণের পরিবর্ত্তে বোম্বের কমাণ্ডার ইন্ চিফ্

সার জনকিন্‌কে প্রধান সেনানায়ক করিয়া আফগানিস্থানে প্রেরণ করা হয়। প্রথম বিভাগে বাঙ্গালা হাতার ৭৫০০ হাজার সৈন্য সার উইলবি কটনের অধিনায়কতায় ফিরোজপুর হইতে প্রেরিত হয়, এবং তৎপর যে ৬০০০ হাজার সৈন্য শিকারপুরে সাহ সুজার নামে নূতন সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা কাবুলে প্রেরিত হয়। বোম্বাই বিভাগ হইতে ৫০০০ হাজার সৈন্য সার জনকিনের অধিনায়কতায় সিন্ধু প্রদেশ হইয়া 'বোলান' এবং "খোজাক্ কোটাল" গিরিশঙ্কট দিয়া প্রেরিত হয়। কাবুল হইতে বোম্বাইয়ের পথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য ২,৫০০ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ২১,৫০০ হাজার সৈন্য কাবুল সংগ্রামের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

রুষ, ফরাসী এবং ইটালিয়ান কর্ত্তৃক পরিচালিত ৪০,০০০ হাজার পারস্য সেনা বম্বে হাতার এল্‌ড্রেডপটিঞ্জার নামক এক জন যুবা অফিসারের অধ্যবসায়ে হিরাটে পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সংবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই উন্নতিশীল মন্ত্রিদিগের উপদেশানুসারে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কাবুল আক্রমণের জন্য সাহ সুজার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এবং তদনুযায়ী ১৮৩৮ সনের ১লা অক্টোবর এই ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন যে, বরাকযায়ী ভ্রাতাগণ মধ্যে বিবাদ থাকায় এবং বরাকযায়ীগণ প্রজাপুঞ্জের নিকট অপ্রিয় হওয়ায় বৃটিশ গবমেণ্টের বন্ধুরূপে পরিগৃহীত হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছে, অতএব আফগানিস্থানের প্রকৃত অধিকারী সাদোজয়ী রাজবংশসম্ভূত সাহ সুজা উলমুলক যিনি বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তাগণ কর্ত্তৃক আফগানিস্থান হইতে তাড়িত হইয়া বৃটিশ আশ্রয়ে বৃটিশরাজ্যে বাস করিতেছেন, এবং

যিনি আফগান সিংহাসনের প্রকৃত এবং উপযুক্ত অধিকারী, তাঁহাকে আফগান সিংহাসনে বসাইবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সংকল্প করিয়াছেন। এই ঘোষণায় আরও লিখিত হইয়াছিল যে, সাহ সুজাকে আফগানিস্থানের সিংহাসনে বসাইবার পক্ষে পঞ্জাবের রণজিৎসিংহ সহায়তা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রিটিশ আক্রমণ।

আফগানিস্থানে সাহ সুজাকে সঙ্গে করিয়া যে প্রকারে বৃটিশ-সেনা গমন করেন, তাহার যাবতীয় ঘটনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক স্থানের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ এইস্থানে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ সকল বিবরণ যুদ্ধ ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্যের নিকট আদৃত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই জন্য সামরিক ঘটনাগুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

১৮৩৮ সনের ডিসেম্বরের প্রারম্ভে সাহ সুজা বৃটিশ অর্থে সংগৃহীত ৬০০০ সৈন্য সহ ফিরোজপুর পরিত্যাগ করিয়া শিকার-পুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, বৃটিশরাজ প্রতিনিধি মেঃ ম্যাক-নেটন তাঁহার সহিত যাত্রা করেন, সাহ সুজার যাত্রার এক সপ্তাহ পরে, ১০ই ডিসেম্বর স্যর উইলবি কটন সেই পথে আফগানিস্থান অভিমুখে বাঙ্গাল হাতার সৈন্য সহ যাত্রা করেন। বোম্বাইর কমাণ্ডার ইন চিফ্ বোম্বাই হাতার সৈন্য সহ হাজা-মুরী মোহনা দিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া, সিন্ধু দেশে প্রবেশ

করিয়া বিক্কার নামক স্থানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়া, অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সার জন কিন সিন্ধুর আমীরগণের নিকট হইতে বহুতর বাহক পশু পাইবেন, প্রত্যাশায় পশু সংগ্রহের অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়া নিতান্ত কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অতি অল্প সংখ্যক বাহক, পশু ও অতি অল্প পরিমাণ আহার্য্য ছিল। সিন্ধুর আমীরদিগের কর্ম্মচারীগণ মৌখিক বন্ধুত্ব দেখাইতে লাগিলেন, কিন্তু কার্য্যে কিন সাহেবের অগ্রসরের ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন, বসিয়া বসিয়া কিন সাহেব সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রসর হইবার কোন সাহায্য তাহাদের নিকট পাইলেন না। সিন্ধুবাসীদের এই ব্যবহারে সারজন কিন অত্যন্ত বিরক্ত হইযাছিলেন। অবশেষে অসাধারণ অধ্যবসায়ে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া, হাইদ্রাবাদ হইতে ৪৮ মাইল দূরে তাতা নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। বলবানের নিকট দুর্ব্বল বাধ্য হইয়া যে সকল বন্ধুত্বের কথা বলে, তাহাই বলবান্ প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করে। সার্ জন কিন প্রকৃতই ভাবিয়াছিলেন যে, সিন্ধুর আমীরগণ জ্ঞাতিত্বে ও ভ্রাতৃত্বে জলাঞ্জলি দিয়া, এক ধর্ম্মাবলম্বিত্বের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অতি সরলভাবে তাঁহার সাহায্য করিবেন; কিন্তু সিন্ধুর আমীরগণ ও কাবুলের আমীর এক জাতি ও এক ধর্ম্মাবলম্বী বিধায়, তাঁহার মুসলমানদের নিকট সহানুভূতি পাইবার সম্ভাবনা অতি অল্প ছিল, তাহা সার্জন কিন ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই। সিন্ধুর আমীরগণের পক্ষে, আপন রাজ্যের বক্ষ দিয়া পথ দেওয়া ও ইংরেজ সেনাকে সাহায্য করা

যে স্বভাবতঃ অসম্ভব, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া, সার্ জন কিন সিন্ধুর আমীরদিগের ভয়সংযুক্ত ভক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অন্যপক্ষে সিন্ধুর আমীরগণ মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, মিষ্ট কথায় ইংরাজকে ভুলাইয়া রাখিবেন কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করিবেন না। ইংরেজ জাতি মিষ্ট কথায় ভুলিবার লোক নহে। সার্ জন কিন যখন সমূহ বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, তাতা নামক স্থানে পঁহুছিয়াছিলেন, তখন সিন্ধুর আমীরগণ, বন্ধুত্বের আবরণ উন্মোচন করিয়া, প্রকাশ্য মতে কিন সাহেবকে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত কিন সাহেবের পত্রাপত্র সকল কাড়িয়া লইতে লাগিলেন, তাহাদের রসদাদি লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং যুদ্ধসামগ্রী বাহকদিগকে কারাবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সকল ব্যবহার দেখিয়া কিন সাহেব হাইদ্রাবাদ আক্রমণ করিতে সংকল্প করিলেন এবং তাহার সাহায্য করিবার জন্য সার্ উইলবি কটনের নিকট পত্র প্রেরণ করিলেন। বৃটিশ সেনা হাইদ্রাবাদ নিশ্চয় আক্রমণ করিবে জানিয়া, সিন্ধুর আমীরগণ অবশেষে ইংরেজের সহিত এইরূপ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা আর বৃটিশ সেনার যাতায়াতের উপর কোন উপদ্রব করিতে পারিবেন না, এবং ইহার পর হইতে বন্ধুভাবে কার্য্য করিবেন। তৎপরে সিন্ধুর আমীরগণ বৃটিশ সেনার কাবুল আক্রমণে কোন বাধা না দিয়া বরং সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দের ২০ই ফেব্রুয়ারি সার জন কিন সিন্ধু দেশ হইতে আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারি বাঙ্গালার হাজ্মর এক ভাগ সৈন্য বোলান

পাশ অতিক্রম করিয়া কোয়েটা নামক স্থানে উপস্থিত হয়। সাহ সুজা এবং বম্বের সৈন্য এক মাস পরে বাঙ্গালা হাতার সৈন্যের সহিত কোয়েটাতে যোগ দান করেন। বোম্বে হাতার সৈন্য ৯ই এবং ১১ই এপ্রিল বোলান পাশ অতিক্রম করিয়াছিল। খোজাক কোটাল পাশ হস্তগত করা একান্ত আবশ্যকীয় ভাবিয়া কিন সাহেব ৭ ই এপ্রিল কোয়েটা পরিত্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন করেন। এই পাশ অথবা গিরিপথটী নিতান্ত দুর্গম এবং স্থানে স্থানে অতি সংকীর্ণ। সৌভাগ্যবশতঃ এই গিরিসঙ্কটে শত্রুগণ বৃটিশ সৈন্যের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। যদিও অল্প সংখ্যক অশ্বারোহী মাত্র আসিয়াছিল, তথাপি, কয়েক বার বন্দুকের শব্দ শুনিয়াই শত্রুগণ পলায়ন করে। ২৫ শে এপ্রিল বৃটিশসেনা কান্দাহারে উপনীত হয় এবং বিনা যুদ্ধে কান্দাহার অধিকার করে। কান্দাহারের সর্দ্দারগণ কোন যুদ্ধ না করিয়া, পলাইয়া পারস্য দেশে আশ্রয়গ্রহণ করে; এবং অন্যান্য নগরবাসীগণ বৃটিশ সঙ্গিনের ভয়ে নির্ব্বাসিত বৃদ্ধ সাহ সুজাকে রাজা বলিয়া গ্রহণ করে। তথায় সাহ সুজার প্রতি ভক্তি ও অনুরাগ দেখাইবার জন্য ইংরেজ ও তদন্নে প্রতিপালিত কতকগুলি পাঠান আমোদ আহ্লাদ করে। সেই আমোদে কান্দাহারবাসী অতি অল্প লোকই যোগ দিয়াছিল। দহ্যমান মাতৃশব দেখিয়া আমাদের ন্যায় আর কোন্ জাতি হাসিতে পারে?

শত্রুগণ বিশেষ বাধা দিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, সার্ জন কিন বড় বড় কামান গুলি কান্দাহারে রাখিয়া গজনী অভিমুখে চলিলেন। শক্তি এবং সাহসের

সাহায্যে ২৬শে জুন গজনী অধিকার করিলেন। গজনীর দুর্গে আমীরের পুত্র হাইদার ৩৫০০ হাজার সৈন্যসহ অবস্থিতি করিতে ছিলেন; ইংরেজ এবং সুজার সম্মিলিত সৈন্য সমুদয়ে ১২ হাজার ছিল এবং ঐ সঙ্গে ৪০টী তোপ ইংরেজের ছিল। গজনী ইংরেজের অধিকৃত হইয়াছে শুনিয়া, বরাকজায়ীগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন। আমীর ইংরেজের সহিত মিত্রতা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই মিত্রতা কি হইতে পারে? ইংরেজ আমীরের রাজ্য কাড়িয়া লইয়া অন্যকে দিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। আফগান সিংহাসন পরিত্যাগ করা বা ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করা, এই দুই উপায়ের অন্যতর ভিন্ন আমীরের আর কিছুই ভরসা ছিল না। যখন আমীর জানিতে পারিলেন যে, ইংরেজ তাঁহার প্রস্তাব কোন মতেই গ্রহণ করিবেন না তখন তিনি যথাসাধ্য যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। তাঁহার পুত্রগণ মধ্যে হাইদারকে গজনীতে রাখিলেন, আকবরকে খাইবার গিরিসঙ্কটে প্রেরণ করিলেন এবং আফজলকে তাঁহার সাহায্য নিমিত্ত তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে রাখিলেন।

যদিও আহম্মদ সাহের পৌত্রগণ আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল, এবং লোকসমাজে নিতান্ত ঘৃণিত হইয়াছিল, তথাপি তাহাদেরও পক্ষসমর্থনকারী লোক তথায় ছিল। সেই সকল লোক সময় পাইয়া প্রকাশ্যভাবে আমীরের শত্রুতা করিতে লাগিল এবং তাহাদের সহিত উদীয়মান সুর্য্যোপাসকগণ ক্রমশঃ যোগদান করিয়া তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। গজনী ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছে, সাহ সুজার পক্ষ ক্রমশঃ বলবান হইতেছে দেখিয়া, আমীরের প্রকৃত হিতৈষীগণও তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ

করিতে আরম্ভ করিল। আমীর আফগানবাসীদিগকে সমবেত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন "তোমরা যে ভাবিতেছ, আহম্মদ সাহার পৌত্র আফগানিস্থান অধিকার করিতেছে, বাস্তবিক তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে ইংরাজই আফগানভূমি অধিকার করিতেছে। সকলে সমবেত হইয়া ইংরাজকে বাধা দেওয়া উচিত, ইংরাজ কোন ক্রমেই আমাদিগের অপেক্ষা বলবান্ নহে, তাহারাও মনুষ্য, আমরাও মনুষ্য। বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক আনীত রাজার অধীনে জীবনযাপন অপেক্ষা, অস্ত্র হস্তে রণক্ষেত্রে জীবনবিসর্জ্জন করাই শ্রেয়স্কর।" কিন্তু এই সকল কথায় কিছুই ফল হইল না। আফগানগণ সেই সময়ে ভয়-বিহ্বল ও বিভিন্ন মতাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিল। আফগানগণের এই ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া,দুই সহস্র সৈন্যসহ, আমীর বামিয়ান অভিমুখে পলায়ন করিলেন। সাহ সুজা বিনা যুদ্ধে কাবুল ও বালাহিসার অধিকার করিলেন, এবং ৬ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় আলো ও আতসবাজী জ্বালিয়া বালাহিসার দুর্গে প্রবেশ করিলেন। দোস্ত মহম্মদ কাবুল পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আপন ভ্রাতা জব্বর খাঁকে ইংরাজশিবিরে এই বলিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন যে,তিনি সাহ সুজাকে কাবুলের সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত আছেন, কিন্তু সাহ সুজা তাঁহাকে উজীরের পদ প্রদান করিতে হইবে, এবং এই পদ তাঁহার বংশাবলী উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত হইবে। আহম্মদ সাহার সময় হইতেই দোস্ত মহম্মদের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ পদ উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়া আসিয়াছিলেন। সাহ সুজা এই প্রস্তাব গ্রহণ না করিয়া এই উত্তর দিলেন যে, তাঁহাকে লুধিয়ানায় প্রেরণ করা যাইবে।

রণজিৎ সিংহের সাহায্যে যে ৫০০০ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হয়, সেই সৈন্যসহ সাহ স্বজার পুত্র তৈমুব মিরজা পেশোয়ার হইতে খাইবারের পথ দিয়া জুলাই মাসের শেষ ভাগে রওনা হন। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুসম্ভুত গোলযোগে ঐ সৈন্যদলকে অনেক দিন পেশোয়ারে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। যদিও ঐ সৈন্যের সহিত তৈমুর মিরজা ছিলেন, তথাপি কাপ্তান্ ওয়েড তাহার অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ২৬শে জুলাই আলিমস্-জীদ্ দুর্গ জয় হয়, এবং ১৮০ জন সৈন্য হত ও আহত হইয়া ঐ দুর্গ ইংরাজের কবায়ত্ত হয। এই সময়ে আকবব খাঁ খাইবাবের অপরদিকে ডাকা নামক স্থানে সৈন্যসহ অবস্থিতি কবিতে-ছিলেন। কিন্তু আলিমস্জীদ্ দুর্গ বক্ষায় তিনি না আসিযা ঐস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বোধ হয, তাঁহাব সৈন্যেব উপব আস্থা সংস্থাপন কবিতে না পাবিয়াই তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। কাপ্তান ওয়েড ২৮ শে সেপ্টেম্বব আপন সৈন্য ও রাজ-পুত্র তৈমুর সাহ সহ কাবুলে উপস্থিত হন। সাহ স্বজা এই প্রকারে ইংরেজ সাহায্যে আফগান সিংহাসন অধিকাব কবিয়া বসিলেন। দোস্ত মহম্মদ ও তাঁহার দুই পুত্র আফজল্ এবং আকবব বোখা-রায় পলায়ন কবিয়া তথায় এক প্রকাব বন্দী হইলেন। অন্যান্য যাবতীয় সর্দ্দাবগণ সাহ স্বজাব নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাব অধীনতা স্বীকাব করিলেন। বৃটিশ রেসিডেণ্ট ম্যাক্‌নেটন সাহেব এই সকল দেখিয়া শুনিয়া লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, আফগানবাসীগণ সাহ স্বজাকে দেবতার ন্যায় পূজা কবিতেছে।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকাবে অতি অল্প আয়াসে বৃটিশ স্বার্থ-

বিরোধী দোস্ত মহম্মদকে তাড়াইয়া বৃটিশ পক্ষপাতী সুজাকে আফগান সিংহাসনে বসাইলেন। কিন্তু সাহ সুজাকে সিংহাসনে বসাইয়া ম্যাক্‌নেটন সাহেবের যে শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার কথা ছিল, তাহা এখনও প্রতিপালিত হইল না। রাজ্যের বড় বড় পদগুলি ইংরাজের হস্তে পতিত হইল। কোন কার্য্য ইংরাজ রাজপুরুষের অনভিমতে হইতে পারিত না। এই সকল দেখিয়া দেশীয় সর্দ্দারগণ বুঝিতে পারিলেন যে, দোস্ত মহম্মদ যাহা বলিতেন তাহাই যথার্থ; আফগানিস্থান সুজার অধীনে না যাইয়া ইংরাজের অধীনে গিয়াছে। সাহ সুজা সকল বিষয়েই ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইলেন, ইংরেজ খাজনা আদায় করিয়া দিবে, তিনি তাহা ব্যয় করিবেন, কোন সর্দ্দার বিদ্রোহী হইলে, ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া আনিয়া দিবে, তিনি তাহার শাস্তিবিধান করিবেন। এইরূপ ভাবে রাজকার্য্য কত দিন চলিতে পারে? যতই সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল, সাহ সুজার প্রতি লোকের ততই অভক্তি হইতে আরম্ভ হইল। সাহ সুজাও গোপনে ম্যাকনেটন সাহেবকে কাবুলে থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহ সুজা আফগানিস্থানের সর্দ্দারগণকে সদয় ব্যবহার দ্বারা বাধ্য না করিয়া, ইংরাজের বন্দুকের সাহায্যে তাহাদিগকে চূর্ণ করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই এই ভয় ছিল যে, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে যে সকল সর্দ্দারগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল, ইংরেজ আফগানিস্থান ছাড়িয়া গেলে, তাহারা নিশ্চয় তাঁহাকে পুনর্ব্বার তাড়াইয়া দিবে। ম্যাকনেটন সাহেবও কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিতে বড় ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ

তাঁহাকে পরামর্শ দিত, তখনই ম্যাকনেটন সাহেব একটী না একটী আপত্তি খুজিয়া বাহিব কবিতেন। এই সময়ে যথন কাবুল ছাড়িয়া আসিবাব জন্য কথোপকথন হইতেছিল, তখন এই সংবাদ আসিল যে, খিবা অধিকাব জন্য রুষ সৈন্য ওবেন-পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং কুলুম নগবে দোস্ত মহম্মদেব ভ্রাতা অধিবাসীদিগকে বিদ্রোহী কবিবাব জন্য উত্তেজিত কবিতেছে। এই সময় কর্ণেল ষ্টোডাড বোখাবায় কাবারুদ্ধ ছিলেন, সেই সময়ে কিছু বণসজ্জা কবিলে সকল বিষযেই উপকাব হইতে পাবে এই বিবেচনায, ম্যাকনেটন সাহেব কিছু গোর্খা সৈন্য এবং কতকগুলি (Horse Artillery) অশ্ব চালিত তোপ ডাক্তাব পার্সিভাল লর্ডেব অধীনে তথায পাঠান হইল। তিনি ঐ সেনাব সহিত প্রধান (Political Agent) পলিটিকেল এজেণ্ট নিযুক্ত হইযা চলিলেন। ডাক্তাব লর্ড সাহেব চিকিৎসা-বিদ্যায় অত্যন্ত পাবদর্শী ছিলেন, এই গুণেই তিনি উক্ত পদ লইযা চলিলেন। তিনি কাবুল হইতে ৩৬ মাইল দূরে যাইয়াই ফিবিযা আসিলেন এবং বলিলেন যে, তথায সকলেই বিদ্রোহী হইযা উঠিয়াছে। দোস্ত মহম্মদ বোখাবা হইতে ছুটিযা গিযা কন্দোজ নামক স্থানে অবস্থিতি কবিতেছে এবং তাঁহাব সৈন্য-সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই, জনববেব সত্যাসত্য কিছুই নির্দ্ধারণ না কবিযা তিনি উহা প্রকাশ কবিলেন, এবং এই জনবব দাবানলেব ন্যায কাবুলময ব্যাপৃত হইযা পড়িল। এই উপলক্ষে ম্যাকনেটন সাহেব কিন সাহেবকে অর্দ্ধেক সৈন্য আফগানিস্থানে বাখিয়া যাইতে লিখিযা পাঠাইলেন। তদনু-সাবে কিন সাহেব বোম্বে হাতার সৈন্য লইয়া ভাবত-যাত্রা

করিলেন, এবং কটন সাহেবের অধীনস্থ বাঙ্গাল হাতার সৈন্যই কেবল আফগানিস্থানে রহিল। গবর্ণর জেনেরলের নিকট অর্দ্ধেক সৈন্য ভারতে পাঠাইবার কথা লিখিত হইয়াছিল বলিয়া ম্যাকনেটন আসন্ন বিপদ সত্ত্বেও সেই সংবাদের বিপরীতে সেই সৈন্য আফগানিস্থানে রাখিয়া দায়ীত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না; কেবল বাঙ্গাল হাতার সৈন্যের উপরই আপনার ও অন্যান্য বৃটিশ নরনারীর প্রাণ সংরক্ষণের ভার প্রদান করিয়া আফগানিস্থানের তমসাচ্ছন্ন গগনের নীচে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে সুজা ক্রমেই লোকের নিকট ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। ইংরেজ অস্ত্রের সাহায্যে সর্দ্দারদিগকে বশীভূত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ ম্যাকনেটন সাহেবও সেই কার্য্যে যোগ দিলেন, ইংরেজী-প্রণালীতে সৈন্য সকল শিক্ষিত হইতে লাগিল। নিয়মিতরূপে নগদ টাকা বেতন দেওয়ার রীতি হইল, কিন্তু সেই টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? সর্দ্দারদিগের জায়গীর বাজেয়াপ্ত না করিলে তাহা হয় না, এই নিমিত্ত তাহাদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জায়গীরভোগী সর্দ্দারগণ প্রয়োজন মতে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন, তাহার পরিবর্ত্তে ইংরেজী-প্রণালী অনুসারে নগদ টাকা বেতন দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হইল। এই কারণবশতঃ রাজ্যে নানা প্রকার ট্যাক্স বসিতে আরম্ভ হইল। ইংরেজ অস্ত্রের সাহায্যে আহরিত অর্থ সাহ সুজা অপব্যয় করিতে অধিকারী হইলেন, কিন্তু সন্ধি বিগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার কোনই মত রহিল না। সংগৃহীত অর্থ হইতে আপনার কোন প্রিয় ভৃত্যকে পুরস্কার দিতে পারিতেন বটে, কিন্তু উদ্ধত

সর্দ্দারদিগকে দণ্ড দিবার তাঁহার কোনই অধিকার রহিল না। সাহ সুজা কঠিন কঠিন কার্য্যগুলি ইংরেজ হস্তে দিয়া সুখকর যাবতীয় কার্য্য নিজ হস্তে রাখিতে বিশেষ চেষ্টা পাইলেন। ইংরেজগণ যে রাজ্যের ভাল ভাল কার্য্যগুলি প্রাপ্ত হন, তাহা আর তাঁহার চক্ষে সহিল না। ইংরেজগণ সুজাকে দ্বিতীয় মিরজাফর বানাইয়া কাবুল গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন সুজা ও ইংরেজ উভয়েই প্রজার চক্ষের বিষ হইয়া উঠিলেন। ইংরেজগণ সকল কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, সুজার মনেও ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। দিল্লীর দ্বিতীয় আলমগীরের ন্যায় অবস্থায় রাজ্য-শাসন করিতে তিনি কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, এবং প্রজাগণও পুত্তল রাজার অধীনে বাস করিয়া, স্বদেশীয় রাজার অধীনে বাস করিতেছি বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিল। সকলেই দেখিতে পাইলেন যে, এইরূপভাবে রাজ-কার্য্য চলিলে অতি সত্বরেই আফগানিস্থান হিন্দুস্থান হইয়া উঠিবে। সুজার প্রতি কাহারও সহানুভূতি রহিল না, সকলেই দোস্ত মহম্মদকে ফিরিয়া পাইবার জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। বহুব্যয়ী ইংরেজ-শাসন-প্রণালী এবং ক্ষমতাবান্ ইংরেজের অধীনে সাহ সুজার দৌরাত্ম্য এই উভয়ে প্রজাগণকে আকুল করিয়া তুলিল। ইংরেজগণ আফগানদিগের ভয়-সম্ভূত ভক্তিতে বিমোহিত হইয়া কাবুলকে আগ্রা অথবা এলাহাবাদের ক্যাণ্টনমেণ্ট ভাবিয়াছিলেন। আজ এক সাহেবের বল, কাল আর এক সাহেবের পিক্‌নিক্, পরশ্ব আর এক সাহেবের লনটেনিস্, এই ভাবে ইংরেজ তথায় আনন্দোচ্ছ্বাসে মাতিয়া উঠিলেন। অন্যদিকে

আমীর এবং তাঁহার পুত্র আক্‌বর চতুর্দ্দিকে বিষবীজ বপন করিতে লাগিলেন। কাফের ফিরিঙ্গি আফগানিস্থান অধিকার করিয়াছে, আর মুসলমানের সত্য ধর্ম্ম বজায় থাকিবে না, এই বার্ত্তা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইতে লাগিল।

বৃটিশ এজেণ্ট কাবুলের দরবারে দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত সেই রাজার অধিকার হ্রাস করিবার চেষ্টায় থাকিয়া সকলকে শত্রু করিয়া তুলিলেন। সে সময় সাহ সুজার অন্যান্য কার্য্য করিবার অনেক অধিকার ছিল বটে, কিন্তু পলিটিকেল এজেণ্টের মতের বিপরীতে রাজ্যের মঙ্গলকর কোন কার্য করিবার অধিকার তাঁহার কিছুই ছিল না।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৃটিশ রাজনীতির ফল।

আকবর সাহার সময় হইতে সকল রাজাই খাইবারীদিগকে কিছু কিছু অর্থ দিয়া বশীভূত করিতে চেষ্টা করিতেন। নাদির সাহাও তাহাদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়াছিলেন। তৎপর আহম্মদ সাহা আবদালীও তাহাদিগকে কিছু ঘুস দিয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে মহাম্মদ সাহ আফগানিস্থান হইতে তাড়িত হইলে, কেহই আফগানিস্থানে দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব করেন নাই। তৎপর দোস্ত মহাম্মদ আমীর উপাধি গ্রহণ করিয়া, খাইবারীদিগকে প্রথমতঃ বার্ষিক ১২,০০০, তৎপর ২০,০০০ হাজার পর্য্যন্তও ঘুস দিয়াছিলেন। সাহ সুজা যখন কাবুল হইতে পলাইয়া ভারতবর্ষে গমন করেন এবং যখন প্রথম আফগানিস্থান

আক্রমণ করেন, তখন তিনি খাইবারীদিগের দ্বারা বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃটিশ সাহায্যে সিংহাসন পাইয়া, তিনি সেই সকল উপকার ভুলিয়া যান নাই। "ইংরেজের জন্য তাহারা খাইবারের পথ মুক্ত রাখিবে" এই নিয়মে তিনি তাহাদিগকে যাবতীয় পূর্ব্বতন অধিকার পুনঃপ্রদান করিতে স্বীকৃত হন। তিনি ম্যাকনেটন সাহেবের অজ্ঞাতে এই অঙ্গীকার করেন। ম্যাক্‌নেটন সাহেব এই কথা শুনিয়া সন্ধির ভার স্বহস্তে লইলেন; ঐ কার্য্যের ভার হস্তে লইয়া, তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ কতকগুলি নিয়মের অধীনে আনিতে চেষ্টা করেন; সেই সকল নিয়ম তাহারা গ্রহণ করিলে, তাহাদিগের জাতি সুলভ দস্যুবৃত্তি একবারে পরিত্যাগ করিতে হইত। দ্বিতীয়তঃ সুজা যে পরিমাণে বৃত্তি তাহাদিগকে দিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি তাহা হইতেও কমাইলেন;—ইহাতে খাইবারবাসীগণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, এবং ম্যাকনেটন সাহেবের দত্ত টাকা লইতে তাহারা অস্বীকার করিল।

এই সময়ে সার জন কিন খাইবার হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছিলেন। তিনি আলি মস্‌জিদ অতিক্রম করিয়া যাইতে না যাইতে খাইবারীগণ ঐ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। খাইবারীগণ এক বেটালিয়ন নজিব সৈন্যকে পরাভূত করিয়া ৪।৫ শত উষ্ট্র কাড়িয়া লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহাদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। এই ঘটনা দেখিয়া ম্যাকনেটন সাহেবের চক্ষু উন্মীলিত হইল এবং যে টাকা তাহাদিগকে পূর্ব্বে দিলে কৃতজ্ঞতার সহিত তাহারা গ্রহণ করিত, তাহা তাহাদিগকে এখন বাধ্য হইয়া দিতে হইল। সার জন কিনের সহিত ভারতগামী

সৈন্যের উপর খাইবারীগণ অনেক উপদ্রব করিয়াছিল, তাহা এখানে বিস্তারিতরূপে লেখা বাহুল্য।

খাইবারীদিগের আচরণে ম্যাকনেটন সাহেবের যে কিছু জ্ঞান জন্মিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দূরীভূত হইল। তিনি ভাবিলেন কাবুল এখন নির্বিঘ্ন হইল, এত দিনের পর তিনি কাবুলের অধিপতি হইলেন। এই সময় ডাক্তার পার্সিভাল লর্ড বামিয়ানে পঁহুছিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্য-শাসন-প্রণালী প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যতর কর্ম্মচারী কাপ্তেন টড্ হিরাটে যাইয়া বৃটিশ আধিপত্য স্থাপন করিয়া পত্র লিখিলেন। কাপ্তেন জেম্স্ আবট খিবা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এইরূপ প্রায় সকল স্থানেই বৃটিশের জয়পতাকা উড্ডীয়মান হইল। সকল স্থানের আমীরগণ বৃটিশের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। এই সকল প্রকাশ্য ভক্তি দেখিয়া ইংরেজ পুনরায় নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। কিন্তু বৃটিশের এজেণ্ট পার্সিভাল লর্ড প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া দেশীয়গণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষেপিয়া উঠিল, এবং ইংরাজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে বোখারার আমীর লর্ড সাহেবের ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া, আমীর দোস্ত মহম্মদ এবং তাঁহার পুত্রগণকে গোপনে কারামুক্ত করিয়া দেন। ইংরেজগণ হিরাটে কামরাণকে উৎকোচ দিতে আরম্ভ করিলেন। টড্ সাহেব হিরাটে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, দুর্ভিক্ষ নিবারণপূর্ব্বক কামরাণের সিংহাসন নির্বিঘ্ন করা সত্বেও, তিনি ইংরেজের প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন না। এই সময়ে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, পারস্য সাহকে তাড়াইয়া ইংরেজ

নিজেই হিরাটের অধীশ্বর হইবেন। এই জন্য যে সাহ সুজা তাঁহাকে তাড়াইয়া নিজেই হিরাটের অধিকারী হইতে চাহিয়াছিলেন এবং যে বিপদ হইতে তিনি ইংরেজ সাহায্যে রক্ষা পান, সেই সাহ সুজার নিকট ১৮৪০ সালে তিনি এই পত্র লিখিয়াছিলেন যে, ইংরেজকে কোন অভিপ্রায় সাধনের জন্য তিনি রাজ্যে স্থান দিয়াছেন; প্রকৃত পক্ষে সুজাই তাহার আশা ভরসার স্থল। এদিকে ম্যাকনেটন সাহেব বাহ্যিক শান্তির অবয়ব দেখিয়া আভ্যন্তরিক বিপদের কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি আপনাকে এতদূর নির্ব্বিঘ্ন ভাবিয়া ছিলেন যে, শীতকাল জালালাবাদে অতিবাহিত করিবার জন্য সুজার সহিত গিয়াছিলেন, এবং সেখানে যাইয়াও তিনি নিজের অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তরবারীদ্বারাই আফগানিস্থান শাসন হইবে। খাইবারীদিগের নিকট তাঁহার অসির অহঙ্কার বিচূর্ণিত হওয়াতেও তাঁহার চক্ষু উন্মিলীত হয় নাই। এখন দেখা যাউক, অন্যান্য বিষয়েই ম্যাকনেটন সাহেব তরবারির দ্বারাই কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কুনারের সর্দ্দারকে দুর্গ এবং অধিকারচ্যুত করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু বৃটিশ সেনাকে তথা হইতে তাড়িত হইয়া আসিতে হইয়াছিল! এইরূপ বাজুরের সর্দ্দারকে তাড়াইতে যাইয়াও তাঁহাকে শত্রু-হস্তে একটী তোপ ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল।

খাইবারীগণ যে অধিকার সঞ্চালন করিয়া—খাইবারে বাস করে, সেই প্রকার অধিকার সঞ্চালন করিয়া ঘিলিজিগণও মধ্য এবং পশ্চিম আফগানিস্থানে বাস করিয়া থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের সম্পত্তি লুণ্ঠন করা অথবা তৎপরিবর্ত্তে টাক্স

আদায় করাই তাহাদিগের জীবিকার প্রধান উপায়। আফগানিস্থানকে ম্যাকনেটন সাহেব কলিকাতা, হুগলি এবং বর্দ্ধমানরূপে পরিণত করিতে চাহিয়া ছিলেন। যদিও সেই সময় বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান সমূহে দস্যুভয় প্রাধান্য ছিল তথাপি, দস্যুতা জীবন ঘিলিজিদিগকে তিনি দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিতে দিবেন না, এই সংকল্প করিলেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘিলিজি সর্দ্দার দিগকে দস্যু-বৃত্তি নিবারণ এবং সওদাগরদিগের মাল লুণ্ঠন নিষেধ করিয়া আদেশ পাঠাইলেন। কিন্তু এই সভ্যতা ও অনাহারে মৃত্যু ঘিলিজিদিগের নিকট উভয় তুল্য ছিল, যে সভ্যতায় জীবিকা নষ্ট হয়, সে সভ্যতা ভারতবাসী ব্যতীত কে গ্রহণ করিবে? ঘিলিজিগণ দেখিতে পাইলেন যে, সেই সভ্যতা তাহাদের মধ্যে প্রচার করিতে ফিরিঙ্গি কাফেরগণ চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া ঘিলিজিগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে গরেলা (লুক্কাইত) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, যদিও এণ্ডার্সন সাহেব কর্ত্তৃক তাহারা এক যুদ্ধে পরাজিত হয় বটে, কিন্তু পরে ইহা স্পষ্টই অনুভূত হইল যে, যে জাতি ৪০ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করিতে পারে, সে জাতি সামান্য নহে, অবশেষে ম্যাকনেটন সাহেব তাহাদের অত্যাচার নিবারণ জন্য বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হইলেন।

ডাক্তার লর্ড ১৮৪০ খৃঃ অব্দে বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে হাজারাবাসীদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বেলুচিস্থানে খেলাতের খাঁকে প্রাণে বধ করিয়া অন্য একজনকে তাহার গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সুযোগে বেলুচিগণ বৃটিশ-নিযুক্ত রাজাকে তাড়াইয়া পূর্ব্বতন রাজার পুত্রকে

সিংহাসনে বসাইলেন। ডাক্তার লর্ড হাজরা-বাসীদিগকে একবারে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিলেন। লর্ড সাহেবের অন্যায় অনধিকার চর্চ্চা দ্বারা হাজরা এবং অন্যান্য পর্ব্বতবাসীগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের অন্যতর পুত্র জব্বর খাঁ কুলুম প্রদেশে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ডাক্তার লর্ড জব্বর খাঁর সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং ইহাও জানাইলেন যে, বামিয়ানে সংস্থিত বৃটিশ-সেনা দ্বারা তিনি অনায়াসে কুলুম অধিকার করিতে পারেন; এবং তদনুসারে তিনি কিঞ্চিৎ সৈন্যও উত্তরাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। কুলুমের সবদার বৃটিশ সেনা আসিতেছে এই সংবাদ শুনিয়া, বাজগাহা দুর্গ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইহা দেখিয়া ডাক্তার লর্ড তাহার ক্ষুদ্র সেনার এক অংশ বাহির করিয়া ঐ দুর্গে রাখিলেন, এবং ম্যাকনেটন সাহেবের অনুমতি লইয়া ঐ সেনা তিন অংশে বিভক্ত করিলেন। পাঁচদল গুর্খা সেনা বাজগাহতে, ২নং কম্পেনী সাইঘানে রাখিলেন এবং এক কম্পেনী তিন শত আফগান সেনা বামিয়ানে যাইতে আদেশ করিলেন। এ দিকে তাহার ব্যবহারে কুলুম এবং তন্নিকটবর্ত্তী সবদারগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কিছুই দৃষ্টিপাত করিলেন না; এবং সেই সময়ে আফগান সেনার প্রতি কতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে, তাহাও তিনি ভাবিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ সমূহ ইংরেজের অধীন হইতে লাগিল দেখিয়া, উজবেক সবদারগণ তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে বিবেচনায় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এমন কি কুলুমের

উলি, যিনি আবহমান দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধ বাদী ছিলেন, তিনি ইংবেজের ব্যবহাবে দোস্ত মহম্মদেব পক্ষাবলম্বী হইয়া উঠিলেন।

বৃটিশ যখন প্রথমে আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন এবং অতি সহজে গজনি অধিকাব কবেন, সেই সময়ে আফগানগণ এক প্রকাব মন্ত্র-মুগ্ধ হইযা পড়িযা ছিল, ইংরেজের নামে ভয় পাইত। দোস্ত মহম্মদ অনেক উপদেশ দ্বাবাও সেই আশঙ্কা তিবোহিত কবিতে পাবেন নাই। কিন্তু এখন তাহাবা দেখিতে পাইল যে, কাফেব ফিবিঙ্গি অস্ত্রেব উৎকৃষ্টতা ভিন্ন শারীরিক বলবীর্য্য ও সহিষ্ণুতাতে কখনও তাহাদিগেব হইতে প্রবলতর নহে। ইংবেজেব ব্যবহাবে বিবক্ত হইয়া সমুদয় আফগানজাতি ইংবেজকে দূবীভূত কবিবাব জন্য একজন নেতা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এই সময ১৮৪০সালে জুলাই মাসে দোস্ত মহম্মদ তাঁহাব পুত্রদ্বয সহ বোখারা হইতে অতি কষ্টে কুলুমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তথায় আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইংবেজকে তাড়াইবাব জন্য সকলেব মনে একটী বলবতী ইচ্ছা হইয়াছে। অতি অল্প সমযেব মধ্যেই ৫।৬ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। এই সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি যুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে সমুদয় বিস্তাবিতরূপে লেখা অপ্রয়োজন।—

৩০ শে আগষ্ট সার্জেণ্ট ডগলাসেব অধীনে কতকগুলি গুর্খা সৈন্য সাইঘান হইতে বাজগ্গাহ যাইবার সময় আফজল খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং যদিও তাহারা বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়া ছিল, তথাপি তাহাদিগকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এমন কি, এই সময় লেফ্‌টেন্যাণ্ট ষ্টার্ট সাহেব অতিরিক্ত সৈন্যের

সহিত একত্রিত না হইলে তাহাদিগের একটীও জীবিত পাওয়া যাইত না।

এই ঘটনার পর আমিরের সেনাগণ বাজগাহর দুর্গ আক্রমণ করিল, বৃটিশ সেনা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া সাইঘানে আশ্রয় লইল। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজের সহিত ইংরেজী প্রণালীতে শিক্ষিত যে সকল আফগান সেনা ছিল, তাহারা আমিরের সহিত যোগ দিল, এবং বক্রী সৈন্য বামিয়ানে আশ্রয় লইল!

আমির বোখারা হইতে আসিয়াছে এই সংবাদে, ম্যাকনেটন সাহেব বামিয়ান দুর্গ দৃঢ়রূপে রক্ষা করিবার জন্য কর্ণেল ডেনীর অধীনে একদল দেশীয় সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ডেনী সাহেব সাইঘানের দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া সেই দিকে যাত্রা করেন; এবং ১৮ই সেপটেম্বর তারিখে আমীরের সেনার সহিত একটী যুদ্ধ সংঘটন হয় এবং সেই যুদ্ধে আফগানদিগকে পরাজিত হইয়া, ও অনেক যুদ্ধ সামগ্রী ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছিল।

আমীর কর্ণেল ডেনী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, কোহিস্থানে আসিয়া পুনরায় দলবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই অবসরে ম্যাকনেটন সাহেব গবর্ণর জেনরেলকে আরও সৈন্য পাঠাইতে এবং পঞ্জাব অধিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। আমীর কোহিস্থানে আসিয়া তত্রত্য পার্ব্বতীয় সর্দারদের নিকট সম্পূর্ণ সহায়তা পাইলেন। আরও নানাস্থান হইতে সহানুভূতি ও সহায়তা-সূচক আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি, কাবুল নগর হইতে সহানুভূতি সূচক অনেক পত্র আসিল, এই সকল বিষয় ম্যাকনেটন সাহেবের ও সুজার অজ্ঞাত ছিল না। এ

দিকে রণজিত সিংহের মৃত্যুর পর শিখগণ এক প্রকার যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। রণজিত সিংহ মনের ভাব গোপন রাখিয়া ইংরেজের বলবীর্য্যের ভয়ে এবং ভবিষ্যতে প্রত্যুপকার পাইবার প্রত্যাশায়, যে ইংরেজের প্রতি সর্ব্বদা বন্ধুত্ব ভাব দেখাইতেন, সেই আবরণ বুদ্ধিহীন উদ্ধত শিখগণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানীয় লোকদিগকে ইংরেজের প্রতিকুলাচরণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইতে লাগিল। এই সময়ে ভারতবর্ষের গন্তব্য পথ শিখ এবং খাইবারীদিগের দয়ার উপর সংস্থিত ছিল। আফগানসেনাগণ দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে শুনিতে পাইয়া, ম্যাকনেটন সাহেবের চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মীলিত হইল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, সাহ সুজার উপর যে আফগানজাতি প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরক্তি দেখাইছিল, তাহা কেবল বাহিক। সকল স্থান হইতেই অশুভ সংবাদ আসিতে লাগিল। তিনি তখন স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, সঙ্গিনের সহায়তা ভিন্ন আফগানজাতির সহানুভূতির উপর নির্ভর করিয়া তাহারা তিলার্দ্ধও তথায় থাকিতে পরিবেন না।

এইরূপ অবস্থা জানিয়া তদনুযায়ী কার্য্য না করিতে পারাতেই কাবুলে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।

কর্ণেল ডেণীর সৈন্য জেনারেল সেলের অধীনে একত্রিত করিয়া কোহিস্থানে প্রেরিত হইল। এই সময়ে দোস্ত মহম্মদ গরেলা (লুক্কায়িত) যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি সেল সাহেবকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেন নাই, স্থানে স্থানে উপদ্রব ঘটাইয়াছিলেন। অবশেষে ২রা নবেম্বর পারবন্দোযাবা নামক স্থানে একটী সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে

সেলের জয়লাভের এত আশা ছিল যে, পরাজিত হইয়া দোস্ত মহম্মদ পলাইতে না পারেন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা গন্তব্য পথে সৈন্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এই যুদ্ধে বৃটিশ সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আলেক্‌জাণ্ডার বর্ণস (Alexander Burnes) সাহেব ম্যাকনেটন সাহেবের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন যে, কাবুলে ফিরিয়া আসিয়া তথায় যাবতীয় সৈন্য একত্রিত করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন বৃটিশের পক্ষে আর অন্য উপায় নাই। সেই সময়ে দোস্ত মহম্মদ কাবুল আক্রমণ করিলে ম্যাকনেটন সাহেব যে কি ব্যবহার করিতেন, তাহা এখন বলা যায় না, সম্ভবতঃ তিনি সেই সময়ের উপযোগী সাহস ও কৌশল দর্শাইতে পারিতেন না। দোস্ত মহম্মদ পারন্দোযারা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, তৎপর দিবস সন্ধ্যার সময় একজন মাত্র ভৃত্যসহ কাবুলে যাইয়া ম্যাকনেটন সাহেবের নিকট আত্ম-সমর্পন করিলেন। যুদ্ধের পর দিবস ম্যাকনেটন অশ্বারোহণে সান্ধ্য ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, এই সময়ে একজন আফগান তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিল যে,— "আমীর আসিযাছে, আমীর আসিযাছে"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ আমীর?" আফগান বলিল—"আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁ।" তিনি সহসা আসিয়া ম্যাকনেটন সাহেবের নিকট দাঁড়াইলেন, এবং আমীরকে দেখিয়া সাহেবও ক্ষণকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রহিলেন। কি আশ্চর্য্য! যে আমীরকে ধরিবার জন্য এত চেষ্টা হইতেছে, সেই আমীর গতকল্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া অদ্য সন্ধ্যার সময় বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধির নিকট আত্ম-সমর্পণ করিলেন, ইহার কারণ কি?

আমীর দোস্ত মহম্মদ বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদিও আফগান জাতি ইংরেজকে তাড়াইবার জন্য সমবেত হইয়াছে, কিন্তু ইংরেজকে তাড়াইয়া রাজ্যের ভার যে কাহার উপর অর্পণ করিবে, এই সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ছিল। সকলেই প্রধান হইবার জন্য অভিলাষ মনে মনে গোপন রাখিয়া ছিলেন। দোস্ত মহম্মদ ভাবিলেন যে, উদ্ধত জাতির সহিত যোগ দিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। এই সময়ে উঁহাদের সহিত যোগ দিলে, ইংরাজকে অনায়াসেই দূরীভূত করিতে সক্ষম হইবেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কি লাভ হইবে? হয়ত অতি অল্পকাল মধ্যেই কোন না কোন ঘটনায় তাঁহার প্রাণ যাইবে। তিনি ইহাও দেখিয়া ছিলেন যে, ইংরেজদিগের প্রতিকূলে যে আফগানদিগের একটী মনোগত বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, ইহা দিন দিনই বৃদ্ধি হইবে। তিনি আরও দেখিয়া ছিলেন, ইংরেজ ও সাহসুজা কাবুল হইতে তাড়িত হইলে, পরে কাবুলে আধিপত্য করে, এমন লোক তিনি ভিন্ন আর কেহই নাই। কাবুলে জাতীয়-সংগ্রামে এবং ইংরেজের আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া আফগানগণ তাঁহাকেই পুনর্ব্বার রাজা করিতে চাহিবে। তিনি ইহাও দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, রুষ-বিভীষিকায় ইংরেজগণ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকেই কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া স্বীয় বুদ্ধিমত্তার অধ্বংসনীয় পরিচয় রাখিয়া দোস্ত মহম্মদ খাঁ ইংরেজের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন, এবং স্বীয় পুত্রগণকেও তিনি আত্ম-সমর্পণ করিবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। বিশেষ গূঢ় মন্ত্রণায় দোস্ত আত্ম-সমর্পণ

করিয়াছিলেন, ঐ মন্ত্রণায় কেন তাঁহার পুত্রগণ যোগ দিবে? আত্ম-সমর্পণের ৭।৮ দিবস পরে আমীর লুধিয়ানায় প্রেরিত হইলেন।

বৃটিশ শিবিরে জয় জয় ধ্বনি পড়িয়াগেল। আজ বৃটিশের শুভদিন, আনন্দের আর সীমা নাই। ইংরেজ-শিবিরে সকলের মুখেই "আমীর, আমীর" এই শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। ম্যাক-নেটন সাহেব ভাবিলেন যে, আমীরের আর কোন সহায় সম্পদ নাই দেখিয়াই তিনি ধরা দিয়াছেন। পুনরায় তাঁহার মনে কাবুলে রাজত্ব করিবার আশা বলবতী হইয়া উঠিল। এই সময়, হয়ত তিনি ভাবিলেন যে, আফগানগণ প্রকৃত পক্ষেই সুজাকে এবং তাঁহাদিগকে ভাল বাসিয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

শেষ দুর্ঘটনা।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বরাকযায়ীর পরিবর্ত্তে সদোযায়ী রাজাকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিলেন। বরাকযায়ী রাজা আত্ম-সমর্পণ করিল, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। এই সময়ে ও যদি ম্যাকনেটন সাহেব পূর্ব্ব অঙ্গীকার অনুসারে আফ-গানিস্থান ছাড়িয়া সসৈন্যে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের গৌরব কখনই নষ্ট হইত না। যদি সাহসুজা প্রকৃতপক্ষেই প্রকৃতিপুঞ্জের প্রিয়পাত্র হইতেন তাহা হইলে অনায়াসেই বৃটিশের সাহায্য ব্যতীতও আপন পৈতৃক রাজ্য সংরক্ষণ করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ অনেকেই তাঁহার পক্ষাবলম্বীও হইত; কিন্তু যখন আফগানবাসীগণ দেখিল

যে, ইংরেজ কখন আফগানিস্থান ত্যাগ করিবার পাত্র নয়, তখন ক্রমশঃ তাহারা অধিকতর অসন্তুষ্ট হইতে লাগিল।

ম্যাকনেটন সাহেবের অনধিকার চর্চ্চায় সর্ব্বত্র বিদ্রোহের লক্ষণ দেখাদিতে লাগিল। এমন কি সাহসুজার আত্মীয় বর্গের মধ্যে অনেকেই ইংরেজকে তাড়াইবার মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। সাহসুজা স্বয়ং ম্যাকনেটনের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইংরেজ শিবিরে যে সকল বুদ্ধিমান লোক ছিল, তাঁহারা কাবুল পরিত্যাগ সম্বন্ধে তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ছিলেন; কিন্তু ঐ পরামর্শ স্বত্তেও তিনি কিছুতেই রাজ্যের যাবতীয় অধিকার স্বয়ং আয়ত্তাধীন করিতে ক্রটী করেন নাই। আফগানিস্থানের সর্দ্দারগণ নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীনতা-প্রিয়; যখনই তাহাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তখনই তাহারা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। পুত্তল রাজার অধীনে আফগানিস্থানকে ইংরেজের চিরদাস করিবার জন্য আমরা কি আহমম্মদ সাহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়া ছিলাম? সেই জন্য কি আমরা জামনকে অন্ধ করিয়া ছিলাম? সেই জন্য কি মহম্মদকে তাড়াইয়াছিলাম? এইরূপ তাহারা আপনাদের মধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিল।

দোস্ত মহম্মদ ভারতবর্ষে প্রেরিত হওয়াতে অসন্তুষ্টভাব কিছুই কমিল না, বরঞ্চ দিন দিন তাহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ম্যাকনেটন সাহেব ভাবিয়া ছিলেন যে, দোস্ত মহম্মদ ভারতে প্রেরিত হওয়াতে কাবুলে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন। জামিনদোয়ার নামক স্থানে আক্তার খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যরূপে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। সেই সময়ে

এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল যে, সাহসুজা আপনাকে ইংরেজের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং আকতার খাঁকে পরামর্শ দিয়া ঐরূপ বিদ্রোহ ঘটনা করিয়াছেন। আকতার খাঁ প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইয়া অবশেষে বৃটিশ সেনা কর্ত্তৃক পরাভূত হন, তাঁহার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়, কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কোন শাস্তি দিতে সাহসী হইতে পারেন নাই।

এই সময়ে কান্দাহারে কাপ্তেন রলিন্সন নামক জনৈক দূরদর্শী অফিসার ছিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে ম্যাকনেটনকে লিখিয়া পাঠান যে, "আমরা আফগান-ভূমিতে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আছি।" জানীন দোরাণের বিদ্রোহ যে সুজার মন্ত্রণা মত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি পাঠাইয়াছিলেন। ম্যাকনেটন সাহেব সেই সকল বিষয় সাসুজাকে বলাতে তিনি প্রথমতঃ তাঁহার প্রতি অকারণ সন্দেহ করার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করিলেন, তৎপরে যে সকল কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন এবং কান্দাহারে সকল গোলযোগ মিটাইবেন, বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন।

ক্রমে ১৮৪১ খৃঃ অব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। খাইবারীগণ বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ঘিলিজিরা বৃটিশ-শাসন ভালবাসে না স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল।

ম্যাকনেটন সাহেব এই সকল বিষয় জানিয়াও উক্ত বৎসরের ফেব্রুয়ারীতে গবর্ণরজেনারলের নিকট পত্র লিখিয়া পাঠান যে, তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে, কাবুলে অভূতপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতেছে।

ইহার পর সামরিক যে সকল ঘটনা ঘটিযাছিল, সে সকল লিখিতে পুস্তকের আয়তন দ্বিগুণেরও অধিক হইবে; এই জন্য সে বিষয অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইবে। কাবুলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অবলম্বিত নীতিই আমাদের আলোচ্য বিষয়, এবং তাহাই আমরা এখানে আলোচনা করিব।

ম্যাকনেটন সাহেব আফগানিস্থানে আশ্চর্য্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এই পত্র লেখার পর, নাজিযান উপত্যকায় তত্রত্য সর্দ্দারগণ একত্রিত হইয়া অস্ত্র ধারণ করেন, এবং সেলটন সাহেব সেখানে যাইয়া সেই বিদ্রোহ কতক পরিমাণে নিবারণ করেন।

ইতিপূর্ব্বে খেলাতে ঘিলজাযীগণ একজন বৃটিশ কর্ম্মচারীকে অপমান করিযাছিল, এই অপরাধে ম্যাকনেটন তাহাদের সর্দ্দারকে পদচ্যুত করিবার জন্য সৈন্য পাঠান। কিন্তু সেই সর্দ্দার অধীনতা স্বীকার না করিযা ১৫ জন সঙ্গীসহ, সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহার একটী ক্ষুদ্র দুর্গও অধিকার করিয়া রাখেন। এই সুযোগ পাইয়া ঘিলিজি জাতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অমান্য করিয়া চলিতে লাগিল; তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য কর্ণেল ওযাইমারের অধীনে যে সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই সৈন্যকে ঘিলিজিগণ অতি বলবীর্য্যের সহিত আক্রমণ করে। এবং যদিও সমুদয় দিবস যুদ্ধ করিয়া রাত্রি ১০ টার সময় তাহারা হটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু তথাপি ঐ যুদ্ধে তাহারা পরাভূত হয় নাই, এবং তাহাদিগকে সহায়তা করিবার জন্য ৬০০০ সেনা সহ জামিন্দারের পূর্ব্ব বিদ্রোহী আকতার খাঁ পুনরায় মস্তক উত্তোলন করিয়া গিরসিক নামক স্থানের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিল।

নট সাহেবের বলবীর্য্যে এবং কৌশলে এই সকল বিদ্রোহ যদিও অনেক দমন হইল, তথাপি অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিকে দূর করিয়া শান্তিভাব ও শ্রদ্ধা তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল কি না তৎপ্রতি কেহই মনোযোগ করিলেন না। এই সময়ে বিদ্রোহ কথঞ্চিৎ দমন হইয়াছে দেখিয়া, ম্যাকনেটন সাহেব ২রা আগষ্ট তারিখে ভারতে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অবস্থা নিতান্ত সন্তুষ্টজনক এবং যে সকল সরঞ্জাম আমাদের হস্তে আছে, তদ্দ্বারা অতি সহজে এই দেশ শাসন করা যাইতে পারিবে।"* ম্যাকনেটন সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে বিজ্ঞ এবং দূরদর্শী কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত প্রায় সকলেই তাঁহার মতে মত দিয়াছিলেন।

ম্যাকনেটন সাহেব বাঙ্গালার সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি হয়ত ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি দেখিয়াছিলেন, যে বৃটিশ সিংহের প্রতাপে বৃটিশ ইণ্ডিয়ার সকল ব্যক্তিই এবং নিকটবর্ত্তী রাজগণ সর্ব্বদা সুশঙ্কিত আছেন। যখন যে আজ্ঞা প্রচারিত হইতেছে, তখনই তাহা অবাধে প্রতিপালিত হইতেছে। বোধ হয় সেই অভিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ভাবিয়া ছিলেন যে, যখন আফগানগণও হুগলি ও বর্দ্ধমানের মুসলমানের ন্যায় এক সুন্নি ধর্ম্মাবলম্বী, তখন তাহারাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসনে অতি সহজে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু তাঁহার এই মতে রলিন্‌সন্‌, নট এবং টড্‌ সম্পূর্ণ অমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। D. Arcy Tod

* "Prospects are most cheering; and with the materials we have, there ought to be little or no difficulty in the management of the country."

(টড) হিবাটেব অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, আফগানগণ কখনই আমাদিগকে স্নেহ করিতে পারে না। তিনি বুঝিতে পাবিয়াছিলেন যে, যে জাতিকে জাল ও রুস্তম অধীনতা স্বীকার কবাইতে পাবে নাই, সেই জাতি কখনই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী গবর্ণমেণ্টেব অধীন হইবে না।

তিনি আবও বলিযাছিলেন যে, হিরাটবাসীগণ পাবস্য রাজ্যেব আক্রমণ অপেক্ষা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সংবক্ষণকে অধিক ভয় করে, এবং হিবাটেব আমীব কামবাণকে বৃটিশ যে অর্থ দেন, তদ্দ্বাবা বৃটিশেব শত্রুগণই প্রতিপালিত হইতেছে। এই জন্য টড সাহেব ঐ অর্থ দেওয়া স্থগিত বাখিযা হিরাট হইতে চলিযা আসিযাছিলেন। এই অপবাধে দূবদর্শী টড্ মহাত্মাকে বাজ-নৈতিক কার্য্য হইতে অপসাবিত কবিযা কেবল যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত কবা হয।

এই সময়ে ভাবতবর্ষেব গবর্ণমেণ্ট এবং হোম গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানের ব্যয কমাইবাব জন্য ম্যাবনেটনকে বারম্বার পত্র লিখেন, সেই সকল পত্র অনুযায়ী তিনি চতুর্দ্দিকের ব্যয় কমাইতে লাগিলেন। আমীবগণকে যে টাকা দিতেন, তাহা কমাইলেন এবং গিরিসঙ্কটবাসী সর্দ্দাবগণকে পত্র দ্বাবা কাবুলে আনাইযা বুঝাইয়া বলিলেন যে, সবকারের আর্থিক অবস্থানুসারে এইক্ষণ তাঁহারা আর বেশী টাকা পাইবার প্রত্যাশা করিতে পাবেন না। সর্দ্দাবগণেব তাবতের প্রাপ্য টাকা কমিয়া যাইবে এই সংবাদ শুনিয়া, সর্দ্দাবগণ কোন রকম অসন্তুষ্টির চিহ্ন না দেখাইয়া স্বীয় স্বীয় আবাসে প্রত্যাগমন কবিল। ম্যাকনেটন সাহেব ভাবিলেন একার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল, কিন্তু তিনি

ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা কবিলেন না যে, তাঁহাবা তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ কি জন্য কবেন নাই। তাঁহাবা তাঁহার হাত এড়াইয়া স্বদেশে যাইবাব জন্য যে ইচ্ছুক হইয়া ছিলেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। স্থূল কথা এই যে, ঐ সকল সর্দ্দারগণ স্বীয় স্বীয আবাসস্থলে প্রত্যাগমন করিবার পবই ভারতবর্ষে যাইবাব বাস্তা ঘাট বন্ধ হইযা গেল।

আফগানিস্থানেব বহিঃ প্রদেশে যাইতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে গিরিসঙ্কটবাসী লোকদিগকে বাধ্য বাখিযা চলা ভিন্ন উপাযান্তর নাই, ইহা জানিযাও কি জন্য যে ম্যাকনেটন সাহেব সর্ব্ব প্রথমেই তাহাদেব প্রাপ্য কমাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পাবি না।

এই সময়ে দক্ষিণ আফগানিস্থানেও বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সীমান্ত প্রদেশ বামিয়ানে আকবব খাঁ থাকিযা বিদ্রোহ ঘটাইল। স্পষ্ট অসন্তুষ্টির চিহ্ন কোহিস্থানে, জবমুতে এমন কি কাবুল নগবেও দেখা যাইতে লাগিল। এই সময়ে ঘিলিজায়ীগণ কাবুল নদীর দুই পার্শ্বে বিদ্রোহেব পতাকা উড়াইল।

এই সময়ে কাপ্তেন গ্রে অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ ভাবতবর্ষে ফিরিয়া আসিতে ছিলেন। বার্ণাস সাহেব ভাবতের গন্তব্য পথেব অবস্থা শুনিয়া, গ্রে সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তুমি বৃটিশ-হিতৈষী সর্দ্দার মহম্মদ অজীন খাঁব নিকট লঘমান মোকামে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ কব। তিনি তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে বিপদাপন্নস্থনে সকল অতিক্রম কবাইয়া দিবেন। কাপ্তেন গ্রে মহম্মদ অজীন খাঁর সহায়তায় বিপদ-সঙ্কুল স্থান-সমূহ অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছিলেন। মহম্মদ অজীন গ্রে সাহেব

এবং তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া যখন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তখন সরল ভাবে গ্রেকে বলিয়াছিলেন যে, ফিরিঙ্গিগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আফগানগণ কৃতসংকল্প হইয়াছে। এই সংবাদ গ্রে সাহেব বার্ণাস সাহেবের নিকট লিখিয়া জানাইলেন,—কিন্তু তাহাতেও ম্যাকনেটন সাহেবের চক্ষু উন্মীলিত হইল না। ৯ ই অক্টোবর রাত্রিতে কাবুল হইতে ৯ মাইল দূরে বুতখাক নামক স্থানে ৩৫ নং দেশীয় পদাতিক সৈন্য কর্ণেল মণ্টিতের অধীনে অবস্থিতি করিতেছিল। সেই রজনীতে ঐ সকল পদাতিক সৈন্য শত্রু কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হয় এবং ১৭ই তারিখে পুনর্ব্বার আক্রান্ত হয়। এই দুই দিবসেই আফগানগণ তাড়িত হয়। (General Sale) জেনারেল শেল এখন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, বুতখাক নামক স্থানে স্বতন্ত্র ভাবে অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখা অবিধেয়। সুতরাং তিনি ২০শে তারিখে স্বীয় দলবল সহ তথায় আসিয়া যোগ দেন এবং তৎপর তাজিন উপত্যকা অভিমুখে রওনা হন।

২২ শে অক্টোবর ঘিলিজিদিগের সহিত শেল সাহেবের একযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে তিনি আহত হওয়া প্রযুক্ত যদিও বিশেষ কোন প্রকার দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই, তথাপি শত্রুপক্ষ বৃটিশ সেনার রণনিপুণতা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিল। ঘিলিজিগণ শেলের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিল, এবং তদনুযায়ী তাঁহাদের দুর্গটী ছাড়িয়া দিয়া রাজনৈতিক কর্ম্মচারী ম্যাকগ্রেগর সাহেব সন্ধি করিলেন। এই সময়ে ঘিলিজিগণকে শাস্তি দিবার বিশেষ সুবিধা পাওয়া গিয়াছিল,

কিন্তু এই সময়ে বৃটিশ অফিসারগণের মধ্যে ইংরেজ-জাতি-সুলভ ধৈর্য্য, সাহস কিছুই ছিল না। কি উপায়ে কাবুল হইতে চলিয়া আসিবেন, সেই জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সকলে ভাবিয়াছিলেন যে, আমি যদি এই কার্য্য করিতে আরম্ভ করি, এবং সম্পন্ন করিয়া উঠিতে না পারি, তবে সকল দুর্নাম আমার উপর পড়িবে; এই জন্য কেহই কোন দায়ীত্ব * আপন মস্তকে লইতে সাহসী হইতেন না। তাজিন হইতে গণ্ডামাকে যাইতে পথিমধ্যে ঘিলিজিদিগকে শাস্তি দিবার বিশেষ সুযোগ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু শেল তাহা দেখিতে পাইলেন না। এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া ঘিলিজিদিগকে শাস্তি দিবার কোন উপায় অবলম্বন না করিয়া তিনি ৩০শে অক্টোবর গণ্ডামাকে পঁহুছিলেন।

ক্রমেই আফগানদিগের দলবল প্রবল হইয়া উঠিল এবং এ দিকে বৃটিশ কর্ম্মচারীগণ মন্ত্রমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। বৃদ্ধ জেনারল এল্‌ফিন্‌ষ্টোন আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন মতেই

* এই সময়ে রাজপ্রতিনিধি ম্যাক্‌নেটন্ সাহেব আকবর খাঁর সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া নিম্নলিখিত পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে দেখান। অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই পাণ্ডুলিপিটি অতি অল্প পরিবর্ত্তনের সহিত উভয় পক্ষে গৃহীত হইয়াছিল। সাহসুজা উলমুলকের দরবারে নিযুক্ত বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি ম্যাক-নেটন সাহেব এক পক্ষ, এবং আফগান জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ আকবর খাঁ অপর পক্ষ;—এই উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়।

১। যেহেতু অধুনা সংঘটিত ঘটনা হইতে ইহা স্পষ্টই দেখা

সম্মত হইলেন না। আফগানগণ ইংরেজকে যাবতীয় রসদ ইত্যাদি দিয়া ভাবতবর্ষে পঁহুছিযা দিবাব অঙ্গীকার কবা সত্ত্বে ও ১১ই ডিসেম্বব পর্য্যন্ত কোন বসদ কি সাহায্য না আসাতে

যাইতেছে যে, সাহ সুজা উলমুলক্‌কে আফগান সিংহাসনে সংবক্ষণ জন্য বৃটিশ সেনা আফগানিস্থানে বাস কবা পক্ষে আফগান জাতিব অধিকাংশ লোক অসন্তুষ্ট ও অনিচ্ছুক হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থানেব সুখ-সচ্ছন্দতা ও শান্তি সংস্থাপনের নিমিত্ত বৃটিশ সেনা আফগানিস্থানে পাঠাইয়াছিলেন। অন্য উদ্দেশ্য কিছুই ছিল না—কিন্তু যখন বৃটিশ সেনা আফগানিস্থানে বাস কবিলে সেই উদ্দেশ্য পবাভূত হয়—তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আফগানিস্থানে সেনা বাখিবাব কোন প্রযোজন নাই, অতএব নিম্নলিখিত নিযমানুসাবে সন্ধি কবা গেল।

২। যত শীঘ্র হইতে পারে, বৃটিশ সেনা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া, পেশোযারে যাইবে, এবং তথা হইতে ভাবতে যাইবে।

৩। সবদাবগণ পথিমধ্যে বৃটিশ-সেনাকে কোনরূপ উপদ্রব কবিবেন না; ববঞ্চ বসদ ও বাহক ইত্যাদি দ্বারা, বৃটিশ-সেনাব সাহায্য করিবেন।

৪। বাজ-প্রতিনিধি ম্যাকনেটন সাহেব যখন জানিতে পারিবেন যে, জালালাবাদেব দুর্গেব সৈন্যগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পেশোয়ারে যাইতে পথিমধ্যে তাহাদেব কোন উপদ্রব হইবে না,—তখনই সেই সৈন্যেব উপর দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার আদেশ প্রচারিত হইবে।

৫। গজনীতে এইক্ষণ যে সৈন্য আছে, ঐ সৈন্য কাবুল হইয়া যত শীঘ্র হইতে পারে, পেশোয়ারে যাইবে।

দিগের এই ব্যবহারে (Elphinstone & Macknaghten) এলফিন-ষ্টোন এবং ম্যাকনেটন উভয়ে ভীত হইয়া উঠিলেন। যদিও ম্যাকনেটন যুদ্ধের জন্য কিছু সাহস করিতেন, কিন্তু এলফিন-ষ্টোন কিছুতেই অগ্রসর হইতেন না। ফল কথা, এই সময়ে বৃটিশ-শিবির নেতা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এবং সাহস তাহাদিগকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল।

এই সময়ে কাবুলে ৪৫০০ যোদ্ধা এবং ১২০০০ হাজার শিবিরানুসঙ্গী ছিল। এই সকল লোক সমবেত হইয়া কোন একটী

উভয়ে সম্মত হইলে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে একজন দূত কাবুলে বাস করিতে পারিবেন; কিন্তু আভ্যন্তরিক কোনরূপ রাজ কার্য্যের উপর সেই দূত হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।

১৭। সেই দূত উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে, বন্ধুত্বের সংবাদ বহমাত্র হইবেন।

১৮। গত বিবাদে কোন ব্যক্তি কোন পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রতি কেহই কোন উপদ্রব করিতে পারিবেন না এবং যে কেহ ইচ্ছা করিলে বৃটিশ সেনার সহিত ভারতবর্ষে যাইতে পারিবেক।

১৯। যে তারিখে উভয় পক্ষের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি গ্রাহ্য হইবেক, সেই তারিখ হইতে সর্দ্দারগণ মূল্য লইয়া বৃটিশ সেনাগণকে রসদ যোগাইবেন।

২০। যে সকল আফিসার কিম্বা সেনাগণ কোন কারণ বশতঃ এইক্ষণ আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিতে না পারিবেন,— তাহারা কাবুলে বাস করা পর্য্যন্ত সকল প্রকারে সাহায্য সম্মান সর্দ্দারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন।

দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকিলে ভীষণ দুর্ঘটনার অভিনয় হইত না; কিন্তু তাহা কেহই না করিয়া আফগানদিগের সাহায্যে নির্ব্বিবাদে কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিবেন, প্রত্যাশায় রহিলেন। কাবুল নগরে বার্ণেস্ নিহত হইলেন, আকবর খাঁ ম্যাকনেটন সাহেবকে হত্যা করিলেন, তথাপি ইংরেজের কাবুল হইতে নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিবার দুরাশা গেল না।

ম্যাকনেটন সাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে দুই পক্ষ হইতে দুই প্রবাদ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। ইংরেজ বলেন আকবর খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। কাবুলীগণ বলে যে, ইংরেজ ষড়যন্ত্র করিয়া আকবর খাঁকে ধৃত করিতে চাহিয়াছিল, আকবর খাঁ আত্ম-রক্ষার জন্য ম্যাকনেটনকে মারিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ সাক্ষী বিখ্যাত লরেন্সদ্বয়ের ভ্রাতা (George Lawrence) জর্জ্জ লরেন্স যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল,—

২৩শে ডিসেম্বর বেলা ১১ ঘটিকার সময় ম্যাকনেটন সাহেব আমাকে লিখিয়া পাঠান, যে "তুমি, ট্রেভার এবং মেকেন্‌জী দশজন সেনা সমভিব্যাহারে আমার সঙ্গে আকবর খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে।" তদনুসারে আমরা রাজ-প্রতিনিধির সহিত যোগ দিলাম। আমরা ক্যাণ্টনমেণ্ট ছাড়িয়া বাহির হইবার সময় জেনেরল এলফিনষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ হয়; এবং তিনি বলিলেন, যে, বোধ হয় কোন দুষ্টাভিসন্ধির জন্য আকবর খাঁ তোমাদিগকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছে, আমার আশঙ্কা হইতেছে তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। উত্তরে ম্যাকনেটন বলিলেন যে "তুমি যদি এখনও শত্রুদিগকে আক্রমণ

কুর, তবে আমি তোমার সহিত যোগ দিতে প্রস্তুত আছি. আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা শত্রু পরাজয় করিতে পারিব। ইহাদের সন্ধির প্রস্তাবে আমার অণুমাত্রও বিশ্বাস নাই।" জেনারেল সাহেব মাথা নাড়িয়া উত্তর দিলেন "ম্যাকনেটন! আমি পারি না, সৈন্যের প্রতি আমি আস্থা সংস্থাপন করিতে পারি না।" এলফিনষ্টোনের সহিত ম্যাকনেটনের এই শেষ দেখা। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে ম্যাকনেটন বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি এমন বিপদ-জনক স্থানে যাইতেছি জানিয়াও সেলটন কিম্বা এলফিনোষ্টন আমার সাহায্য জন্য কোন প্রকার উদ্যোগ করে নাই?" তৎপরে তিনি বলিলেন "এই সকল বিপদ পূর্ণ স্থানে যাইবার সময় সচরাচর আমার শরীর-রক্ষক সৈন্য যত থাকে, তাহা হইতে অদ্য ন্যূন কেন?" তদুত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, "আপনি ১০ জন সিপাহি আনিতে আজ্ঞা করিয়া ছিলেন, আমি ১৬ জন আনিয়াছি," এবং তৎপর আমি লিগেট্‌কে বক্রী শরীর-রক্ষক সৈন্য সহ আসিতে আদেশ করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে প্রস্তাব করিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন "আচ্ছা-ভাল, লিগেটকে বলিও যে, এই বিষয় সেলটনকে জানায়, তাঁহা-রও দরবারে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা ছিল।" আমি লিগেটকে এই সংবাদ দিয়া ম্যাকনেটন সাহেবের সহিত পথে যোগ দিলাম। আমরা দরবারের নির্দ্দিষ্টস্থানে যাইয়া দেখিলাম, মহম্মদ আক-বর, সাথান, সুলতানজান এবং অন্যান্য কতিপয় ঘিলিজায়ী সর্দ্দারগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরস্পর সেলাম আলে-কমের (অভিবাদনের) পর, ম্যাকনেটন আকবর খাঁকে বলি-লেন, তুমি অভিলাষ প্রকাশ করিয়া ছিলে, সেই জন্য গ্রাণ্ট

(Grant) সাহেবের ঘোড়া এবং লরেন্স (Lawrence) সাহেবের পিস্তল তোমাকে দিতে আনিয়াছি।”

আকবর খাঁ অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, এবং সকলেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শ্যামল ভূমি খণ্ডের উপর স্ব স্ব অশ্বের জিন-পোষ বিস্তার পূর্ব্বক পরামর্শ স্থির করিতে উপবিষ্ট হইলেন। আমি আফগানের সৈন্য সংখ্যা কিছু পরিমাণে অধিক দেখিয়া সেই বিষয় ম্যাকনেটন সাহেবকে বলাতে, তিনি আকবর খাঁকে বলিলেন যে, “নিতান্ত গুরুতর বিষয়ের পরামর্শ করিতে হইবে, এই সকল লোকদিগকে একটু দূরে পাঠাইলে হয় না?” তাহাতে আকবর খাঁ বলিলেন, “লরেন্স সাহেব ভয় কি? আমরা সকলেই একই নৌকায় আছি।” এই কথা যেমন বলা হইয়াছে, অমনি মহম্মদ খাঁ আমাকে পিঠমোড়া করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং আমার পিস্তল ও তরবারি কাড়িয়া লইয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া এই কথা বলিল যে, “যদি তোমার জীবন রক্ষা করিতে চাও, তবে আমার সমভিব্যাহারে চল।” আমি উঠিয়া দেখিলাম যে,ম্যাকনেটন সাহেবের মস্তক নীচে পড়িয়াছে; তিনি উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু আকবর খাঁ তাঁহাকে ভূমিতলে ফেলিয়া কোমর ধরিয়া রাখিয়াছে। ট্রেভার এবং ম্যাকেঞ্জীকেও (Trevor & Mackenzi) দেখিলাম; তাহারাও আমার ন্যায় অবস্থায় পড়িয়া আছে। মহম্মদ সাখান ঘোড়ার পশ্চাৎ ভাগে বসাইয়া আমাকে মহম্মদ সরিফের দুর্গে লইয়া গেলেন। পথিমধ্যে আমাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য আফগানগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, মহম্মদ সাখানের শরীর-রক্ষকদিগের জন্য তাহারা আমাকে মারিতে পারে নাই। কিন্তু পশ্চাৎ

হইতে বন্দুকের কুন্দা দ্বারা আমাকে অনেক আঘাত করিয়াছিল। গুলি মারিলে, পাছে মহাম্মদ খাঁর শরীর বিদ্ধ হয়, এই জন্য তখন আমাকে গুলি মারিতে আর অগ্রসর হয় নাই। পশ্চাৎ আমি অবগত হইলাম যে, ম্যাকনেটন সাহেবকে ধৃত করিয়া আকবর খাঁ তাঁহার সহিত উঠিয়া যাইতে বলায়, তিনি আকবর খাঁকে ধাক্কা দিয়াছিলেন। এই সময় কোন এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, ইংরেজের অগণ্য সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই আকবর খাঁ গুলি করিয়া ম্যাকনেটনকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। আমার বোধ হয়, জর্জ লরেন্স সাহেবের কথামতে যখন লিগেট এবং সেলটন্ অতিরিক্ত শরীর-রক্ষক সহ ম্যাকনেটন সাহেবের নিকট আসিতেছিল, সেই সময় কোন এক আফগানের প্রমুখাৎ ইংরেজের অতিরিক্ত সৈন্যের আগমন-বার্ত্তা আকবর খাঁ প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া স্বভাবতঃই তাঁহারা মনে করিয়াছিল, যে ইংরেজগণ তাহাদের সহিত কোন চাতুরী করিবে; এই আশঙ্কায় তাঁহারা ম্যাক্‌নেটন সাহেব প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ করিতে যত্নশীল হয়, এবং প্রথমতঃ ভদ্রভাবেই ম্যাকনেটন সাহেবকে অনুসরণ করিতে বলে। ম্যাকনেটন তাহাতে বল প্রদর্শন করাতে আকবর খাঁ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করে, ফল কথা, সেলটন এবং লিগেট এইরূপে বিনা সংবাদে সৈন্যসহ তথায় রওনা না হইলে ম্যাকনেটন সাহেব কখনই প্রাণ হারাইতেন না। জর্জ্জ লরেন্স সাহেব আকবর খাঁর সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হস্তগত শত্রুর প্রাণ বধ করিবার তিনি উপযুক্ত লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, ম্যাক-

নেটন সাহেবের আকবর খাঁকে পূর্ব্বে অবগত করান উচিত ছিল যে, লিগেট এবং সেলটন কতকগুলি অতিরিক্ত শরীর রক্ষক সহ পশ্চাতে আসিতেছে। ম্যাকনেটন সাহেব প্রথমতঃ আফগান সেনাকে দূরে পাঠাইবার কথা আকবর খাঁকে বলেন। তৎপরক্ষণেই আকবর শুনিতে পান যে, অতিরিক্ত বৃটিশ-সেনা অগ্রসর হইতেছে। এই ব্যবহার দৃষ্টে আকবর খাঁর অন্তঃকরণে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। আমাদের বিবেচনায়, ম্যাকনেটন নিজের বুদ্ধির ত্রুটীতে জীবন হারাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, সেলটন্ এবং লিগেটকে অতিরিক্ত সেনাসহ আসিতে বলাই অনুচিত হইয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ, প্রবল শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া তাহাদের বাক্যানুসারেই কার্য্য করা উচিত ছিল।

বার্ণস্ এবং ম্যাকনেটনের জীবন হারাইবার পর, যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী আফগানিস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে সময়ে তাঁহারা এক প্রকার বুদ্ধি বিবেচনা শূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকবর খাঁ এবং অন্যান্য কতিপয় প্রধান প্রধান সর্দ্দারের কথায় বিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষে রওনা হইয়া, পথিমধ্যে যে সকল বিপদে ইংরেজেরা পতিত হইয়াছিলেন, তাহা বিস্তার করিয়া বর্ণনা করা বাহুল্যমাত্র। তাঁহারা এতদূর মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, আকবর খাঁর কথাকেই বেদ-বাক্যবৎ মান্য করিয়া চলিতে লাগিলেন। যে স্থানে থাকিলে আসন্ন বিপদে পতিত হইতে হইবে, আকবর খাঁর অনুরোধে ও কথাক্রমে সেই স্থানে থাকাই তাঁহারা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক শত্রুরূপে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা-

দিগকেও আক্বর খাঁর উপদেশ মতে আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করা হইত না, সেনা এবং বাহক সকলেই বিশৃঙ্খল ভাবে চলিতে লাগিল, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বিশৃঙ্খলা, ভয-বিহ্বলতা এবং আতঙ্ক সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতে লাগিল।

আফগানের নামেই যেন তাহাদের হস্তপদ সংকুচিত হইযা যাইত। কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যাঁহারা সাহসী পুরুষ ছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, যে ইহা অপেক্ষা সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিযা বীরোচিত কার্য্য করাই উচিত; কিন্তু তাঁহাদের বাক্যে কেহই কর্ণপাত করিতেন না। শীতে, বরফে অনাহারে এবং আফগানদিগের অস্ত্রাঘাতে শিবিরানুসঙ্গী বাহক এবং সেনা ও কর্ম্মচারী সাকুল্যে প্রায় ১৪,৫০০ প্রাণী মৃত্যুর করালগ্রাসে পতিত হইযাছিল, কেবল তাহাদের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য ডাক্তার ব্রাইডন জেলালাবাদে প্রাণ লইযা পঁহুছিয়াছিলেন।

আকবর খাঁর হস্তে যাহারা আত্ম-সমর্পণ করিযাছিল, তাহা-দেরই জীবন রক্ষা হইয়াছিল। এই সকল সেনাগণ ঐ রূপ ভীরুতা আচরণ না করিযা, যদি কোন দুর্গ আশ্রয় করিয়া থাকিত, তাহা হইলে কান্দাহার এবং জেলালাবাদের ন্যায়, আফগানগণ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিত না।

একটী স্বাধীন জাতির উপর তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বকীয় মাতৃভূমি হইতে তাড়িত এক ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই প্রকারে অপদস্থ হইলেন। জালালাবাদ ও কান্দাহার যদিও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত ছিল,

কিন্তু তদ্বারা ইংরাজের সুনাম রক্ষা হইতে পারে নাই। যদিও নট ও পলক্ এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই পুনর্বার কাবুল অধিকার করিয়া ছিলেন, এবং কাবুলীদের উপর যথেষ্ট দৌরাত্ম্য ও শাস্তি বিধান করিয়া, প্রতিহিংসা সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তদ্বারাও কাবুলের দুর্ঘটনার কালিমাদাগ উঠিয়া যায় নাই। কাবুলীদিগকে "তোমাদের দেশ ইংরেজ জয় করিয়াছিল।" এই কথা বলিলে, তাহারা অহঙ্কারের সহিত উত্তর করিয়া থাকে "হাঁ জয় করিয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরেজের অস্থি এখনও আফগান ভূমিতে বিক্ষিপ্ত আছে।"

(Pollock and Nought) পলক এবং নট্ অতি সহজেই কাবুল অধিকার করেন; কিন্তু সে সকল বিস্তৃতরূপে বলা আমাদিগের অভিপ্রায় নহে। সাহসুজার আশ্রয় তরু ইংরেজ কাবুল ছাড়িয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই, ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ৪ঠা এপ্রেল তারিখে সর্দারগণ হতভাগ্য সাহ সুজার প্রাণবধ করে।

পলক সাহেব যখন কাবুলে সৈন্যসহ পুনর্বার গমন করেন, সেই সময় পথিমধ্যে গণ্ডামক নামক স্থানে সাহ সুজার দ্বিতীয় পুত্র ফতেজঙ্গ দরিদ্র ফকিরের বেশে আসিয়া উপস্থিত হন। পলক তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কাবুলে পঁহুছিয়া, তাহার হতভাগ্য পিতার শোণিত-সিক্ত সিংহাসনে তাঁহাকে অধিষ্ঠিত করেন। নির্ব্বোধ ফতেজঙ্গ তখনও আশায় ছিলেন যে, তিনি আফগানিস্থানের সিংহাসন অক্ষয় রাখিয়া চিরকাল রাজত্ব-সুখভোগ করিবেন।

ফতেজঙ্গকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সময়, পলক্ সাহেব তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া ছিলেন যে, "তুমি আপন

ক্ষমতায় সিংহাসন অক্ষুন্ন রাখিতে পার রাখ, কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অর্থ, অস্ত্র কিম্বা সৈন্য দ্বারা কোনরূপেই সাহায্য করিবেন না।" সাহ সুজাকে ইংরেজ কেবল মাত্র একবার আশীর্ব্বাদ করিয়া কাবুলে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু এবার হতভাগ্য ফতেজঙ্গ সেই আশীর্ব্বাদ টুকুও পাইলেন না।

এদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্রমশই দেখিতে পাইলেন, যে কাবুলীদিগকে যদিও সম্মুখ সংগ্রামে অনায়াসে পরাজয় করা যায়, তত্রাপি তাহাদিগকে বৃটিশ শাসনাধীন করা অসম্ভব; এবং ইহাও দেখিতে পাইয়া ছিলেন যে, ঐ জাতিকে শাসনাধীনে রাখিবার উপযুক্ত লোক দোস্ত মহম্মদ ভিন্ন আর কেহই ছিল না। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দূরবর্ত্তী রুষের আশঙ্কায় অনর্থক কাবুলে আরও শোণিত-পাত ও অর্থ ব্যয় করা অবিধেয় ভাবিয়া, দোস্ত মহম্মদের সহিতই বন্ধুত্ব করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। এই সময়ে দোস্ত মসুরী পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। ১৮৪২ খৃঃ অব্দের ২৫শে অক্টোবর পলক্ এবং নট্ সাহেব সিন্ধুনদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আসিবামাত্রই, লর্ড এলেন্‌বরা দোস্ত মহাম্মদ খাঁকে আফগানিস্থানে যাইতে অনুমতি দিলেন। দোস্ত মহাম্মদ লাট-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিবার সময় বিলক্ষণ বন্ধুত্ব দেখাইয়া আসিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে, "আমি ভারতে বাস করিবার সময় তোমাদের সৈন্য, তোমাদের রণতরী, তোমাদের বাণিজ্যপোত, তোমাদের বিপুল ধন, এবং তোমাদের বিচারালয় ও সুশাসন প্রণালী দেখিয়া সর্ব্বথা তোমাদিগকে অতিশয় বুদ্ধিমান ও বলবান জাতি বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যে প্রস্তরময়ী এবং

অর্থ-শূন্য কাবুলে যাইয়া কি জন্য তোমরা এত প্রাণী বিনাশ করিলে ?”

দোস্ত মহম্মদ খাঁ পঞ্জাব হইয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন। পঞ্জাবের রাজা শের সিংহ তাঁহাকে বিশেষ সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং স্বদেশে আসিয়াও আফগানবাসীদিগের দ্বারা বিশেষ শ্রদ্ধা ও আদরের সহিত গৃহীত হইলেন। এই প্রকারে কাবুল নাট্যের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল।—বলবান স্বাধীনজাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকর্ম্মণ্য সাহ সুজাকে সিংহাসনে বসাইতে যাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রতিপদে অপদস্থ হইলেন। যাবতীয় অধিকার স্বহস্তে রাখিবার লালসায়, ম্যাকনেটন বার্ণস্ প্রভৃতি কতিপয় বড় বড় অফিসার জীবন হারাইলেন। হতভাগ্য সাহ সুজাও রাজ্য-পিপাসায় সবংশে ধ্বংশ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দোস্ত মহম্মদের জীবনের শেষ ঘটনা।

দোস্ত মহম্মদ কাবুলে যাইয়া পূর্ব্বে যে ভাবে ছিলেন, সেই ভাবেই কাবুল বিভাগ এবং গজনীতে রাজত্ব করিতে লাগিলেন; এবং তাঁহার খান্দিল প্রভৃতি ভ্রাতাগণ পূর্ব্বের ন্যায়ই স্বীয় স্বীয় স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। যে রাজ্যখণ্ড এখন আফগান তুরকী-স্থান ও বদক্সন নামে অভিহিত, ঐ প্রদেশ দ্বয় তখন একপ্রকার স্বাধীন ছিল। কান্দাহার ও, হিরাটের আমীরগণ *.

* ১৮৪২ খৃঃ অব্দে ফতে খাঁর প্রাণহন্তা ঘৃণিত কামরাণকে তাঁহার মন্ত্রী ইয়ার মহম্মদ প্রাণবধ করিয়া তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইয়াছিলেন।

দোস্ত মহম্মদের অধীনতা স্বীকার না করিয়া, পারস্য সাহের অধীনতা স্বীকার করিতেন।

১৮৪৩ খৃঃ অব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সিন্ধু প্রদেশ অধিকৃত হওয়ায়, সিন্ধুর আমীরদের সহিত যোগ দিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সময় সময় ত্যক্ত করিবার পক্ষে কান্দাহারবাসী বরাকৃযায়ী ভ্রাতাদের যে সুবিধা ছিল, তাহা তিরোহিত হইল দেখিয়া তাঁহারা নিতান্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন।

১৮৪৯ খৃঃ অব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চিলেন্‌ওয়ালা প্রভৃতি স্থানের ভীষণ লোমহর্ষণ সংগ্রামে স্বীয় গৌরব রক্ষা করিয়া পঞ্জাব অধিকার করাতে, দোস্ত মহম্মদের তেজস্বিতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল। তিনি দুই সহস্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী দ্বারা পঞ্জাবীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কতকগুলি সৈন্যসহ পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী কোহিস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই দুই সহস্র সৈন্য গুজরাটের যুদ্ধে বিলক্ষণ রণদক্ষতা দেখাইয়া পরাভূত হইয়াছিল। বিশাল অশ্বত্থ পাদপের প্রধান মূল শিথিল হইলে শাখা-সম্ভূত মূলসমূহ তাহাকে কতক্ষণ দণ্ডায়মান রাখিতে পারে? পঞ্জাব বৃটিশ অধিকৃত হইল। বৃটিশের পরমবন্ধু রণজিতের শিশু পুত্রকে ধৃত করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে নির্ব্বাসন করিলেন, এবং তাঁহার মাতা চন্দ্রকুমারীকে চুনারের দুর্গে আনিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। যে বৎসর পঞ্জাব বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হইল, তাহার পর বৎসর আমীর দোস্ত মহম্মদ হিন্দুকুশ পার হইয়া অক্সাস্ নদীর দক্ষিণ পারে স্বীয় মহিমা বিস্তার করিলেন এবং আফগান তুরকীস্থান ও বদক্সান স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। কান্দাহার ও হিরাট

এখনও দোস্ত মহম্মদকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। পারস্য-রাজ বারম্বার হিরাট অধিকার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। দোস্ত মহম্মদের যে সমুদয় শত্রু ছিল, তাহারা হিরাটে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য ফুৎকার দিতে লাগিল। হিরাটের সর্দ্দারগণের দোস্ত মহম্মদের অধীনতা স্বীকার করিবার ইচ্ছা ছিল না, এ নিমিত্ত সর্দ্দারগণ পারস্যরাজকে সম্রাট স্বীকার করিয়া, সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত পত্রাপত্র করিতে লাগিলেন।

কামরাণের হত্যাকারী ইয়ার মহম্মদ বধ হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র সৈয়দ মহম্মদ খাঁ পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। সৈয়দ মহম্মদ সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই উন্মাদ হইয়াছিলেন। তৎপর মহম্মদ ইউসফ রাজা হইয়া অল্পকাল মধ্যেই আবার তাঁহার উজীর ইসা খাঁ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ইসা খাঁ হিরাট অধিকার করিয়াই, পারস্য-রাজকে সম্রাট মানিয়া, চলিতে লাগিলেন। পারস্য-ষড়যন্ত্র হিরাট এবং কান্দাহার সম্বন্ধে এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, দোস্ত মহম্মদ তাঁহার চিরশত্রু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। তৎপরে ১৮৫৫ সালে তাঁহার পুত্র গোলাম হাইদারকে পেশোয়ারে প্রেরণ করিলেন। এই সময় পারস্যরাজ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিষেধ না শুনিয়া হিরাট অধিকার করিলেন।

হাইদার খাঁ পেশোয়ারে গমন করিয়া, পঞ্জাবের চিফ্ কমিশনার লর্ড লরেন্সের (Lord Lawrence) সহিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন।—

(১) ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও আমীর চিরকাল বন্ধু থাকিবেন।

(২) কেহ কাহারও সীমা লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হইবেন না।

(৩) উভয় গবর্ণমেণ্ট পরস্পরের বন্ধুর বন্ধু এবং শত্রুর শত্রু হইবেন।

পারস্য সাহ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিষেধ না মানিয়া হিরাট অধিকার করাতে, ইংরেজ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং তদনুসারে বহুতর রণতরী ও সেনাসহ যাত্রা করিয়া, পারস্য-রাজকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পরে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে ৪ঠা মার্চ্চ প্যারিস নগরে এই সন্ধি সংস্থাপিত হইল যে, পারস্য-রাজ হিরাট বা আফগানিস্থানের উপর কোন দাবী দাওয়া করিতে পারিবেন না।

এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্ব্বে, যে সময়ে পারস্য দেশে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তখন (Sir Jhon Lawrence and Col. Herbert Edwards) সার জন্ লরেন্স এবং হারবার্ট এড্-ওয়ার্ড্ এই দুই ব্যক্তির সহিত দোস্ত মহম্মদ পেশোয়ারে সাক্ষাৎ করেন; সেই সময়ে আমীর ও ইংরেজের সহিত কি প্রকারে চিরবন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। কোন বৃটিশ এজেণ্ট কাবুলে বাস করিবার পক্ষে আমীর একবারে অসম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু সময়ে সময়ে পারস্য-রাজের আক্রমণ বাধা দিবার জন্য বাল্ক, কাবুলে কি কান্দাহারে আফগান সেনা সংগৃহীত হইলে, কিম্বা অন্য কোন স্থানে সেই উদ্দেশ্যে সেনা সংগৃহীত হইলে, সেই সেই স্থানে বৃটিশ কর্ম্মচারীগণ প্রয়োজনীয় দেশীয় ভৃত্য ও শরীর-রক্ষক সহ যাইতে পারিবেন। সন্ধির চতুর্থ ধারায় আরও লিখিত

হইয়াছিল যে, আমীরকে যে টাকা উপহার প্রদত্ত হইবে, সে অর্থ দ্বারা তিনি সামরিক সামগ্রী সকল উন্নতি করিতে পারিবেন। আরও এই সম্বন্ধে যখন যে কার্য্য করিবেন, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানাইবেন। কিন্তু রাজার আভ্যন্তরিক শাসনপ্রণালী এবং বেতনাদি সম্বন্ধে কোন মন্ত্রনা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দিতে পারিবেন না। বৃটিশ-কর্ম্মচারী যখন কাবুলে থাকিবেন, তখন তাঁহাদের পদোচিত সম্মান এবং শরীর রক্ষার জন্য আমীর দায়ী থাকিবেন। সন্ধির প্রথম ধারাতে আমীরকে প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিবার প্রস্তাব করা হয়।

পঞ্চম প্রস্তাবে আমীরের একজন উকীল পেশোয়ারে থাকিবার কথা উল্লিখিত ছিল, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রস্তাবে ইহাও লিখিত ছিল যে, আমীরের সহিত কোন বিবাদ বাধিলে অথবা যদৃচ্ছাক্রমে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অঙ্গীকৃত টাকা দেওয়া বন্ধ করিলে, আফগানিস্থানে নিযুক্ত বৃটিশ-এজেণ্টকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিতে হইবে। কাবুলে বৃটিশ-নিযুক্ত দেশীয় উকীল অবস্থিতি করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন ইংরেজ থাকিতে পারিবেন না। সন্ধিতে ১৩টী প্রস্তাবের উল্লেখ ছিল, তন্মধ্যে ৭টী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে এবং অপর ৬টীতে বিশেষ কোন গুরুতর বিষয় নাই বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

সন্ধির চতুর্থ ধারার মর্ম্ম মতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে তিনজন বৃটীশ কর্ম্মচারী কান্দাহারে প্রেরিত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া, তাহাদের অফিসারগণকে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং উহাদের সহিত অনেক দেশীয় লোক একত্র হইয়াছে, এই সংবাদ কান্দাহারে পঁহুছিলে তথাকার গবর্ণর

গোলাম হাইদার খাঁ কাবুলে পত্রসহ এক দূত পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত পত্রে লিখিত ছিল যে, "যখন ভারতবর্ষে সমুদয় ইংরেজ মারা গিয়াছে, তখন আমি কেন এই তিন জনের গলা না কাটি?" আমীর তদুত্তরে লিখিয়া দিলেন যে, "ইহাদিগকে মারিলে আমাদিগের কোন লাভ হইবে না। আমি ইংরেজ জাতিকে বিলক্ষণ চিনিয়াছি, ভারতবর্ষে সমুদয় ইংরেজ হত হইয়া থাকিলেও থাকিতে পারে, তথাপি নিশ্চয় জানিও, সমুদ্রের অপর পার হইতে সহস্র সহস্র ইংরেজ আসিয়া, ভারত অধিকার করিবেই করিবে। এই তিনটী ইংরেজের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিও না।" আমীরের ইংরেজের প্রতি সদব্যবহার গুণেই এই তিনজন কর্ম্মচারী ভারতে প্রত্যাগমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পারস্য-সংগ্রামের পর, আমীরের ভ্রাতষ্পুত্র আহম্মদ খাঁ আমীর দোস্ত মহম্মদ খাঁর অধীনতা স্বীকার করিয়া হিরাট অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্বথা মান্য করিয়া চলিতে হইত, কারণ তিনি নামে মাত্র রাজা ছিলেন। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে পারস্য-রাজ ইংরেজের নিকট পরাভূত হইয়াও, হিরাটে আধিপত্য স্থাপনের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না।

এদিকে আহম্মদ খাঁও ধন-গর্ব্বিত বান্ধবের শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয় জ্ঞান করিয়া, পারস্যরাজকে সম্রাটরূপে মান্য করিয়া পত্র লিখিলেন। আমীর এই সংবাদ পাইয়া, স্বয়ং হিরাটদুর্গ আক্রমণ করিলেন, এবং ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া, আফগান প্রদেশে সার্ব্বভৌম অধিপতি হইলেন। গিরসিক ও কান্দাহারকে পূর্ব্বেই পদানত করিয়া ছিলেন; এইক্ষণ আফগানিস্থানে তাঁহার

সহিত প্রতিযোগিতা করে, এমন লোক আর কেহ রহিল না। কিন্তু এই সুখময় অধিকার তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই। হিরাট দুর্গ অধিকারের নবম দিবস পরে অর্থাৎ ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে ৯ই জুন তারিখে দোস্ত মহম্মদ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার অতুল যশ এবং প্রতিভা ইতিহাসে বর্ণিত হইবার জন্য জগতে চিরদিন অক্ষুন্ন রহিল।

আজ কোথায় সেই আমীর, আর কোথায় সেই ম্যাকনেটন! সকলেই কালের করাল-দন্তপাতীর অন্তঃর্গত হইলেন। ধন ও গৌরব এবং সৈন্য কিছুতেই আজ তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিল না। আমীর সের আলীকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট মৃত্যুর পূর্ব্বেই পত্র লিখিযাছিলেন। ইহার পূর্ব্বে গোলাম হাইদারকে অলি-ওযাহেদ (যুবরাজ) নিযুক্ত করেন। কিন্তু আমীরের পরলোক প্রাপ্তি হইবার পূর্ব্বে ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

সের আলীর আমীরত্ব প্রাপ্তি।

দোস্ত মহম্মদ খাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে আফজল খাঁ এবং আজীম খাঁ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, আর সের আলী খাঁ, সরিফ্ খাঁ এবং আমীন খাঁ ইঁহারা দোস্ত মহম্মদের অন্য স্ত্রীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। আমীর দোস্ত মহম্মদ ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে গোলাম হাইদারের মৃত্যুর পরই, সের আলীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিযাছেন বলিয়া, ভারত গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়া ছিলেন। সের আলীও পিতার মৃত্যুর পর, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে

তাঁহার আমীরত্ব প্রাপ্তির সংবাদ দিতে ত্রুটী করেন নাই এবং তাঁহার পিতার ন্যায় ইংরেজের সহিত চির-বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ভারতবর্ষে এই সংবাদ আইসে যে, তাঁহার অন্য ভ্রাতাগণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মন্ত্রনা করিতেছে। সের আলীকে তৎক্ষণাৎ কোন উত্তর না দিয়া, গবর্ণর জেনারল লর্ড এল্‌গিন (Governor General Lord Elgin) আফগানিস্থানের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলেন। লর্ড এলগিন ১৮৬৩ খৃঃ পরলোক গমন করেন এবং (Sir William Denison) সার উইলিয়ম ডেনিসন্ অল্পকালের জন্য তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। সুতরাং সের আলীর পত্রের উত্তর দেওয়ার ভার তাঁহার উপর পতিত হয়, কিন্তু তিনি কোন বিশেষ বন্ধুত্বের চিহ্ন প্রদর্শন না করিয়া, তাঁহার পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন।

আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু সময়ে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আফজল খাঁ আফগান-তুরকীস্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং বল্ক প্রদেশে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। আফজলের সহোদর ভ্রাতা আজীম কোরাম দুর্গে অবস্থিতি করিয়া, বৃটিশ সীমান্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী কোহিস্থান এবং কোরাম প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সের আলীর সহোদর ভ্রাতা সরিফ্ খাঁ ফারা এবং গিরিস্ক প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন, এবং তাঁহার অপর ভ্রাতা আমীন খাঁ কান্দাহারের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন।

প্রথমতঃ এই সকল ভ্রাতাগণের মধ্যে কেহই দোস্ত মহম্মদের উইলের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন নাই। ১৮৬৩ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে, আমীর সের আলী সংবাদ

পাইয়াছিলেন যে, কোরাম প্রদেশে আজীম খাঁ কূট-চক্রে লিপ্ত আছে। ইহা শুনিয়া সের আলী সত্বর কোরাম প্রদেশে গমন করিয়া, আজীম খাঁকে কোরাণ স্পর্শ করাইয়া, শপথ করাইয়াছিলেন যে, তিনি কখনও আমীরের অবাধ্য হইবেন না।

এই সময়ে ভারত-গবর্ণমেণ্টের পত্রের উত্তর প্রাপ্ত হইয়া, সের আলী দ্বিতীয় এক পত্র তথায় প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে তিনটী প্রার্থনা লিখিত ছিল। প্রথম,—ছয় সহস্র বন্দুক চাহিয়াছিলেন; দ্বিতীয়,—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলীকে তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণের প্রার্থনা, তৃতীয়,—তাঁহার দরবারের একজন প্রধান কর্ম্মচারীর ভ্রাতাকে ক্ষমা করিয়া কারামুক্ত করিবার অভিপ্রায়। এই শেষোক্ত ব্যক্তি কলিকাতাতে চুরীমাল ক্রয় করাতে, ৭ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছিল। লর্ড লরেন্স দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বন্দুক দান করিলেন না।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে আফজল খাঁ এবং আজীম খাঁ আমীরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যরূপে অস্ত্র ধারণ করিল। কিন্তু তাঁহাদের এই ব্যবহারকে বিদ্রোহ বিবেচনা না করিয়া, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের ভ্রাতৃগণ মধ্যে পরস্পর সিংহাসন লইয়া বিবাদ হইতেছে বলিয়া বুঝিয়া লইলেন; এবং ইহাও জানাইলেন যে, যিনিই আমীর পদ প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্ট বন্ধুতা ব্যবহার করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমীর দেখিলেন যে, ইংরেজ "সুসময়ে বন্ধু" বটে, কিন্তু "অসময়ে কেহ নয়"।

ভারত গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বকৃত সন্ধির মর্ম্ম এবং সাধু অর্থগ্রহণ

করিলে, অবশ্যই দোস্ত মহম্মদের নিযুক্ত উত্তরাধিকারীকে প্রকাশ্য রূপে আমীর বলিযা সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তখনও আমীর সের আলীই যে সিংহাসন অধিকার করিতে কৃতকার্য্য হইবেন, এমত বুঝিতে পারেন নাই। একবার আফগানিস্থানের গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করিয়া, ইংরেজ যেরূপ অপদস্থ হইযাছিলেন, সেই আশঙ্কায বোধ হয পুনর্ব্বার গৃহ-বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না। সে যাহা হউক, বৃটিশগবর্ণমেণ্টের যে কেবল সৈন্য দ্বারা সাহায্য করা উচিত ছিল, এ কথা আমরাও বলি না, কিন্তু যখন প্রকৃতপক্ষেই আফগানিস্থানের অবস্থানুসারে সিংহাসন সের আলীরই প্রাপ্য ছিল, এবং দোস্ত মহম্মদের উইল অনুযায়ীও প্রকৃত প্রস্তাবেই সের আলী উত্তরাধিকারী ছিলেন, তখন আফগানিস্থানকে একজন প্রবল রাজার অধীনে রাখিবার অভিপ্রায হইলে, সের আলীকে অর্থ এবং অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করা বৃটিশগবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল। তাহা করিলে সন্ধির সম্মান রক্ষা করা হইত, এবং সের আলীও ইহা বিশ্বাস করিতেন যে, ইংরেজের কথায উপর আস্থা করা যাইতে পারে। তাহা না করিয়া, ভ্রাতৃগণ মধ্যে যখনই যিনি যে প্রদেশ অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন, তখনই তাঁহাকে সেই প্রদেশের প্রকৃত অধিকারী বলিযা মান্য করিতে লাগি-লেন। ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিলক্ষণ আপনাদের দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় দিযাছিলেন।

১৮৬৪ খৃঃ অব্দে আফজল এবং আজীম আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায, উভয়কেই তিনি বিশেষ জব্দ করিয়াছিলেন। আজীম বৃটিশ রাজ্যে পলায়ন করিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং

আফজল আমীরের শরণাপন্ন হইলেন। আমীর তাঁহাকে কেবল ক্ষমা করিলেন, এমত নহে; অধিকন্তু তাঁহাকে আফগান-তুরকীস্থানের শাসন-কর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিলেন। আফজলের পুত্র আবদার রহমান অক্সাস্ নদী পার হইয়া, বোখারাতে পলায়ন করিলেন। আবদার রহমান স্বীয় পিতার মন্ত্রনা অনুসারে পলায়ন করিয়াছেন, সন্দেহ করিয়া, আমীর আফজল খাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন, এবং স্বীয় ভ্রাতষ্পুত্র ফতে মহম্মদকে তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত করিলেন।

এদিকে আবদার রহমান বোখারার আমীরকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্য প্রতিশ্রুত করাইয়া, সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমীর ও বুঝিলেন যে, ১৮৬৪।৬৫ সনের বরফ গলিয়া হিন্দুকুশের পথ পরিষ্কৃত হইলেই, তাঁহার উপর এক মহা বিপদ আসিয়া পড়িবে।

কান্দাহার হইতে সরিফ খাঁ কর্ত্তৃক সেই বিপদের প্রথম অবতারণা হইল এবং আজীম খাঁ বৃটিশ সীমান্ত প্রদেশ সমূহে আফগানদিগকে উত্তেজিত করিয়া, কোরামে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। আমীর পুনরায় এই বিপদ বীরত্বের সহিত বাধা দিয়া, কিয়ৎকালের জন্য নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। প্রধান সেনা-নায়ক মহম্মদ রফিক্ কোরামের বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং আমীর স্বয়ং সেখানে গমন করিলেন। শত্রু সেনা তাঁহার সহোদর ভ্রাতা সরিফ, আমীন এবং ভ্রাতষ্পুত্র জালাল উদ্দিনের অধীনে, খেলাতে-ঘিলজাইর নিকট কজবাজ নামক স্থানে, আমীরের গতি অবরোধ করিল। উভয় সেনার মধ্যে ভয়ানক একটী যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে আমীরের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ আলী

তাঁহার পিতৃব্য আমীন খাঁর হস্তে নিহত হইলেন ; কিন্তু আমীন খাঁ কিয়ৎক্ষণ পরেই মৃত্যু মুখে পতিত হইলেন। বিদ্রোহী সেনা হতবল হইয়া নানাস্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সংগ্রামে আমীর সের আলী জয়লাভ করিয়াও সুখী হইতে পারিলেন না ; যেহেতু স্নেহের পুত্রকে জন্মের মত বিদায় দিতে হইয়াছিল। সেই জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজ-কার্য্যেও মনোযোগ দিতে পারেন নাই এবং রাজ-কার্য্যে ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়া এক প্রকার ক্ষিপ্তের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিদ্রোহীগণ বোখারা এবং তুরকীস্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, রাজধানী কাবুল অধিকার করিলে, তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল এবং সত্বর তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য কাবুলাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কজ্বাজের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, আমীর বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। জয়লাভের পরদিবস সরিফ খাঁ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং আজীম খাঁ পলাইয়া বৃটিশ রাজ্যে আশ্রয় লয়। যে সময় আমীর শোক-সন্তপ্ত হইয়া বিরাগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে পলায়িত আবদার রহমান বোখারায় তথাকার আমীরের সহায়তায় বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, অক্সাস্ নদী পার হইয়া আসিলে, আমীরের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ মহম্মদ রফিক্ এবং অন্যান্য অনেককে নিজদলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং তিনি আজীম খাঁর সহিত একত্রিত হইয়া ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে কাবুলে প্রবেশ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া, আমীরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ৯ সহস্র পদাতিক, ৫ সহস্র অশ্বারোহী এবং ৫টী তোপ সংগ্রহ করিয়া,

গজনীর পথে কাবুল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং ৯ই মে তারিখে সেখাবাদ নামক স্থানে উভয় শত্রুব পরস্পর সাক্ষাৎ হইল।

আবদাব বহমানেব সৈন্যগণ মৃত্তিকার উপর প্রাচীর প্রস্তুত করিয়া, তাহাব আবরণে থাকিয়া যুদ্ধ কবিতে ছিল। কোনও সৈন্য অন্য পক্ষকে আক্রমণ করিতে গেলে, যে প্রকার সাধারণতঃ সাহসে উত্তেজিত হইয়া থাকে—সেই সাহসে উত্তেজিত হইয়া, সেব আলী এবং তাঁহার যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করিয়াছিল। সের আলী তিনবাব আবদাব বহমানের সেনাকে আক্রমণ করেন; কিন্তু তিনবারই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিবিয়া আইসেন। অবশেষে চতুর্থবাব দৃঢ সঙ্কল্প কবিয়া ঐ প্রাচীব আক্রমণ করিলেন; এবং আবদাব বহমানেব সেনাগণও তদ্দৃষ্টে ভগ্নোদ্যম হইয়া উঠিল। এই সময়ে কান্দাহারবাসী কতকগুলি সৈন্য সের আলীকে পরিত্যাগ কবিযা, আবদাব রহমানেব পক্ষাবলম্বন কবিল। এই নিমিত্ত সেই যুদ্ধে সের আলী পরাজিত হইয়া, কেবল মাত্র ৫০০ শত অশ্বারোহী সৈন্য সহ পলায়ন করিয়াছিলেন।

এই সময় পর্য্যন্ত সেব আলীব বৈমাত্র ভ্রাতা আফজল খাঁ গজনীর দুর্গে কারারুদ্ধ ছিলেন। আমীব সের আলী যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, গজনীতে প্রত্যাগমন করিলে দুর্গ-রক্ষক তাঁহাকে দুর্গ প্রবেশ করিতে না দিয়া, আফজলকে ছাড়িয়া দিলেন এবং তিনি আপন পুত্র আবদার রহমানের সঙ্গে যোগ দিলেন।

সেই সময় হইতে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগের প্রধান নেতা রূপে পরিগৃহীত হইলেন, এবং কাবুল প্রবেশ করিয়া আমীরের

পদ গ্রহণ করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে এক উকিল কাবুলে বাস করিতেছিলেন, তিনি আফজলকে আফগানিস্থানের আমীর স্বরূপে অভিবাদন করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে সের আলী তুরকীস্থানে গমন করিয়া বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, এবং তদনন্তর সৈন্য সহ কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবদার রহমানও ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর কিলা এলাদাদ নামক স্থানে অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া সের আলীকে পুনর্ব্বার পরাস্ত করিলেন; পরিশেষে সের আলী ভগ্নোদ্যম হইয়া পলায়ন করিলেন।

আফজল খাঁ এই যুদ্ধ জয়ের পর, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক পত্র লিখিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "যদিও হিরাট এবং কান্দাহার সের আলীর অধীনে থাকে, কিন্তু তথাপি কাবুল ইত্যাদি অন্যান্য প্রদেশে যিনি আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সেই সকল প্রদেশের আমীরূপে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন।"

ঐ পত্রের শেষ ভাগে আরও বিশেষ করিয়া এইরূপ লিখিত ছিল যে, "বন্ধুবর, আফগানিস্থানে যিনি আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আপনি যদি কাবুলে আধিপত্য স্থাপন করিতে সক্ষম হন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপনে অভিলাষী হন, তবে আমি আপনাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব।

কিন্তু আমীর সের আলীর সহিত যে সম্বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা আমি ভগ্ন করিতে পারি না। বিশেষতঃ আফগানিস্থানের যে অংশ সের আলীর অধিকৃত আছে, তাঁহাকে সেই অংশের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া বন্ধুরূপে গ্রহণ করিব। অকপট ব্যবহার এবং সরলতার বশবর্ত্তী হইয়া, আমি আপনাকে এই সকল কথা লিখিতে বাধ্য হইলাম।”

আবদার রহমানের যুদ্ধ জয়লাভ করিবার তিন সপ্তাহ পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তৎপরে আজীম খাঁ তাঁহার স্থলবর্ত্তী হইলেন; তাঁহাকেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আংশিক আমীর বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে আমীর সের আলী হিরাট হইতে তুরকীস্থানে গেলেন এবং তথা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পুনরায় নষ্ট সিংহাসন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলেন। এবং কান্দাহার অধিকার করিয়া, সেখানে বিশেষ বিশেষ পদস্থ লোকের নিকট আদরের সহিত গৃহীত হইলেন; এদিকে তাঁহার সৈন্যগণও সম্মুখযুদ্ধে বালাহিসার দুর্গ অধিকার করিল। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে আবদার রহমান চূড়ান্তরূপে পরাভূত হইয়া, আফগান সিংহাসনের ভাবী আশা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। আজীম খাঁও বৃটিশরাজ্যে আশ্রয় লইলেন।

আবদার রহমান রুষিয়াতে আশ্রয় লইয়া, প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। এই আবদার রহমানকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গত যুদ্ধে আমিরী পদ দিয়াছেন। আমীর সের আলী আবদার রহমানকে পরাভূত করিয়া, আফগানিস্থানের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পুত্র ইয়াকুব, ভ্রাতা আস্‌লাম খাঁ এবং ভ্রাতঃপুত্র

ইস্মাইল্ খাঁর বিশেষ রণদক্ষতায় সম্পূর্ণরূপে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করিয়া, সের আলী নিষ্কণ্টক হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে তিনি তাঁহার পুত্র ইযাকুবের সহিত নিতান্ত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সদ্ব্যবহারের প্রতি অকারণ সন্দেহ করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে আমীর সের আলী আফগানিস্থানের অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেরও নিকট তিনি নিতান্ত আদরের পাত্র হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অনায়াসে প্রতিবর্ষে ১২ লক্ষ টাকা উপহার স্বরূপ পাইতে লাগিলেন; এবং সময়ে সময়ে নানা প্রকার অস্ত্র দ্বারাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলতঃ আমীর সের আলীর যেরূপ শক্তি ছিল, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে তাহা হইতে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমীরের মস্তিষ্ক কিছু গরম হইয়াছিল। যে কারণবশতঃ ইহার পর, বৃটিশের সহিত আমীরের বিবাদ সংঘটিত হয়, তাহা অপর অধ্যায়ে বর্ণিত হইবে।

অষ্টম অধ্যায়।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ও তাহার কারণ।

যে প্রকারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা হইতে পশ্চিমদিকে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছেন, রুষ-গবর্ণমেণ্টও সেই প্রকার গতিতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে আসিতেছেন। ১৭১৭ খৃঃ অব্দে রুষরাজ খিবা অধিকার করিতে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে পরাভূত হন; তৎপরে ১৮৪০ সালে পুনর্ব্বার,

খিবা হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সে সকল বিষয় এখানে বিস্তৃতরূপে লেখা নিষ্প্রয়োজন। রুষ-ভীতির জন্যই ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কাবুল আক্রমণ করা হয়, এবং যতই রুষ পূর্ব্বদিকে আসিতেছে, ততই সেই বিভীষিকা প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ককেসস্ প্রদেশীয় যে জাতি পূর্ব্বাপর স্বাধীন ছিল, ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে সেই জাতি রুষ কর্তৃক পরাস্ত হয়, এবং তদবধিই দৃঢ় শাসন দ্বারা তাহাদিগকে অধীনে রাখা হইয়াছে। তৎপরে রুষ ১৮৬০ খৃঃ অব্দে খোকানের খাঁকে পরাভূত করিয়া, তাঁহার ক্ষুদ্র রাজ্যের কতক অংশ গ্রাস করিলেন। ইহাতেও রুষ-জারের রাজ্য-পিপাসা মিটিল না, তাহার অব্যবহিত পরেই বোখারার আমীরকে পরাস্ত করিয়া, তুরকীস্থান অধিকার করিলেন। রুষ সম্রাটের এই ব্যবহার দৃষ্টে তৎপ্রতি আপত্তি উত্থাপন করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পত্র লিখিলেন। তদুত্তরে রুষ-গবর্ণমেণ্ট এই উত্তর দিলেন যে, সেই প্রদেশের অসভ্য লোকদিগের ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া, তাঁহারা ঐ প্রদেশ জয় করিয়াছেন, কিন্তু আর অগ্রসর হইবেন না। এই পত্র ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে লিখিত হয়, কিন্তু ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে জুন মাসে রুষ পুনরায় নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তস্কিহান্দ প্রদেশ অধিকার করেন। উক্ত বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে রুষ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, "আমাদের আর রাজ্য বিস্তার করিবার ইচ্ছা নাই," কিন্তু ১৮৬৬খৃঃ অব্দে খোজান্দ এবং খোকান্দ অধিকার করেন। তাহার অব্যবহিত পরেই সমরকন্দ অধিকৃত হইল এবং বোখারার আমীর রুষ অধীনে করদ রাজা হইলেন। এদিকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট

বারম্বার বলিতে লাগিলেন, "আর অগ্রসর হইও না,আর অগ্রসর হইও না।" রুষ গবর্ণমেণ্ট ইংরেজকে মিষ্ট কথায় ভুলাইতে লাগিলেন। এই সময় লর্ড ক্ল্যারেণ্ডন রুষিয়ার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, আফগানিস্থান উভয়ের কর্ত্তৃত্বের বাহিরে রাখা হউক, আফগানিস্থানে রুষ যেন না প্রবেশ করেন। রুষ মন্ত্রী প্রিন্স গরটচাকাপ (Prince Gortschakoff) এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

রুষ এইরূপে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সাধু প্ররোচনায় ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে খিবা এবং অকসাস্ নদীর দক্ষিণ তীরস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিলেন। পরিশেষে ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে পাঞ্জাদে এবং বালামোর্গাব নদীর তীরস্থ কতক গুলি স্থান বৃটিশ সেনার সমক্ষে বর্ত্তমান আমীরের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন, এবং রুষিয়ার সৈনাধ্যক্ষ আলিখানুফ ইংরেজ মস্তকচ্ছেদন জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লর্ড মেয়োর সহিত আমীর সের আলী সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু গবর্ণর জেনারল তাঁহার সহিত কোন সন্ধি না করিয়া, কেবল কতকগুলি উপঢৌকন দিয়া বিদায় করিলেন। আমীরের আশা ছিল যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট শত্রুনাশক এবং বন্ধুত্বসূচক সন্ধি সংস্থাপন করিবেন। কিন্তু তাহা না হওয়াতে, তিনি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে এমন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই;—কেবল আমীর রুষের অগ্রসরে ভীত হইয়া, পুনর্ব্বার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তদুত্তরে বলিলেন যে, "রুষ যখনই আফগানিস্থান আক্রমণ করি-

বেন না, আমীর সে জন্য যেন চিন্তিত বা ভীত না হন; যদিই রুষ আফগানিস্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে ইংরেজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে ক্রটী করিবেন না।”

দূত নুর মহম্মদ খাঁ কাবুলে ফিরিয়া যাইয়া এই সংবাদ দেওয়াতে, আমীর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন যে, ইংরেজ আমাকে কতকগুলি অনিশ্চিত অঙ্গীকারে ভুলাইয়া, আফগানিস্থানে বৃটিশ-রাজ-প্রতিনিধি রাখিতে চাহেন। আমীর এই সময়ে স্বীয় দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, রুষ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে, তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আর সাহায্য প্রত্যাশা করিবেন না। রুষ তাঁহাকে রাজ্যের কোন অংশ ছাড়িয়া দিতে বলিলে, সম্ভবতঃ ইংরেজও তাঁহাকে ঐ অংশ ছাড়িয়া দিতে বলিবেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিজ স্বার্থের ব্যাঘাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই রুষ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইংরেজ যুদ্ধ করিবেন না। আমীরের ভবিষ্যৎবাণী পাঞ্জদের কাণ্ডে ফলিয়া গিয়াছে।

বৃটিশের সহায়তাতে এক প্রকার নিরাশ হইয়া, আমীর স্বয়ংই সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সামরিক আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহার পর হইতেই আমীর সের আলী ইংরেজকে অতিশয় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া চলিতে লাগিলেন।

আমীর প্রকৃতপক্ষেই রুষ-ভয়ে ভীত হইয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিংবা “ঐ বাঘ” “ঐ বাঘ” বলিয়া চীৎকার করিয়া বৃটিশের নিকট হইতে অর্থ এবং অস্ত্র আদায়ের চেষ্টায় ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। ফলতঃ আফগানিস্থানের আমীরগণের মনে “এলো মেলো কর মাগো

লুটে পুটে খাই," এমত একটী ভাব ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সর্ব্বদাই যে নিহিত না আছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। কিন্তু আমীরের তাৎকালিক আচরণে, তাঁহার প্রতি কোন দোষ দেওযার উপায় নাই। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সন্ধি না করাতেই যে আমীর বিরক্ত হইয়াছিলেন এমত নহে, অন্যান্য কারণও ছিল। তন্মধ্যে এই কয়েকটী কারণ প্রধান।

১ম। জেনারল গোল্ডস্মিথ (General Goldsmith) কর্ত্তৃক সিস্থানের সীমা নির্দ্ধারণ। আমীর বলিযাছিলেন, ঐ সীমা মানিয়া চলিতে গেলে, তাঁহার নিজের রাজ্যের অনেক অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবেক।

২য়। আমীরের নিযুক্ত উত্তরাধিকারীকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যুবরাজ বলিযা গ্রহণ না করা।

৩য়। ইযাকুব খাঁর কারামুক্তি সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ করা।

৪র্থ। আমীরের অধীন খেলাতের খাঁর নিকট তাঁহার অজ্ঞাতসারে দূত প্রেরণ করা।

৫ম। কোয়েটা অধিকার করা এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয সংবাদ পত্রে আমীরের অযথা নিন্দাবাদ এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহার শাস্তি বিধান না করা প্রভৃতি কতকগুলি কারণ ছিল।

আমীর এই সকল নানা কারণে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরক্ত হইযা, প্রকাশ্যতঃ বলিতে লাগিলেন যে, বিপদের সময় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা ভ্রম মাত্র। রুষ কর্ত্তৃক আফগানিস্থানের কোন অংশ অধিকৃত হইবার চেষ্টা হইলে, ইংরেজ আমীরকে সেই অংশ ছাড়িয়া

দিবার উপদেশ দিবেন ভিন্ন, কোন অংশে উপকার করিবার সম্ভাবনা নাই। অবশেষে এই প্রকারে ত্যক্ত হইয়া, আমীর রুষ গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্র পাইয়া, রুষ-গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে অশেষ প্রকারে সাহস ও ভরসা দিয়া প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন। আমীর রুষের এই আশ্বাস বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ক্রমশঃই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে লাগিলেন। ১৮৭৬ খৃঃ অব্দে লর্ড লিটন আমীরকে বিশেষ বন্ধুত্ব প্রদর্শন করিয়া যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, আমীর তাহার কোন উত্তর দেন নাই। সামরিক আয়োজন বৃদ্ধি করিবার জন্য কাবুল নগরে আমীর এই সময়ে বন্দুক, বারুদ ও গোলা-গুলি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন এবং সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন।

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে আমীরের বাৎসরিক প্রাপ্য ১২ লক্ষ টাকা পেশোয়ারের ট্রেজারিতে যে তাঁহার নামে আমানত হইয়াছিল, তাহা তিনি লইলেন না এবং আফগানিস্থান দিয়া কোন ইংরেজ আসিতে পারিবে না, এরূপ আদেশ করিলেন।

সামরিক সজ্জা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিয়া, অর্থের অভাব জন্য আমীরকে অনেক প্রকার নূতন কর বসাইতে হইয়াছিল। অনেক সর্দারের জায়গীর কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং অনেকের কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরের সহায় আছেন, এই আশঙ্কায় আফগান-বাসীগণ আমীরের প্রতিকূলে মস্তক উত্তোলন করিতে কিছুমাত্র সাহসী হয় নাই। কিন্তু সেই সময়ে যে অসন্তুষ্টি জন্মিয়াছিল, তাহার ফল ভবিষ্যতে ফলিয়াছে। আমীর একদিকে বৃটিশের

ভয় দেখাইয়া প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করিলেন, অন্য দিকে রুষিয়ার বিভীষিকা দেখাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট টাকা আদায়ের চেষ্টা করিলেন।

১৮৭৬ খৃঃ অব্দে পেশোয়ারে যে দরবার হয়, সেই দরবারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরকে স্পষ্ট জানাইয়া ছিলেন যে, আমীর বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন এজেণ্টকে উপযুক্ত শরীর-রক্ষক সহ কাবুলে যদি বাস করিতে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অপর শত্রুর হস্ত হইতে আফগানিস্থান রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিতে পারেন না। তথায় কোন এজেণ্ট না থাকিলে, আমীরের অন্য কোন রাজার সহিত কোন রূপ বিবাদ হইলে, কাহার দোষে যে সে বিবাদ ঘটিল, তাহা নিরুপণ করা দুষ্কর। আমীরের সহিত অন্য কাহারও বিবাদ হইলে, সেই বিবাদের মূল কারণ না জানিয়া, হঠাৎ আমীরের পক্ষে ইংরেজ যোগ দিতে পারেন না। এই প্রকার কথোপকথনের পর, পেশোয়ারের দরবার ভঙ্গ হইলে, আমীর বৃটিশের আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময়ে রুষিয়ার সম্রাটের একজন দূত কতিপয় সহচর সহ কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাপ্ত হন।

যে রুষিয়া বারম্বার আফগানিস্থানে প্রবেশ করিবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং যে আমীর রুষকে কখনই আপন দেশে আসিতে দিবেন না বলিয়া, বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়া, ইংরেজের নিকট হইতে অস্ত্র ও অর্থের সাহায্য লইয়াছেন, সেই আমীর এবং সেই রুষ উভয়ে বন্ধুভাবে আফগানি-

স্থানেব রাজধানী কাবুল নগবে একত্রিত হইয়াছেন শুনিতে পাইয়া, ইংবেজ রুষ-বিভীষিকামিশ্র ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। "যে আমীবকে অর্থ দ্বাবা এতকাল সাহায্য করিয়া আসিলাম—সেই আমীব আমাদিগেব এজেণ্টকে কাবুলে স্থান না দিবার পক্ষে কত আপত্তি ও কত ভয় দর্শাইয়া, অবশেষে রুষ দূতকে সেই কাবুলে সমাদবেব সহিত আলিঙ্গন করিলেন"; এই অপমান বৃটিশেব অসহনীয় হইয়া উঠিল। "আমীর এবং রুষকে কখনই একত্র বন্ধুভাবে থাকিতে দিব না; বৃটিশ সঙ্গিনের সাহায্যে, এই বন্ধুত্বকে খণ্ড বিখণ্ড কবিয়া ফেলিব।" এই উদ্দেশ্য সাধনেব জন্য গবর্ণব জেনেবল আমীবের নিকট এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিলেন যে, গুরুতব বিষয় সকলের মীমাংসাব নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে একজন রাজ-দূত পদোচিত সরঞ্জাম সহ তাঁহার দরবারে অতি সত্বরে উপস্থিত হইবে; এই বিষয়ে আমীবেব কি মত, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জানিতে ইচ্ছা কবেন। কিন্তু এই পত্রেব কোন উত্তব আমীব না দেওয়াতে, (Sir Nevelle Chamberlaine) সাব নেভল্ চৈম্বার্‌লেন কাবুলে বাজদূত হইযা যাইবেন, এই স্থিব করিযা তাঁহাব যাওয়ার অনুমতি গ্রহণ জন্য (Major Cavagnory) মেজর ক্যাভেগনাবীকে কতিপয় সৈন্য সহ অগ্রবর্ত্তী দূত স্বরূপ প্রেবণ করা হইল। ঐ দূত স্বীয় সঙ্গী সহ আলিমস্‌জিদ দুর্গেব নিকট গমন করিলে, দুর্গাধ্যক্ষ সর্দ্দার ফয়েজ মহম্মদ খাঁ সৈন্য শ্রেণী যুদ্ধার্থ সজ্জিত করিয়া, মেজব ক্যাভেগনারীকে যাইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "যদি তুমি যাইবাব জন্য অগ্রসর হও, তাহা হইলে তোমার সৈন্যের উপর গুলি করিব।" মেজর ক্যাভেগ-

নারী ফয়েজ মহম্মদকে বলিলেন যে, "তোমার এরূপ কথা প্রয়োগ দ্বারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরকে দায়ী করিবেন, বিশেষ সাবধান হইয়া কথা বলিও।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন যে, "তোমার সহিত বন্ধুত্ব না থাকিলে, এখনি তোমাকে গুলি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।" মেজর কাবুলে যাইতে অসমর্থ হওযায ফিরিয়া আসিয়া, সেই সংবাদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দিলেন।

লর্ড লিটন, মেজর ক্যাভেগনারী সাহেবকে আলি মস্জিদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইযাছে অবগত হইযা, আমীরের নিকট শেষ পত্র লিখিলেন যে, "আপনি বৃটিশ দূতকে কাবুলে যাইতে না দিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে যে অপমান করিযাছেন, তজ্জন্য ২০শে নবেম্বরের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, পত্র না লিখিলে, আপনাকে শত্রু বলিয়া গণ্য করা যাইবেক। এই শেষ পত্র—এতৎসম্বন্ধে আর কিছু লেখা যাইবে না"।

ঐ তারিখের মধ্যে আমীরের ক্ষমা-প্রার্থনা-সূচক কোন পত্র না পাওয়াতে, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে কাবুল আক্রমণ জন্য যে সমুদয় সৈন্য পূর্ব্বেই সংগৃহীত হইযাছিল, তাহারা এক্ষণে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিল।

ইংলণ্ডের উদার-নৈতিকগণ পুনর্ব্বার আফগানিস্থান আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, "যদি যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য হয, তবে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ করাই উচিৎ, কারণ রুষিয়াই আমাদের সহিত বারম্বার সন্ধি ভঙ্গ করিয়াছে।"—এই তর্ক উদারতা পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু ইহা রাজ-নীতি বা প্রচলিত রীতি অনুমোদিত নহে। আমরা সচরাচর

দেখিতে পাই যে, কোন দুর্ব্বল প্রতিবাসী দূরস্থ কোন প্রবল ব্যক্তি দ্বারা কোন ব্যক্তিকে ত্যক্ত করিতে চেষ্টা করিলে, সেই ব্যক্তি প্রবলকে ছাড়িয়া দুর্ব্বলকে শাস্তি দিলে, তাহা নিতান্ত নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া কখনই পরিগৃহীত হয় না। যাহাকে আশু দমন করিলে নির্ব্বিঘ্ন হওয়া যায়, তাহাকেই দমন করা উচিত। বৈষয়িক এবং রাজকার্য্যের নিয়মানুসারেও রাজাগণ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন। শুভ্র নীতি ও শোণিতাক্ত রাজনীতি একত্রিত করিয়া সকল সময়ে কার্য্য করা যাইতে পারে না।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ২০শে নবেম্বর অতিবাহিত হইবার পর, সীমান্ত প্রদেশের সংগৃহীত সৈন্যগণ আফগানিস্থান অভিমুখে যাত্রা করিল। বৃটিশ-সেনা তিনভাগে বিভক্ত হইয়া আফগানিস্থান আক্রমণ করিল। জেনারল (Biddulph) বিডাল্ফ পিশিন উপত্যকা দ্বারা, জেনারল (Robert) রবার্ট কোরাম উপত্যকা দ্বারা এবং জেনারল (Brown) ব্রাউন খাইবার পাশের পথে অগ্রসর হইলেন। এতদ্দেশীয় রাজাগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তাব করিলেন। ইহা প্রথমতঃ গোয়ালিয়রের মহারাজা কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হয়। কোচবিহারের মহারাজাও নাকি তাঁহার হালুয়া মঙ্গি সেনা সহ আফগান যুদ্ধে যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সকলকেই মিষ্ট কথায় ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করিলেন।

(Sir Samuel Brown) সার স্যামুয়েল ব্রাউনের সহিত আলিমসজিদ * নামক স্থানে আফগানদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়।

* এই স্থানে "আলি" নামক এক ফকিরের কবর আছে,

বৃটিশ সেনা পথিমধ্যে সামান্য বাধা পাইয়াছিল, এবং প্রায় প্রত্যেক সমরেই জয়লাভ করিয়া কাবুল অভিমুখে যাইতেছিল, এমন সময় সংবাদ আসিল যে, আমীর সের আলী স্বীয় পুত্র ইয়াকুবকে কারামুক্ত করিয়া, তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং রুষ-জারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন। ইয়াকুব প্রথমতঃ রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন যে, অধিক কাল কারারুদ্ধ থাকা প্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি, বীর্য্য এবং সাহস পূর্ব্বমত কিছুই নাই, কিন্তু অবশেষে অনেক অনুরোধে রাজ্যভার গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। এই সময়ে সের আলী যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে উন্মাদ অথবা রুষ কর্ত্তৃক বৃথা আশায় মুগ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তিনি কোন্ সাহসে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অবজ্ঞা করিলেন এবং অবশেষে কেনই বা বৃটিশ-আক্রমণের আয়োজন দেখিয়া পলায়ন করিলেন, কিছুই বুঝা যায় না। ক্যাবেগনারীর হত্যার পর, বালাহিসার দুর্গ হইতে যে সকল লিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে রুষ-জার যে আমীরের সহিত যোগ দিয়া ইংরেজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, এমত বোধ হয় না। তবে কি আমীর নিজ বলেই বলীয়ান্ হইয়া বৃটিশ-আক্রমণ রোধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? যদি তাহাই হয়, তবে তিনি যে সময় তাঁহার উৎসাহের উপর রাজ্য সংস্থাপিত ছিল, এবং যে সময়ে তাঁহার সাহসের উপরই জয়ের আশা একমাত্র নির্ভর করিত, সে সময়ে তিনি পলায়ন করিলেন

এই নিমিত্ত ইহার নাম "আলিমসজিদ" হইয়াছে। আলিমসজিদদুর্গ একটী ক্ষুদ্র উচ্চ পাহাড়ের উপর সংস্থিত।

কেন? বৃটিশগবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত বহুতর কামান, বন্দুক, তদুপযোগী গোলাগুলি এবং অনেক আফগান সৈন্য তাঁহার করায়ত্ত থাকা সত্বেও, কেবল বৃটিশগবর্ণমেণ্টের আক্রমণের নাম মাত্র শুনিয়াই কি আমীর সেই ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছিলেন? ফলতঃ তাহা নয়, প্রকৃতি-পুঞ্জের মনোমধ্যে নিহিত বিরোধী ভাব সমূহই ইংরেজ আক্রমণের সুযোগে উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং সেই ভয়েই তিনি পলায়ন করিয়াছিলেন। রুষিয়ার জেনারল (Stolietoff) ষ্টোলিটফ্ আফগানিস্থানের উজীর সাহ মহম্মদ খাঁর নিকট ১৮৭৮ খৃঃ অব্দের ৮ই অক্টোবর যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও কোন সাহায্যের কথার উল্লেখ নাই, কিন্তু ঐ পত্রদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, চানক্যের কূট মন্ত্রণা রুষ-রাজ-সভায় বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। উক্ত লিপিতে এইরূপ লিখিত ছিল,—"আমাদিগের মহারাজাধিরাজ আমীরের এবং আফগানিস্থানের প্রকৃত বন্ধু বটেন,—অতএব তিনি যাহা আমীরকে উপদেশ দেন, তাহা আমীরের শুনা উচিত।" এইরূপ অনেক কথার পর আরও লিখিত ছিল যে, "বন্ধুবর! আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, তোমাদের বিখ্যাত ধর্ম্মের শত্রু (ইঙ্গিতে ইংলণ্ডকে বুঝাইয়া) তুরস্কের সম্রাটের দ্বারা তোমাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে তোমরা অক্সাস নদীর অপর তীরের বন্ধুদিগের সাহায্যের জন্য চেষ্টা কর, এবং যদি পরমেশ্বরের প্রসাদে তাহারা উত্তেজিত হইয়া তরবারী ধারণ করে, তাহা হইলে "বিস্‌মোল্লার" নামে তোমরা অগ্রসর হও; নতুবা সর্পের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্যে মিত্রতা ও অন্তরে গরল

ধারণ কর এবং যখন পরমেশ্বরের প্রত্যাদেশ পাইবে, তখন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যখন তোমার শত্রুর প্রতিনিধি তোমার দেশে আসিতে চাহিবে, তখন সর্পের জিহ্বা বিশিষ্ট কুটিলতাময় এমন এক ব্যক্তিকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিবে যে, সেই ব্যক্তি মিষ্ট কথা দ্বারা প্রতিনিধির অন্তঃকরণ বিমোহিত করিয়া, তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে।" এই পত্রে রুষিয়া আমীরকে কোন সহায়তা করিবার আশ্বাস দেন নাই। যে একটী সন্ধি পত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতেও সাধারণভাবে বন্ধুত্ব ও সহায়তার কথা ভিন্ন বিশেষ কোন প্রস্তাব ছিল না। যে সন্ধিপত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহার সার মর্ম্ম এই।—

(১ম) আমীরের নিযুক্ত উত্তরাধিকারীকে রুষ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন।

(২য়) আফগান-বাসীদিগকে সহায়তা করিবেন, এবং যে শত্রুকে আমীর তাড়াইয়া দিতে অক্ষম হইবেন, সেই শত্রুকে রুষ-গবর্ণমেণ্ট তাড়াইয়া দিবেন।

(৩য়) আফগানিস্থানে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, আমীর তাহার সংবাদ রুষরাজকে দিবেন।

(৪র্থ) রুষ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত, আমীর অপর কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন না।

(৫ম) আফগানিস্থানের যে সকল বাণিজ্য-ব্যবসায়ী এবং বিদ্যা-শিক্ষার্থী রুষ-রাজ্যে গমন করিবেন, জার তাঁহাদিগকে মিত্রতার সহিত ব্যবহার করিবেন।

এই সন্ধি পত্রে বিশেষ কোন সহায়তার কথা লিখিত নাই।

ফলতঃ যে শত্রুকে আমীর তাড়াইতে অক্ষম হইবেন, তাহাকে রুষ-গবর্ণমেণ্ট তাড়াইয়া দিবেন, এই কথার উপর নির্ভর করিয়া, যদি আমীর ইংরাজকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা বলা যায় না। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শ্রবণ করিবাই, রুষ-দূত আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। আমীর তৎপরে রুষ সম্রাটের নিকট স্বীয় মনোবেদনা জানাইবার জন্য রুষিয়ায় প্রস্থান করেন, এবং ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ২১শে জানুয়ারি মেজার সরিফ নামক স্থানে পরলোক গমন করেন।

আমীর সের আলী আফগান-সিংহাসনে নির্ব্বিঘ্ন হইয়া বসিবার পর হইতেই রুষ-বিভীষিকা দর্শাইয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ ও অস্ত্র সাহায্য পাওয়াতে বিশেষ প্রশ্রয় পাইয়া উঠিয়াছিলেন। ঐ রুষ-বিভীষিকা তাঁহার নিকট কল্প-পাদপ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি একদিকে বোধ হয় ইংরাজকে বলিতেন যে, তোমাদের সহিত মিত্রতা থাকা বশতঃ রুষ আমাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত ;—অতএব তোমরা আমাকে রক্ষা কর। অন্যদিকে রুষকে বলিতেন যে, তোমাদের সহিত বন্ধুতা থাকা বশতঃ ইংরেজ আমাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, অতএব তোমরা আমাকে বাঁচাও। তিনি হয়ত ভাবিতেন যে, রুষ-ভীতি দেখাইয়া ইংরাজের নিকট কত অর্থ পাইতেছি, কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ বাধিলে না জানি আরও কত অর্থ পাইব। এই জন্য তিনি বারম্বার রুষের গতি অবরোধ করিবার জন্য ইংরেজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ; এবং রুষের খিবা অধিকার দর্শাইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই ভয়

তাঁহার একান্ত মৌখিক থাকাই সম্ভব। আমীরের সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা ছিল যে,রুষও ইংরেজে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া,উভয়ের নিকট হইতে বহুতর অর্থ ও অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি বলবান হন, কিন্তু যখন অনেক বিভীষিকা দেখাইয়াও, অকারণে রুষের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলেন না, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ন্যায্য উত্তর পাইলেন যে, রুষ কখনই আমীরের রাজ্য আক্রমণ করিবেন না, এবং যদিও করেন, তাহা হইলে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমীরের সহায়তা করিবেন; তখন আমীর নিজ উদ্দেশ্য সাধনে বিফল হইয়া, উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন। এই জন্যই তিনি রুষ-দূতকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া, বৃটিশ-দূত (Cavagnary) ক্যাবেগনারীকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেন নাই। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, বৃটিশ-দূতকে আসিতে না দিলেই, ইংরেজ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবে, এবং রুষ-গবর্ণমেণ্ট তখন সৈন্য সহ আসিয়া ইংরেজের আক্রমণে বাধা দিবে। সুতরাং এই দুই প্রবল জাতির সংগ্রাম বাধিয়া উঠিবে, এবং তিনি তখন দুই হাত দুই দিকে পাতিয়া বসিবেন। রুষ-গবর্ণমেণ্টের প্রেরিত দূতের কথায় তাঁহার এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। সেই কথায় এবং অন্যান্য আরও লোভজনক আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া আমীর একেবারে গলিয়া গেলেন, এবং তাহার পরিণাম বিষময়-ফল তাঁহাকে অচিরাৎ ভোগ করিতে হইয়াছিল। রুষ গবর্ণমেণ্ট অতিশয় কুটিল নীতি-পরতন্ত্র, ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্ব্বতবাসী উদ্ধত লোকদিগের দ্বারা বিবাদ বাধাইয়া, ইংরেজকে ব্যতিব্যস্ত করাই রুষ-গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা ছিল। সেই ইচ্ছা যখন

সফল হইল, তখন রুষ-দূত স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আমীরকে মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছুই প্রদান করেন নাই। ফলতঃ আমীরকে গাছে তুলিয়া, মই কাড়িয়া লইয়া পলাইলেন। মূর্খ আমীর কসাকের সহিত যোগ দিয়া, ভারতবর্ষ লুঠ করিয়া, বহু অর্থ আনিবেন, এই জাতিসুলভ প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া স্বীয় রাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন। রুষ-ভল্লুক বৃটিশ-সিংহের ব্যস্ততা দেখিয়া, স্বীয় সীমান্ত প্রদেশে নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আহ্লাদিত মনে নাচিতে ও হাসিতে লাগিল।

আমীরের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ইয়াকুব খাঁ গণ্ডামক নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া, সার লুইস্ ক্যাবেগনারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে ২৬শে মে উল্লিখিত স্থানে আমীর ইয়াকুব খাঁ, এইক্ষণ যে স্থানকে "বৈজ্ঞানিক সীমা" বলে, তাহা ছাড়িয়া দিয়া নিম্নলিখিত নিয়মে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

খাইবার হইতে পিসিন উপত্যকা পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিলে, যে যে প্রদেশ গুলি পড়ে, উহার নাম "বৈজ্ঞানিক প্রদেশ"। এই সন্ধির নিয়মানুযায়ী ইয়াকুব খাঁ উক্ত স্থান গুলি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। সন্ধির নিয়ম গুলি নিম্নে দেওয়া গেল।

১।—বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং আফগানিস্থানের আমীর উভয়ে চিরকাল বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবেন।

২। যে সকল আফগানবাসী ইংরেজের সহায়তা করিয়াছে, তাহাদিগকে আমীর ক্ষমা করিবেন এবং কোন দণ্ড দিতে পারিবেন না।

৩। আমীর অন্যান্য স্বাধীন রাজার সহিত কোন যুদ্ধ বা সন্ধি, বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত করিতে পারিবেন না।

৪। অন্য কোন বৈদেশিক রাজা আফগানিস্থান আক্রমণ করিলে, ইংরেজ আমীরকে অর্থ, অস্ত্র এবং সেনা দ্বারা সাহায্য করিবেন।

৫। কোন উদ্দেশ্য-সাধন জন্য বৃটিশ সেনা আফগানিস্থানে প্রবেশ করিলে, সেই কার্য্য উদ্ধার হইবামাত্র তাহারা আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে।

৬। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একজন রেসিডেণ্ট কাবুলে থাকিবেন এবং আফগানিস্থানের সীমান্ত প্রদেশে কখন কি ঘটনা হয়, তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট দূত পাঠাইতে পারিবেন।

৭। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দূত সকলকে আমীর স্বীয় রাজ্য মধ্যে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবেন।

৮। যে সকল ইংরেজ আফগানিস্থানে যাইয়া শান্তভাবে বাণিজ্য করিবেন, তাহাদিগকে আমীর বাধা দিবেন না।

৯। আফগানিস্থানের পথ সকল সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্ন রাখিবেন ও সর্ব্বদা বাণিজ্যের উৎসাহ দিবেন।

১০। ঐ সকল পথে যে কর আদায় হয়, তাহা ভবিষ্যতে উভয় গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিবেন।

১১। কাবুল হইতে কুরাম পর্য্যন্ত একটী টেলিগ্রাফ লাইন খোলা হইবে এবং আমীর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইবেন।

১২। বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নবাধিকৃত কান্দাহার

এবং জালালাবাদ আমীরকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু কুরাম, পিশিন ও সিবি নিজ হস্তে রাখিবেন। কিন্তু এই প্রদেশগুলি আফগান-রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, এমত বিবেচিত হইবে না। এই সকল প্রদেশের বিচার এবং রাজস্ব বিভাগের ব্যয় হইয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবেক, তাহা আমীরকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবেক, কিন্তু সামরিক বিভাগের ব্যয় ইংরাজ নিজে বহন করিবেন।

১৩। পিশিন ও খাইবার ইংরেজের অধীনে থাকিবে, এবং এই গিরি-সঙ্কট-দ্বয়-বাসী জাতি দিগের সহিত যখন যে সন্ধি বিগ্রহ হইবে, তাহা ইংরাজই করিবেন।

১৪। আমীরের পদ-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা দিবেন।

আমীর ইযাকুব খাঁ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দূত কাবুলে অবস্থিতি করার পক্ষে বারম্বার আপত্তি করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, "আমার উদ্ধতস্বভাব প্রজাপুঞ্জ ইংরেজ-দূতের প্রতি কখন কি ব্যবহার করে বলিতে পারি না।" কিন্তু ইংরেজ সে কথায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না, তৎপরে আমীর বাধ্য হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া চলিয়া আসিলেন। ইহার অল্প দিবস পরেই, সার্ লুইস ক্যাবেগনারী অল্প সংখ্যক শরীর-রক্ষক লইয়া কাবুল নগরে যাইবেন স্থির হইয়াছিল।

নূতন আমীর কতদূর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং এই সন্ধিতে প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট কি বিরক্ত হইয়াছেন, তাহা নির্ণয় না করিয়াই, সার লুইস ক্যাবেগনারী ২৪শে জুলাই কাবুল নগরে

প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পঞ্জাবের সিবিলিয়ান (Jenkin, Dr Kelly, Lieutenant Hamilton) জেনকিন্ সাহেব, ডাক্তার কেলি ও লেফটেনাণ্ট হ্যামিলটন, ২৬ জন অশ্বারোহী এবং ৫০ জন শরীর-রক্ষক ছিল। ক্যাবেগনারী কাবুলে পঁহুছিয়া পত্র লিখিলেন যে, "আমি এখানে অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছি।" ৩রা আগষ্টের পত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ৬ষ্ঠ রেজিমেণ্ট সৈন্য হিরাট হইতে কাবুলে আসিয়াছে।

মে মাসে হিরাট হইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে জানা যায় যে, হিরাট সেই সময়ে উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। ৬ই আগষ্ট হিরাটের সেনা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, ক্যাবেগনারী সাহেব এই সংবাদ পাইয়া ২৪শে আগষ্ট এই পত্র লিখিয়া ছিলেন যে, আমীরের ব্যবহারে সর্দ্দারগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছেন। ৩রা সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই। উক্ত তারিখে কতকগুলি হিরাটী সেনা বিদ্রোহী হইয়া রেসিডেন্সি আক্রমণ করে। রেসিডেন্সি হইতে বৃটিশ সেনাগণ অতিশয় বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া,অবশেষে প্রায় সকলেই প্রাণ হারায়।

উক্ত দিবস তিনটী হিরাটী রেজিমেণ্ট একবারে নিরস্ত্র হইয়া সকলে একস্থলে সমবেত হয় এবং তাহাদের বাকী বেতন চাহে। ঐ বেতন না পাওয়াতে, তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং ঐ সকল সেনাগণ রেসিডেন্সিতে ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করে। রেসিডেন্সিস্থিত সৈন্যগণ ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাদের আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে। ঐ সেনাগণ ইতিমধ্যে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র আনয়নপূর্ব্বক রেসিডেন্সি পুনর্ব্বার আক্রমণ করে। রেসিডেন্সির অল্প সংখ্যক সৈন্য অত্যন্ত বীরত্বের সহিত বেলা

৮টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। ক্যাবেগনাবী সাহেব যেখানে ছিলেন, গৃহেব সেই অংশ ভগ্ন হইয়া, তাঁহাব ও অবশিষ্ট অন্যান্যের উপর পড়াতে তাঁহাদের সকলেবই প্রাণ বিযোগ হয।

হিবাটী সৈন্যগণেব বেতন আমীব দিলেন না, সেই জন্য তাহাবা ক্রোধে উন্মত্ত হইযা বেসিডেন্সি আক্রমণ কবে, ইহার কাবণ কি, সবিশেষ কিছু বুঝা যায না। সেনাগণ স্বেচ্ছাচারী হইলে, ভয়ানক পশুব ন্যায হইযা উঠে, তখন তাহাদেব প্রকৃতি বাগান্ধ ইতরেব ন্যায হইযা পডে। ইতব প্রকৃতিব লোকসকল ক্রোধান্ধ হইলে যে কি প্রকাব ভযানক ও বিবেকশূন্য হয়, তাহাব দৃষ্টান্তস্থল মহাকবি সেক্‌স্‌পিযব "জুলিয়াস্‌ সিজার" নামক পুস্তকে বিলক্ষণ দেখাইযাছেন। আমাদেব নিকট বোধ হয় যে, বৃটিশ বেসিডেণ্টকে কাবুলে স্থান দেওযাতেই, আমীবের উপব সেনাগণেব বিবক্তিব কাবণ হইযাছিল। বেতন না পাইয়া যখন নিবস্ত্র সেনাগণ ফিবিযা আসিতেছিল, তখন বেসিডেন্সি দেখিয়া বোধ হয তাহাদেব মনে হইযাছিল বুঝি, আমীব ইহাদেব বলেই এত তেজ প্রকাশ কবিতেছেন, তাহাতেই দুর্ব্বলেব উপর সবল স্বভাবতঃই যেরূপ কবিযা থাকে, সেইরূপ উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যগণ দুই চাবিটা ঢিল ছুডিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, ইংবাজ বারুদ গুলি দ্বাবা তাহাদেব প্রস্তব নিক্ষেপেব প্রত্যুত্তব প্রদান করিল, তখন ক্রোধান্ধ হইযা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাহারা রীতিমত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। হিরাটী সৈন্যদিগের প্রথমাবধিই যদি যুদ্ধ কবিবার ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে তাহাবা প্রস্তব নিক্ষেপ করিত না। অল্পসংখ্যক বৃটিশ সেনা অস্ত্র দ্বারা তাহাদের বাধা দিবার উদ্যোগ করাতে, উহা

তাহাদের অপরাধের কারণ হইল। সবলের নিকট দুর্ব্বলির অপ-রাধ প্রতি পদেই হইয়া থাকে। বৃটিশ রেসিডেন্সি অতি দুর্ব্বল অবস্থায় দেখিযাই, ভবিষ্যত-দৃষ্টিতে অন্ধ হইয়া, তাহারা ঐকু-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইযাছিল।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই কুকার্য্যে আমীর লিপ্ত ছিলেন কি না? আমাদের বিবেচনায আমীরের সহিত ইহার কোন সংস্রবই ছিল না। কিন্তু মিত্র রাজার দূতকে স্বদেশে আনিয়া, চক্রান্তে তাঁহার প্রাণবধ করেন নাই বলিয়া, তাঁহার প্রশংসা করা যায় না। নিজের জীবনের মমতা ত্যাগ করিযাও ক্যাবেগনারী এবং তাঁহার সঙ্গীগণের প্রাণ রক্ষা যাহাতে হয, তাহা আমীরের করা উচিত ছিল। আমীর দাউদ সাহ খাঁ, ইযাহিয়া খাঁ এবং কতিপয় সৈয়দ ও মোল্লাকে কোরাণসহ বিদ্রোহীদের নিকট না পাঠাইযা, ৫।৬ শত সৈন্য পাঠাইলে ক্যাবেগনারী প্রভৃতির প্রাণ অনায়াসেই বাঁচাইতে পারিতেন। কাবুলে কি তাঁহার বাধ্য সৈন্য কেহই ছিল না? তাহা যদি না থাকিত, তবে হিরাটী সৈন্যগণ অক্লেশে ধনাগার লুঠ করিয়া লইতে পারিত এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে পারিত। এই সৈন্য কর্ত্তৃক তাঁহার একগাছি কেশও স্পৃষ্ট হয় নাই। তিনি যত্ন করিলে যে ক্যাবেগ-নারী প্রভৃতির প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহাতে আমাদের অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে যে তাঁহার অনেক ত্রুটী ছিল, সেই সকল বিষয় পুনরুল্লেখ করিয়া, তাঁহাকে কলঙ্কিত করা এই-ক্ষণ নিষ্প্রয়োজন।

দশম অধ্যায়।

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ও তাহার কারণ।

সার্ লুইস ক্যাবেগ্নারী সাহেব স্বীয় অসমসাহসিকতা দোষে বর্ব্বরের হস্তে অমূল্য প্রাণ হারাইলেন। কিছুকাল প্রতীক্ষা করিয়া তাঁহার কাবুল নগরে যাওয়া উচিত ছিল। তাহা না করাতে, স্বয়ং সঙ্গীগণসহ বর্ব্বর জাতির ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন, এবং আফগানিস্থানের প্রকৃত রাজা বন্দী হইয়া ভারতে প্রেরিত হইলেন।

ক্যাবেগ্নারী সাহেব সঙ্গীগণসহ কাবুলে প্রাণ হারাইয়াছেন, এই সংবাদ ভারতবর্ষে আসিলে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। আফগানবাসীদিগের উপর কি প্রকার দণ্ডবিধান করিলে সমুচিত শাস্তি হইবে, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিতে পারিলেন না। এই হত্যাকাণ্ডে ইয়াকুব না থাকাই সম্ভব, অব্যবহিত পরেই এই সংবাদ আসিল।

জেনারল রবার্ট সাহেব এই সময়ে ভারতবর্ষে সৈন্যবিভাগের কমিসন্যারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কুরম যাত্রা করিলেন, ও সুতরগর্দ্দনপাশ অধিকার জন্য জেনারল ম্যাসি সাহেবের প্রতি আদেশ হইল, এবং জেনারল ষ্টুয়ার্ট কান্দাহার পুনরায় অধিকার করিবার আদেশ পাইলেন। খাইবারের পথ পরিস্কার রাখিবার জন্য অতিরিক্ত ছয় হাজার পাঁচ শত সৈন্য জেনারল গফ্ সাহেবের অধীনে নিযুক্ত হইল। পেশোয়ার হইতে গণ্ডামক পর্য্যন্ত পথ অধিকারে রাখা এবং সৈন্যবিভাগের এক ভাগ জগদলকে নিয়োজিত রাখিয়া, কাবুলে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত রাখাই এই সৈন্যবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল। বাহক ও পশু

অভাবে তৎক্ষণাৎ এই সকল সৈন্য যাত্রা করিতে পারে নাই; কিন্তু সার মেকয়েল্ কেনিডি সাহেবের অধীনে শীঘ্র উহা সংগৃহীত হয়। ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর জেনারল রবার্ট কুশী নামক স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেইখানে আমীর ইয়াকুব খাঁ কতিপয় অনুচর সহ আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার পরই বৃটিশ সৈন্যকে বাধা না দিবার জন্য এবং যথাসাধ্য সহায়তা করিবার জন্য, আমীর সর্দ্দারগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন।

রুষের সহিত কাবুলের আমীর যাহাতে বন্ধুত্ব করিতে না পারেন, এই জন্য বৃটিশ সৈন্য পূর্ব্বে দুইবার কাবুল আক্রমণ করিয়াছিল। এবার বিদ্রোহী সেনাগণ দ্বারা নৃশংসরূপে বৃটিশ-রাজদূত বধ হওয়ায়, ঐ কার্য্যের শাস্তি দিবার জন্য বৃটিশ-সেনা কাবুল আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু কুশী নামক স্থানে আমীর যে পর্য্যন্ত আত্ম-সমর্পণ না করিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত যে কাহার দোষে ক্যাবেগনারী সাহেব প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন ছিল। কুশীতে আমীরকে জেনারল রবার্ট বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বৃটিশ সেনাকে বাধা না দিবার জন্য আফগানিস্থানের সর্দ্দারগণের উপর পত্র লইয়া পাঠাইলে, সেই সময় ইহা উপলব্ধি হইয়াছিল যে, ক্যাবেগনারী সাহেবের হত্যায় লিপ্ত দোষীগণকে শাস্তি দিবার জন্য, আমীরের সহায়তার উদ্দেশ্যে বৃটিশ-সৈনী কাবুল যাইতেছে। কিন্তু সবল আমীরের ভাগ্যে পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

জেনারল রবার্ট সাহেব অতি সত্বর কাবুলে রওনা হইলেন।

জেনারল রগ্‌ সাহেব কান্দাহার হইতে খিলাতে-ঘিল্‌জাই অভি-মুখে প্রস্থান করিলেন। কান্দাহার পুনরায় অধিকার করা হইল। জেনারল ব্রাইট্‌ সাহেব খাইবারবিভাগের সেনানায়ক নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে আফগানগণ ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিযাছিল। যে প্রকারে ১৮৪১—৪২ খৃঃ অব্দে জেনা-রল এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবের সৈন্যকে একবারে ধ্বংশ করা হয়, সেই প্রকারে এবারও ইংরেজ সেনাকে নিঃশেষিত করিতে আফগানগণ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইযাছিল। এই সময়ে আমীর ইযাকুব খাঁ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের একমাত্র বন্ধু ছিলেন। তিনি স্বদেশবাসীদিগের নিষেধ অমান্য করিযা, কুশী নামক স্থানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার বুদ্ধির বিপর্য্যয ঘটিযাছিল, এই কথা অনেকে বলেন। তিনি যখন কুশী যাত্রা করেন, তখন অনেকে তাঁহার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বৃটিশ সেনাকে লক্ষ্য করিযা বলিযাছিলেন "দেখ না, সৈয়দ-গণ আসিয়াছে, তাহাদিগকে জিযারত করিতে যাইতেছি।" আমাদিগের স্মরণ হইতেছে, তিনি ইহাও বলিযাছিলেন যে, "কাবুলের সিংহাসন অপেক্ষা বৃটিশ-শিবিরে ঘোটকের ঘাস আহরণের কার্য্যও অতি শ্রেযস্কর।" আমীর ইযাকুব খাঁকে অনায়াসে হস্তগত করিয়া, জেনারল রবার্ট তাঁহার সহিত কাবুলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু এদিকে আমীর বৃটিশের হস্তগত হইয়া-ছেন শুনিয়া, সমস্ত আফগানবাসী ক্ষেপিযা উঠিল।

এমন সময়ে হিরাটে গোলযোগ বাধিয়াছে সংবাদ আসিল।

এবং (Lieutenant Kinloch) লেপ্টেনাণ্ট কিন্‌লক খল নামক স্থানেব নিকটে হত হইয়াছেন সংবাদ আসিল। ঘিলিজি এবং মগোলগণ জেনারল রবার্টেব সৈন্য আক্রমণ করিয়া পরাভূত হইল। কুবম বিভাগেব সৈন্যগণ দ্রুত অগ্রসব হইতে লাগিল এবং ৬ই অক্টোববেব পব চাব আসিযাব হইতে প্রেবিত ঐ বিভাগেব অগ্রবর্ত্তী সেনাগণেব প্রমুখাৎ অবগত হওযা গেল যে, শত্রুগণ ঐ স্থান এবং কাবুলেব মধ্যবর্ত্তী স্থানে দলবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি কবিতেছে। ঐ স্থানেব পথেব উভয পার্শ্বে এবং লোগা নদীব উভয তীবে পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থিত; এই স্থানে সেবআলীব ভ্রাতা নেক মহম্মদ উভয সৈন্যকে বাধা দিবাব জন্য দৃঢসঙ্কল্প হইযা অবস্থিতি কবিতেছিল। আফগানদিগেব উদ্দেশ্য ছিল যে, সম্মুখ হইতে নেক মহম্মদ এবং আফগান সেনা কর্ত্তৃক ববার্ট সাহেব আক্রান্ত হন এবং পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে ঘিলিজিগণ আক্রমণ কবিযা, সেনানাযক ম্যাক্‌ফার্সনেব পথ অববোধ কবে। জেনাবল ববার্ট, আফগানগণ অধিকতব বলবান হইযা ঐ সুকঠিন স্থানে আশ্রয লইতে না পাবে, এই জন্য আফগানগণকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ কবিবাব আদেশ দিলেন। মেজব হোযাইট সাহেবেব অধীনে কতকগুলি সৈন্য যাইযা, সেই পার্ব্বত্য ভূমিতে আফগানদিগকে পবাজিত কবিল। এই সময়ে জেনাবল বেকাব সাহেব সৈন্যসহ আসিযা আফগান দিগকে আক্রমণ কবিলেন।

আফগানগণ অনেকক্ষণ বিশেষ বীবত্বেব সহিত যুদ্ধ কবিয়া অবশেষে পলাযন কবিযাছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল না যে, ইংবেজ এত শীঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ কবিবে; তজ্জন্য

তাহারা উপযুক্ত আয়োজনের অভাবে এত সহজে পরাজিত হইয়াছিল। জেনারল রবার্ট ৭ই অক্টোবর কাবুলের দুই মাইল ব্যবধানে পঁহুছিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, বালাহিসারের পশ্চাৎ ভাগে শত্রুগণ যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া, তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য রবার্ট সাহেব আয়োজন করিতেছিলেন, কিন্তু ইত্যবসরে ৮ই তারিখে রাত্রিযোগে তাহারা উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঐ স্থানে তাহাদের পরিত্যক্ত ১২টী তোপ এবং সেরপুর সেনা-নিবাসে ৭৮টী তোপ পাওয়া গিয়াছিল।

জেনারল মেশী এবং জেনারল গফ্ সাহেবের অধীনে এক দল অশ্বারোহী সেই পলায়নপরায়ণ শত্রুর পশ্চাৎধাবন জন্য প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারা এত বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করিয়াছিল যে, অতি অল্পসংখ্যক সেনা একত্র দেখা গিয়াছিল।

১২ই অক্টোবর জেনারল রবার্ট বালাহিসার দুর্গ পরিদর্শন করেন, এবং ১৩ই তারিখে প্রকাশ্যে সৈন্য সহ তথায় প্রবেশ করেন। এই সেনার সঙ্গে বালাহিসারে প্রবেশ করিতে আমীর ইয়াকুবকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু অসুস্থতা বশতঃ আমীর তথায় যান নাই। "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা" দিবার জন্যই কি আমীরের নিকট এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল? আমীর তাঁহার পুরাতন দুর্গে ইংরেজ জেতৃগণের সঙ্গে আহ্লাদে প্রবেশ করিবেন, জেনারল রবার্ট এই প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। "হাসিয়া কাটিবে পুত্র কাঁদিতে নারিবে," উল্লিখিত প্রস্তাবটীও সেইরূপ। "জবরদস্তা মারতা, আউর রোণে ভি নেহি দেতা।" মূর্খ আমীর স্বীয় দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিলেন। এক

দিকে বৃটিশ সেনাপতিগণ আমীরকে ক্যাবেগনারীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অপর দিকে দেশীয়গণ দেশ-দ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে প্রতিপন্ন করিলেন। ভারতবর্ষে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভিন্ন ভিন্ন সংবাদপত্র ভিন্ন ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বালাহিসার দুর্গে অনেক গোলা, গুলি, বারুদ, তোপ ও বন্দুক পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু রেসিডেন্সির ভস্মাবশেষ কয়েকটী প্রাচীর ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ক্যাবেগনারি সাহেব এবং তাঁহার সহচরদিগের মৃতদেহের জন্য অনেক অনুসন্ধান করা হয়, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

১৩ই হইতে ২৫শে অক্টোবর পর্য্যন্ত আলিখেল এবং সুতার-গর্দ্দন স্থানদ্বয় আফগানগণ বিশেষ সাহসের সহিত আক্রমণ করে। কিন্তু জেনারল গাফ্ আসিয়া উক্ত স্থান হইতে আফগানদিগকে দূরীভূত করেন। (Brigadier General Gordon) ব্রিগেডিয়ার জেনারল গর্ডন সাহেব আসিয়া শত্রুগণকে পুনরাক্রমণ করেন। খাইবার বিভাগের সৈন্য ১০ই অক্টোবর জালালাবাদে পঁহুছে এবং ৪ঠা নবেম্বর কাবুল বিভাগের সেনার সহিত একত্রিত হয়। এই সময় জেনারল রবার্ট এক প্রকার নিঃশঙ্ক হইয়াছিলেন। আফগানগণ সময়াভাবে আপনাদের বল বিক্রম সমবেত করিতে না পারিয়া এবং ক্রোধ হয় রাজা বৃটিশ-হস্তে পতিত হওয়ায় হতাশ হইয়া, অতি সহজেই পরাভূত হইয়াছিল। কেবল রসদ না পাইবার আশঙ্কা ভিন্ন বৃটিশ-সেনার পক্ষে অন্য কোন ভয় রহিল না।

আমীর স্বীয় পুত্রকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

জেনারল রবার্ট আফগানিস্থানের কর্ম্মচারীগণকে পূর্ব্ববৎ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ প্রচার করিলেন এবং ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আদেশ পর্য্যন্ত রাজ্যের সমস্ত ভার এবং ধনাগার তাঁহার অধীনে থাকিবে। এই সকল ঘটনার কিছু পূর্ব্বে জেনারল রবার্ট কাবুল এবং তন্নিকটবর্ত্তী দশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সামরিক আইন জারি করিলেন। যে সকল লোক রেসিডেন্সি আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়াছিল, তাহাদিগকে ধরিয়া দিতে পারিলে কিম্বা রেসিডেন্সির লুণ্ঠিত কোন দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দিলে পুরস্কার দিবেন বলিয়া, রবার্ট সাহেব অঙ্গীকার করিলেন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে যে সকল লোক বৃটিশ সেনার গতি রোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ঘোষিত করিলেন; কারণ তাঁহার মতে ঐ সকল ব্যক্তি বৃটিশ সেনার গতির অবরোধ জন্মাইয়া, প্রকৃত পক্ষে তাহাদের আমীরের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিল। কি আশ্চর্য্য রাজনীতি! যে আমীরের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়াছিল বলিয়া, তাহারা বিদ্রোহী হইল, সেই আমীর কি তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন? কোন্ নীতি অনুসারে তাহারা অপরাধী রূপে পরিগণিত হইল, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীগণ ফরাক্কাবাদের জজের বিরুদ্ধে দিল্লীর সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করা বলিয়া, রাজ-বিদ্রোহিতার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল। বোধ হয় জেনারল রবার্টও সেই নীতি অবলম্বন করিয়া আফগানদিগকে রাজবিদ্রোহী বলিয়াছিলেন। রবার্ট সাহেব তাহাদিগকে এতদ্ব্যতীত অস্ত্র ব্যবহারের নিষেধ-আজ্ঞাও

দিয়া ছিলেন এবং প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, কাবুল নগরের এক অংশ ক্যাবেগনারী সাহেবের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধের জন্য ভূমিসাৎ করা যাইবে।

এই সময়ে দুইটী কমিসন নিযুক্ত করা হইল, ক্যাবেগনারী সাহেবের হত্যার অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী এবং রাজদ্রোহী আফগানদিগের বিচার জন্য অপরটী। এই বিচারে জেনারল সরিফ উদ্দিন এবং কাবুলের প্রধান কোতোয়াল অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত এই কমিসনের সাব্যস্ত বিচারে ৭৮ জন আফগানের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। এই প্রকার ফাঁসির হুজুক দেখিয়া, আফগানগণ মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, যখন যুদ্ধ করিলেও মরিতে হইবেক এবং যুদ্ধ না করিলেও শৃগাল কুকুরের ন্যায় প্রাণে বিনাশ হইবে, তখন আর সাম্যভাব অবলম্বনের প্রয়োজন কি? এই বিবেচনায় তাহারা পুনরায় দলবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে জেনারল রবার্ট সাহেবের শোণিত-পিপাসা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তখন তিনি শান্তি সংস্থাপনের জন্য সর্ব্বসাধারণকেই ক্ষমা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিলেন; এবং সেই ঘোষণা শুনিয়া, ৭০০০ সাত সহস্র আফগান সৈন্য স্বীয় স্বীয় যুদ্ধাস্ত্র ইংরেজের নিকট অর্পণ করিয়া আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

এরূপ সদয় ব্যবহার যদি কিছুকাল পূর্ব্বে করা হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় আফগানিস্থানে আর কোনরূপ অসন্তুষ্টির চিহ্ন দেখা যাইত না এবং অতি সত্বরেই আফগান-রাজ্য ইংরেজের অধিকার-ভুক্ত হইত। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষাধিকারের পাঠ

করিলে অবগত হওয়া যায় যে,জন কুল মধ্যবিৎ ব্যবহার কাহাকে বলে জানেন না; অতিশয় কঠোরতা বা অতিশয় নম্রতা, অতিশয় সাহসিকতা বা অতিশয় ভীরুতা, অতিশয় বিশ্বাস কিম্বা অতিশয় অবিশ্বাস ভিন্ন মধ্যবিৎ ব্যবহার জনলুল শিক্ষা পান নাই। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে বারাকপুরে মঙ্গল পাঁড়েকে ভাঙ্গের নেশায় উন্মত্ত থাকা বলিয়া ক্ষমা করিলে এবং মিরাটে যে কতিপয় সিপাহিকে কারারুদ্ধ করা হয়, তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিলে হয় ত, সিপাহী-বিদ্রোহের অবতারণা না হইলেও হইতে পারিত।

যে সময়ে জেনারল রবার্ট সাহেব কাবুলে এবং তন্নিকট-বর্ত্তীস্থানে বৃটিশ-আধিপত্য সংস্থাপিত করিতে ছিলেন, সেই সময়ে হিরাটবাসীগণ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা ব্রতে ব্রতী হইয়া অথবা রাজদ্রোহী (?) হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সময়ে হিরাটে আয়ুব খাঁ ও গজনীতে মোল্লা মুস্কে আলম্ দলপতি হইয়া উঠিয়াছিলেন। মোল্লা মহাশয়ের ধর্ম্ম শিক্ষার এতদূর প্রবল প্রতাপ ছিল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অগণ্য সেনা তাঁহার অধীনে একত্রিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া ইংরেজ এবং ইংরেজ পক্ষীয় সর্দ্দারগণ অত্যন্ত আশ্চর্য্য এবং ভীত হইয়া উঠিলেন। মোল্লার শিক্ষার প্রভাবে আফগান-ধমনীতে পুনরায় জাতীয় শোণিত তীব্রতর বেগে বহিতে লাগিল। ১৮৪১—৪২ খৃঃ অব্দের ঘটনা পুনর্ব্বার অভিনীত হইবার লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। এই সময়ে স্থানে স্থানে দরিদ্র আফগানগণ সাধারণ অস্ত্র লইয়া, হেন্‌রী মার্টিনী-বন্দুকধারী সুশিক্ষিত এবং বিপুল বৃটিশ ধনে প্রতিপালিত বৃটিশ সেনার সহিত যেভাবে যুদ্ধ

করিয়াছিল, তাহার বিবরণ-আফগান-জাতীর ইতিহাস লেখকের হস্ত হইতে আমরা কিছুই প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু ঐ সকল ঘটনার বিবরণ ইংরেজী ইতিহাস হইতে যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রতীতি হয় যে, সংমিলিত আফগানগণকে পরাজয় করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

আফগানগণ দলবদ্ধ হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, ইহা ক্রমশঃ স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। ময়দান প্রদেশের দলপতি বাহাদুর খাঁকে কাবুলে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ করা হয়, তিনি ঐ আদেশ প্রতিপালন না করায়, তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য অল্প সংখ্যক সৈন্য ২৬শে নবেম্বর প্রেরিত হয়। কিন্তু তাহাতেও বাহাদুর খাঁ বৃটিশ আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন না। ঐ সৈন্য তাঁহার দুর্গের নিকট যাইবা মাত্রই, তাঁহার অনুচর গণ গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরে বৃটিশ-প্রেরিত সেনা দুর্গ অধিকার করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই সংবাদ পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ জেনারল বেকার সাহেবকে তথায় পাঠান। জেনারল বেকার সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, বাহাদুর খাঁ তাঁহার তথায় উপস্থিতির পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। তৎপরে তিনি সেই দুর্গ ভগ্ন করিয়া ফেলেন। এই ঘটনা হইতে কাবুলের ঝটিকা প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। নানাস্থান হইতে সংবাদ আসিতে লাগিল যে, জেনারল রবার্ট সাহেবের চতুর্দ্দিকে দেশীয়গণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের বন্ধু সকল ও অল্প সংখ্যক সৈন্য ঘাটে পথে যেখানে সেখানে আক্রান্ত হইতে লাগিল। ঘোড়ার সহিসগণ পদাতিক

বা অশ্বারোহী সৈন্যের আশ্রয় ব্যতীত ঘাস কাটিতে যাইতে অশক্ত হইয়া উঠিল। এই প্রকার গরেলা (লুক্কায়িত) যুদ্ধ দ্বারা ইংরাজকে আফগানবাসীগণ চতুর্দ্দিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এখন জেনারল রবার্ট স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন যে, আফগানবাসীগণ পুনর্ব্বার একত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবে। নানা প্রদেশ হইতে অস্ত্রধারী আফগানগণ আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। আফগান গণের নানাস্থানের সৈন্য একত্রিত হইতে না পারে, এই জন্য জেনারল ম্যাক্‌ফারসন্ এবং জেনারল বেকার প্রেরিত হন। জেনারল বেকার চারদের পথ দিয়া গজনীর সেনা আক্রমণ করিতে যান এবং গজনীতে যে সকল আফগান সেনা পরাজিত হইবে, তাহাদিগকে কোহিস্থানীদিগের সঙ্গে যোগ দিতে সুবিধা না দেওয়ার জন্য, জেনারল ম্যাক্‌ফারসন্ আরগন্দা নামক স্থানে গমন করেন।

১০ই ডিসেম্বর জেনারল ম্যাক্‌ফারসন্ গজনীর সৈন্যকে আক্রমণ করিতে না পারিয়া, কোহিস্থানীদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন। তৎপর দিবসে তিনি গজনীর পথে যাত্রা করেন, এবং ঐ পথে জেনারল ম্যাসি তাঁহার সহিত যোগ দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, জেনারল ম্যাসি সেই স্থানে অশ্বারোহী তোপ খানা সহ ম্যাক্‌ফারসনের সঙ্গে যোগ দিতে আসিয়া, পথি মধ্যে সহসা সৈন্যসহ অতি সঙ্কটাকীর্ণস্থানে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি একস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট অনেক নদী ও খাল বহিতেছে এবং সম্মুখে ১০,০০০ দশ হাজার আফগান সৈন্য তাহাকে বাধা দিবার জন্য অপেক্ষা

করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সৈন্যগণ ঐ আফগান-সেনা আক্রমণ করে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, ঐ সেনা অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া, সেই আক্রমণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আফগানগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অশ্বারোহী সৈন্যকে হটাইয়া দিয়া, নিতান্ত বলবীর্য্যের সহিত বৃটিশ সেনা আক্রমণ করে, এবং ম্যাসি সাহেব ৪টী তোপ শত্রু হস্তে পরিত্যাগ করিয়া, অবশেষে হটিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই সকল তোপ কয়েক দিবস পরে জেনারল রবার্ট এবং ম্যাকগ্রেগর কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল। ঐই সময়ে শত্রু-সেনা সেরপুরের দুর্গে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু ৯২ নং হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্টের দুই দল সেনা দ্বারা তাহাদিগকে বাধা দিয়া রাখা হয়।

১২ ই ডিসেম্বর শত্রুগণকে নিকটবর্ত্তী পাহাড় হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য অক্রমণ করা হয়। কিন্তু ঐ স্থানে শত্রুর বহুসংখ্যক সেনা রণদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে নিযুক্ত থাকায়, আমাদিগের গবর্ণমেণ্টের সেনা একস্থানে কৃতকার্য্য হইয়াও অন্য স্থানে অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জেনারল রবার্ট সেরপুর দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন এবং কাবুল নগরে অনেক গোলাগুলি, বারুদ ও রাজ-কোষ শত্রু-হস্তে পতিত হইল। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে বৃদ্ধ জেনারল এলফিন্‌ষ্টোন যেরূপ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, জেনারল রবার্ট সাহেবও এখন সেইরূপ চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ এলফিন্‌ষ্টোনের ন্যায় জ্ঞানহত ও সাহসবিচ্যুত হইয়া পড়েন নাই।

সেরপুরে যে স্থানে স্কন্ধাবার সংস্থাপিত হয়, সেই স্থান সের আলী কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হইয়াছিল। ঐ স্থানটী দীর্ঘে ২৫০০ গজ এবং প্রস্থে ১,০০০ গজ পরিমিত একটী সমচতুষ্কোণ সমদ্বিভুজ ক্ষেত্র ছিল।

জেনারল রবার্ট সেরপুর দুর্গ অধিকার করিয়া জীর্ণ সংস্কার আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে আফগানদিগের দলবদ্ধ হইয়া, আক্রমণ করিবার উপক্রম দেখিয়া আমীর ইয়াকুব খাঁকে, ইয়াহিয়া জকরিয়া খাঁকে এবং আমীরের উজীরকে বন্দী করিয়া, জেনারল রবার্ট সাহেব ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। ইহা দেখিয়া আফগানগণ আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। ২৩ শে ডিসেম্বর মহম্মদ জান অতিশয় বিক্রমের সহিত রবার্ট সাহেবকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, বন্দী আমীরের পুত্রের পক্ষে তিনি যুদ্ধ করিতেছেন।

উক্ত দিবস প্রাতে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে আফগানগণ হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। সেই দিবস জেনারল রবার্ট কাবুল পুনর্বার অধিকার করেন। জেনারল রবার্ট সেরপুর দুর্গে আবদ্ধ হইয়াছেন সংবাদ পাওয়াতে, গবর্ণর জেনারল অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তৎকালে বিলাত গমনোন্মুখ ইংরেজ সৈন্যদিগকে স্বদেশে যাইতে নিষেধ করেন এবং কেপ হইতে আরও সৈন্য আনাইবার উদ্যোগ করেন। রবার্ট সাহেব ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, চারিদিক হইতে তিনিও সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

সেরপুর দুর্গই যে আফগানগণ আক্রমণ করিয়া ছিল এমত নহে। ঐ ২৩শে তারিখে জগদলক কোটাল নামক স্থানে ইংরেজ

গণ আক্রান্ত হন, ২৪ শে, নর্ম্মান সাহেব আক্রান্ত হন, এবং ২৯শে তারিখে গণ্ডামক আক্রান্ত হয়, এই আক্রমণে সেনানায়ক আস্মতুল্লা খাঁ লাঘমান উপত্যকার ২০০০ হাজার ঘিলিজাই সৈন্য লইয়া গণ্ডামক আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সমুদয় যুদ্ধে আফগানগণ নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া পরাভূত হয়।

১৮৮০ খৃঃ অব্দে মার্চ্চ মাসে গজনী এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে সংগৃহীত আফগানগণকে তাড়াইয়া দিবার জন্য, জেনারল রবার্ট, ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে প্রেরণ করেন। জেনারল ষ্টুয়ার্ট ২৯ শে মার্চ্চ সৈন্য সহ কান্দাহার হইতে যাত্রা করিলেন এবং ৬ই এপ্রিল খিলাতে—ঘিলজাই পঁহুছেন। ১৯শে এপ্রিল তথা হইতে বিনা বাধায় ২৪০ দুই শত চল্লিশ মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া তিনি কোন এক স্থানে উপস্থিত হন। উক্ত দিবস প্রাতে পাঁচটার সময় কুচ আরম্ভ হয় এবং বেলা সাড়ে সাতটার সময় শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয় দলে পরস্পর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর, নিষ্কোসিত-অসিধারী আফগানগণ বিশেষ বীরত্বের সহিত বৃটিশ সেনাকে বারম্বার অক্রমণ করিয়া তাহাদের তোপখানা হটাইয়া দিয়াছিল। কিন্তু এই সময়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারল বার্টর আসিয়া যোগ দেওয়াতে শত্রুগণ একেবারে পরাভূত হয়। এই যুদ্ধে শত্রুগণের অনুমান ২০০০ হইতে ৩০০০ সহস্র সৈন্য হত হয় এবং ইংরাজের ১৭ জন হত ও ১২৪ জন মাত্র আহত হয়। শত্রু সেনা ১৩,০০০ হাজার, এবং আমাদের গবর্ণমেণ্টের ২,৬৫০জন সেনা ছিল। জেনারল ষ্টুয়ার্ট গজনী পঁহুছিবার কিয়ৎ দিবস পরে সংবাদ প্রাপ্ত হন যে, ১৯শে তারিখে পরাজিত হইয়া শত্রুগণ ছত্রভঙ্গ হয় নাই; তাহারা গজনীর নানা স্থানে একত্রিত

হইতেছে। তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ২৩শে এপ্রেল একদল সৈন্য হঠাৎ বাহির হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। সেই আক্রমণে বৃটিশ-সেনা কৃতকার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু শত্রুগণ নিকটস্থ একটী গ্রামে আশ্রয় লওয়াতে, বৃটিশের পুনর্ব্বল বৃদ্ধি পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বৃটিশ সেনা পরাজিত করিতে পারে নাই। নবাগত সৈন্যের সহিত যোগ দিয়া ঐ গ্রাম আক্রমণ করাতে, শত্রুগণ গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং ইংরাজ অশ্বারোহী পলায়নোন্মুখ অনেক সৈন্যকে হত করিয়াছিল। এই সংগ্রামের দুই দিবস পরে সৈন্য সহ জেনারল ষ্টুয়ার্ট গজনী পরিত্যাগ করিয়া কাবুল যাত্রা করেন।

এই সময়ে চতুর্দ্দিকে মহা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। সৈন্যের সহায়তা ভিন্ন পশুগণের আহার্য্যাহরণের জন্য সহিস ও উষ্ট্রের চাকরগণ বাহিরে যাইতে অক্ষম হইয়া উঠিল, অল্প সংখ্যক সেনা পথে ঘাটে পাইলে, গাজিগণ * ও আফগানসেনা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, আফগানকে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অধীন করিয়া রাখা সহজ নয়। কিন্তু এই উচ্ছৃঙ্খলময় প্রদেশ কাহার হস্তে দিয়া ফিরিয়া আসিবেন? যে প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট ছিল, তাহা ইয়াকুবের নির্ব্বাসনের সঙ্গে ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সকল সর্দ্দারগণই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, কাহারও আদেশ কেহ মান্য করে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ব্যতীত আর সকল সম্বন্ধেই তাহাদের পরস্পর বিভিন্নমত। এই

* ধর্ম্মের জন্য যাহারা যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে "গাজি" বলে।

সময়ে আমীর সের আলীর ভ্রাতস্পুত্র আবদার রহমান আফগান রঙ্গ ভূমিতে আসিয়া উদয় হইলেন। আবদার রহমান্ সের আলীর ভ্রাতা আফজাল খাঁর পুত্র। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে আবদার রহমান সের আলী কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া, আফগানিস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া, সীমান্ত প্রদেশের বহির্ভাগে রুষ গবর্ণমেণ্টের অর্থ দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছিলেন। আবদার রহমান এই গোলযোগের সময় কতিপয় সহচর সহ আফগানিস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সের আলীর জীবিত কালে তিনি যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তদ্দৃষ্টে আফগানগণ তাঁহার অধীনতা অতি সহজেই স্বীকার করিবে। বৃটিশগবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট পত্র লিখিতে লাগিলেন এবং আফগানিস্থানের আমীরের পদ তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করিলেন। বৃটিশের সহায়তায় আমীর পদ প্রাপ্ত হইলে, স্বদেশবাসীর নিকট ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন না বিবেচনা করিয়া, গোপনে ইংরেজের বন্ধুত্ব ও আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, প্রকাশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যুদ্ধায়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রস্তাবে আফগানগণ উন্মত্ত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ দিতে লাগিল। অতি অল্প দিবসের মধ্যেই তিনি কাবুলে আমীররূপে অভিষিক্ত হইলেন। বৃটিশ-সেনা কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিল, কিন্তু পথে বৃটিশ-সেনার উপর আফগানগণ কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, এ বিষয়ে আবদার রহমান অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। এই সময় ইয়াকুবের ভ্রাতা আয়ুব হিরাটে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সের আলীর রাজত্ব সময়ে ইয়াকুব ও আয়ুব উভয়েই এক

প্রকার স্বাধীন ভাবে হিরাটে রাজত্ব করিতেছিলেন। ইয়াকুবকে আমীর শের আলী প্রলোভন দেখাইয়া কাবুলে আনয়ন পূর্ব্বক কারারুদ্ধ করিলেন, এবং আয়ুব পলাইয়া পারস্য গবর্ণমেণ্টের আশ্রয় লন। বৃটিশ-সেনা কাবুল আক্রমণ করিলে, সের আলী কাবুল পরিত্যাগ করিয়া গেলে পর আয়ুব পুনবায় আসিয়া হিরাট অধিকার করেন। গণ্ডামকে ইয়াকুব খাঁ ইংরাজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে আয়ুব অনুমোদন করেন নাই। ইয়াকুব ভারতবর্ষে নির্ব্বাসিত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া, কান্দাহারের ওলি সের আলি সাকে আক্রমণ করিবার জন্য আয়ুব সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৮ই জুন তিনি হিরাট হইতে কান্দাহার অভিমুখে যাত্রা করেন। ওলি সের আলিকে আক্রমণ করিবার জন্যই তিনি কান্দাহারে আসিতেছেন, এমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও তাঁহার আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্য ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পথি-মধ্যে তাঁহার শক্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল, এবং যে যে প্রদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সেই প্রদেশের প্রাপ্য রাজকর সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন। হেলমন্দ নামক স্থানে পঁহুছিলে তাঁহার অধীনে অনেক সৈন্য ও তোপ সংগৃহীত হইয়াছিল।

এই সময়ে কান্দাহারে জেনারল প্রিম রোজ চারি সহস্র সৈন্য সহ অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং এই সৈন্যই কান্দাহার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান রক্ষার নিমিত্ত প্রচুররূপে বিবেচিত হইয়া-ছিল; এতদ্ব্যতীত, কান্দাহারের ওলি সের আলীর অধীনেও অনেক দেশীয় আফগান সেনা ছিল।

এই সময়ে লাট রিপণ্ সাহেব আয়ুবের আক্রমণ সংবাদ

পাইয়া, ষ্টেট্ সেক্রেটারির নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাফ্ করিয়াছি-লেন যে, হেলমন্দের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বৃটিশের সাহায্য ব্যতীতও কান্দাহারের উলি আয়ুবকে বাধা দিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু আয়ুব ফারাতে পঁহুছিলে তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রচুর সৈন্য গিরিসিকে পাঠান যাইবে। প্রয়োজন ব্যতীত কোন সৈন্য পাঠান যাইবে না। এই ভাবের সংবাদ প্রেরণ করিয়া তদনু-যায়ী আদেশ প্রিম্‌রোজ্ এবং ফেয়ার সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। লর্ড রিপন এবং হোম গবর্ণমেণ্ট উভয়ে বুঝিয়া-ছিলেন যে, উলি সের আলীর সৈন্য আয়ুবকে বাধা দিবার পক্ষে প্রচুর হইবে। সৈন্য পাঠাইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইবা-মাত্রই জেনারল ফেয়ার সাহেবের সৈন্যসহ কান্দাহারে যাইয়া জেনারল প্রিম্‌রোজ্ ও বরোকে সাহার্য্য করা যে একান্ত অস-ম্ভব, তাহা গবর্ণর জেনারল্ বাহাদুর বিবেচনা করিতে পারেন নাই। এই স্পষ্ট লক্ষিত আশঙ্কা কার্য্যতঃ পরিণত হইয়াছিল। জেনারল রবার্ট সাহেব দুই মাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে কান্দাহারে পঁহুছিবার পর জেনারল ফেয়ার তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। জেনারল ফেয়ার সাহেবের সৈন্য দ্বারায় জেনারল প্রিম্‌রোজ্ এবং বরো সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রত্যাশাতে গবর্ণর জেনা-রল কান্দাহারে অন্য সৈন্য পাঠান নাই।

১১ই জুলাই জেনারল বরো ২,৬০০ সৈন্যসহ কান্দাহার হইতে হেলমন্দে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এই স্থানে অন্য একটী আদেশের বাধ্য হইয়া নদীর অপর পারে যান নাই। তৎকালে উলি সের আলী হেলমন্দ নদীর অপর পারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আয়ুবের আগমনের সম্বাদ পাইয়া, উলি

জেনারাল বরোকে তাঁহার সহিত যোগ দিবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন। এবং ইহাও তিনি তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা যাইতেছে। অবশেষে তিনি স্বয়ং আসিয়া জেনারল বরোকে ঐ বিদ্রোহী সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদুত্তরে বরো তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যদি সৈন্যসহ নদীর এপারে আসিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিবেন, স্পষ্টাদেশের বিরুদ্ধে তিনি নদী পার হইতে পারিবেন না।

তৎপর দিবস ১৩ই জুলাই উলি সৈন্যসহ নদী পার হইবার চেষ্টা করাতে, কাবুলী রেজিমেণ্ট সৈন্য স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তোপ, যুদ্ধ সামগ্রী সমুদয় কাড়িয়া লইল এবং উলী ও তাঁহার অশ্বারোহীদিগকে নদীর অপর পারে তাড়াইয়া দিলেক।

জেনারল বরোর সৈন্য কিছুকাল পরে নদী পার হইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিল, ঐ আক্রমণে বিদ্রোহীদিগের অধিকাংশ পলাইয়া গিয়া আয়ুবের সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া তাঁহার সৈন্য সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিল। বরো ইহার পর হেলমন্দ ছাড়িয়া খুস্কিনাখদ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন।

যদি তিনি ঐ স্থানে থাকিতেন, তবে আয়ুবের কিছু ক্ষতি করিতে পারিতেন, কিন্তু রাত্রিকালে হটাৎ শত্রু আসিয়া আক্রমণ করে, এই ভয়ে, দুইবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ২৭শে জুলাই শত্রু অতি নিকটবর্ত্তি হইয়াছে জানিতে পারিয়া, বরো সাহেব তাঁহার অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহার অধীনে মোট

২,৭৩০ শত যোদ্ধাছিল, শত্রু সংখ্যা প্রায় ১৮ হইতে ২৫ হাজার ছিল। যে ২ রেজিমেণ্ট বরো সাহেবের অধিনেছিল, তাহার নাম পার্শ্বে দেওয়া গেল :—

তৃতীয় বোম্বে অশ্বারোহী।
তৃতীয় সিন্ধু অশ্বারোহী।
৬৬নং রেজিমেণ্টের।
৬ কম্পেনী।
১নং বোম্বে গ্রেনেডিয়ার।
৩০নং বোম্বে দেশীয় পদাতী।
ইং ব্যাটারী।
বি ব্রিগেড্ R-H-A।
এবং কতকগুলি "সেপার"

৬৬ নং সেনা এই যুদ্ধে অতিশয় বিরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। ১৮৮০ সালের ৩০ শে আগষ্ট জেনারল বর্ব্বো সাহেব যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এইরূপ লিখিতছিল!—"২৭ শে জুলাই প্রাতে ৬—৩০ মিনিটের সময় সৈন্যের কুচ আরম্ভ হয়। কিন্তুকমিসরিয়েটের সংগৃহীত অনেক দ্রব্য সামগ্রী থাকাতে ঐ সকল রক্ষা করা ভাররহ কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সকল জিনিষপত্র রাখিয়া গেলে পুনরায় পাইবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং আমার ক্ষুদ্র সৈন্যকে আমি বিভাগ করিয়া আরও দুর্ব্বল করিতে সাহসী হই নাই।"

জেনারল বরোর ইচ্ছা ছিল যে, মৈওযান্দ নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় শিবির সংস্থাপন করেন। কিন্তু কিছুদূর যাইতেই শত্রুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ তোপ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শত্রুগণ পদাতি সৈন্যকে মধ্যে রাখিয়া, দক্ষিণে অশ্বারোহী ও বামে কতকগুলি গাজি দাঁড় করাইয়াছিল, এবং অনেক সৈন্য পশ্চাতেও রাখিয়াছিল। যে সময়ে উভয় পক্ষ হইতেই কামান দাগা হইতেছিল, সেই সময়ে গাজিগণ ইংরাজের দ্রব্য সামগ্রী

লুট করিবার জন্য দুই বার চেষ্টা করে, কিন্তু দুই বারই অকৃত-কার্য্য হইয়াছিল।

বেলা দুইটার সময় আফগান সেনা অলক্ষিতভাবে ইংরেজ সেনার ৪০০ গজ দূরে ২টী কামান সংস্থাপিত করে। বৃটিশ-পদাতি এই সময়ে আফগান সেনার উপর অজস্র গোলা বৃষ্টি করিতে লাগিল; কিন্তু ঐ সকল গোলাগুলি দ্বারা তোপ সকল পশ্চাতে হটাইতে পারা গেল না। বেলা ৩টার সময় গাজিগণ অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করিয়া "রাজকীয় গোলন্দাজ" সেনার মধ্যস্থিত লেফ্‌টেনাণ্ট ম্যাক্‌লেন্‌ সাহেবকে ধৃত করিয়া লইয়া যায়। ৩০ নং বোম্বে পদাতি এবং বক্রী তোপখানা হটিয়া আইসে। এই সময়ে সেনাগণের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপ-স্থিত হয়। গাজিগণ, বোম্বে গ্রেনেডিয়ারগণ এক সঙ্গে মিশিয়া যাইয়া ৬৬নং রেজিমেণ্টের উপর পড়ে এবং তাহাদিগকে নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। এইক্ষণ জেনারল ররো সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সময়ে অতিরিক্ত সেনা থাকিলে অনেক উপকার হইতে পারিত কিন্তু তাহা ছিল না। যে পরিমাণে অশ্বারোহী ছিল, তাহারাও গাজিগণকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তখন অশ্বাভাবে ঘোড়চড়ি তোপগুলি একে একে শত্রুর হস্তে পতিত হইতে লাগিল। পদাতিকগণ অতিশয় বিশৃঙ্খলভাবে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। রসদবাহক পশুগণও যে পথে কান্দাহারাভিমুখে রওনা হইয়াছিল সেনাও সেই পথাভিমুখে পলায়নপর হইল; পথে জল পিপাসায় কাতর হইয়া অনেকেই গতাসু হইয়াছিল। এই

যুদ্ধে ব্রিটিশপক্ষীয় প্রায় ১০,০০ এক হাজার সৈন্য হত হয়। পর-দিবস পথিমধ্যে ব্রুক্ সাহেবের সৈন্যের সহিত একত্রিত হইয়া বক্রী সৈন্য কান্দাহারে আসিয়া উপস্থিত হয়। মেওয়ান্দের দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া জেনারল প্রিম্রোজ কান্দাহার নগরে আশ্রয় গ্রহণ করাতে আয়ুব কান্দাহারের নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়া যুদ্ধের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। জেনারল প্রিম্রোজ কান্দাহারে আবদ্ধ হইয়াছেন শ্রুত হইয়া, জেনারল রবার্ট কাবুল হইতে দ্রুতগতিতে তথায় উপস্থিত হইয়া, আয়ুবকে পরাজিত করিয়া প্রিম্রোজকে উদ্ধার করেন। আমীর আব্দার রহমান্ রসদ ইত্যাদির সহায়তা করিয়াছিলেন। কান্দাহারে বহুসংখ্যক সৈন্য রাখিয়া জেনারল রবার্ট সাহেব বক্রী সৈন্যসহ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

খাইবার পরিত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, লেউণ্ডী কোটাল ও আলী মস্জিদ নামক দুইটী দুর্গ ইংরাজগণ আফ্রিদি জাতির হস্তে অর্পণ করিয়া আইসেন।

কোরাম অন্য এক হিতৈষী সম্প্রদায় আফগানগণের হস্তে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তৎপর কান্দাহারও ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আব্দার রহমান্ খাঁ ব্রিটিশ সাহায্যে আমীর পদ প্রাপ্ত হইলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে বার্ষিক ১২ অথবা ২৫ লক্ষ টাকা এবং প্রয়োজনমত গোলাগুলি ও বন্দুক দিবেন, বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সেই অঙ্গীকার অনুসারে এখনও তিনি অনেক বন্দুক, গোলা ও বারুদ এবং অঙ্গীকৃত টাকা বর্ষে বর্ষে প্রাপ্ত হইতেছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ভবিষ্যতে তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন।

———

একাদশ অধ্যায়।

আফগানিস্থান সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কি ব্যবহার করা উচিত।

এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে "নানা মুণির নানা মত ?" তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটী আমরা নিম্নে বিবৃত করিব।

প্রথম। হিরাটের সহিত সমুদয় আফগানিস্থান বৃটিশ রাজ্যে ভুক্ত করা।

দ্বিতীয়। আফগান-রাজ্য সাধ্যানুসারে সুরক্ষিত করিয়া উপযুক্ত দেশীয় সর্দ্দারের অথবা সর্দ্দারগণের হস্তে শাসন-ভার প্রদান করিয়া কান্দাহারসহ অথবা কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক সীমার পশ্চাৎভাগে বৃটিশগবর্ণমেণ্টের আসিয়া বাস করা।

তৃতীয়। প্রায় সমুদয় আফগান রাজ্য পরিত্যাগ করা উচিত, এবং বর্ত্তমান সীমা পর্য্যন্ত অধিকারে রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য।

১ম। আফগান দেশ অধিকার করিতে পারিলে যে নিতান্ত মঙ্গলের বিষয় তাহার সন্দেহ নাই এবং ঐরূপ অধিকার করাও নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ঐ উদ্ধত জাতিকে পরাজিত করিয়া শাসনে রাখা যে কি পর্য্যন্ত কষ্টকর তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জ্ঞাত আছেন। তবে আফগানদিগের গৃহ বিবাদে যোগ দান করিয়া ক্রমশঃ তাহাদিগকে অধীন করা যাইলে যাইতে পারে। কিন্তু সেই সকল সুবিধা বৃটিশগবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে হারাইয়াছেন।

এখন কান্দাহার পর্য্যন্ত অধিকারের সুবিধা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইয়াছে। এই ঘিলিজাই বিপ্লব উপলক্ষে কান্দাহার অধিকার করা বৃটিশের একান্ত উচিত। কিন্তু যে ভাবে কান্দাহার অধীন রাখিতে হইবে, তাহা আমরা পরে বলিতেছি। সমুদয় আফগানিস্থান বৃটিশ-অধিকার ভুক্ত করা, অথবা সমুদয় আফগানিস্থান একজন প্রবল সর্দ্দারের হস্তে রাখা এ উভয়েই অসঙ্গত; প্রথমতঃ সমুদয় আফগানিস্থান অধিকার করা সুকঠিন, এবং অধিকার করিতে পারিলেও, অধিকৃত আফগানিস্থান উচিত মত শাসনাধীনে রাখা একান্ত ব্যয় বাহুল্যের কার্য্য ও সুকঠিন হইবে। দ্বিতীয়তঃ সমুদয় আফগানিস্থান একজন সর্দ্দারের অধীনে রাখিলে তাহাকে বিশ্বাস করা অন্যায়। আর সমুদয় আফগানিস্থান বৃটিশ-রাজ্য ভুক্ত করিলেও আফগানগণ সুবিধা পাইলেই প্রতিহিংসা সাধনের চেষ্টা করিবে।

২য়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটী সঙ্গত। বৈজ্ঞানিক সীমা পর্য্যন্ত আমাদিগের অধিকারে রাখিয়া বক্রী আফগানিস্থান কোন বাধ্য সর্দ্দার কি সর্দ্দারগণের হস্তে রাখা সঙ্গত।

কিন্তু সমগ্র আফগানিস্থান কোন একটী প্রবল সর্দ্দারের হস্তে রাখা নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। দুই কি ততোধিক সর্দ্দারের অধীনে রাখাই সঙ্গত। সমগ্র আফগানিস্থান কোন এক প্রবল সর্দ্দারের হস্তে রাখা, যে নিতান্ত অসঙ্গত তাহা অনেকেই স্বীকার পাইবেন; প্রথমতঃ আফগান সর্দ্দারগণকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যে সর্দ্দার বৃটিশগবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিবেন, তিনি ধর্ম্মবুদ্ধিরত সন্ধির নিয়ম পালন করিতে বাধ্য থাকিলেও তাঁহার সৈন্য এবং প্রজাগণ যে

তাঁহার বাধ্য হইয়া চলিবে তাহার বিশ্বাস কি? ভারতবর্ষের লুণ্ঠিত ধন দ্বারাই আফগান রাজ্য সংস্থাপিত এবং প্রতিপালিত। যত দিন ভারতের লুণ্ঠিত ধন দুরাণীপরিবার-সম্ভূত সদোজায়ীদের হস্তে ছিল, তত দিন আফগান-রাজ্যের গৌরবও ছিল। প্রায় লাহোর পর্য্যন্ত আফগান রাজ্য ভুক্ত ছিল। হিন্দুস্থান লুণ্ঠন করিবার আশা সর্ব্বদাই আফগানদিগের মনে জাগরিত আছে।

এতদ্দেশে দিল্লী অঞ্চলের মুসলমানগণ বানর নাচাইবার সময় একটা বড় বানরকে সিপাই সাজাইয়া বলে "চল মিয়া লড়াইমে চল"। সেই প্রকার কাবুলী বানরওয়ালাগণ বলে, "চল মিয়া হিন্দুস্থান লুটনে কো চলো।" হিন্দুস্থান লুটিবার এই যে চিরা-গত আশা, রুষ আক্রমণের সুবিধা পাইয়া আফগানগণ কি পরি-ত্যাগ করিয়া বৃটিশের অনুগত হইবে? বৃটিশগবর্ণমেণ্ট কি প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে বাধ্য রাখিবেন, বুঝিতে পারি না। আফগানগণের ন্যায় পারস্যবাসীগণও ইংলণ্ড এবং রুষি-য়ায় ভারতবর্ষ লইয়া যুদ্ধ সংঘটন হইলে, বহুল অর্থ পাইবার আশায় বসিয়া রহিয়াছে। মেগ্রেগার সাহেবের মতে পারস্য-জাতীয় বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিয়া আফগান ও তুর্কিদিগের সহিত বন্ধুত্ব রাখা উচিত। মেগ্রেগার সাহেবের খোরাসান ভ্রমণ, ১ব, ১৫৪ পৃঃ।

এস্থলে পুনরায় আমরা বলি যে, আফগানগণকে দুর্ব্বল অবস্থায় রাখাই বৃটিশগবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ভারতবর্ষবাসীগণকে অস্ত্র-শূন্য করিয়া আফগানগণকে অর্থ এবং অস্ত্র দ্বারা বলীয়ান করা যে কোন নীতি সঙ্গত, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ... রুষ ভারত আক্রমণ করিলে আফগানিস্থান

বৃটিশের বন্ধু হইবে এবং ভারতবাসী শত্রু হইবে, এ বিশ্বাসের যে কারণ কি তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে একত্রিত হইয়া রুষ ভারত আক্রমণ করিলে, তাহার বিষময় ফল কি ভারতবাসী সহ্য করিবে, না আফগানবাসী? ঈশ্বর করুন, যে সেই অশুভদিন আমাদিগের যেন না দেখিতে হয়। রুষ দস্যু পার্ব্বত্য দৈত্যগণের সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলে, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট কি প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পরিবারকে তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? যে প্রকার সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহী আসিয়া বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, ভারতবর্ষের নিরস্ত্র এবং দুর্ব্বল অবস্থায়, সেই প্রকার অতি অল্প সংখ্যক সেনা যে দিকে যাইবে সেই দিকেই আধিপত্য সংস্থাপন করিতে পারিবে, এবং রসদ বহিবার পশু ইত্যাদি অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে। ১০ জন অশ্বারোহী গেলে ১০।১২ টা গ্রামের লোককে কুলী করিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। রুষ ভারতবর্ষের শিখ কিম্বা গুরখা সৈন্যের প্রত্যাশা করে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি মনে মনে চিন্তা করেন যে, কোন রূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে এতদ্দেশীয় করদ ও মিত্র রাজাগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে, তাহা হইলে এটী নিতান্ত ভ্রম। যদিও এই সকল রাজাগণ ইংরেজ কর্ত্তৃক অনেক বৈষয়িক ও আর্থিক এবং মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকুন, তথাপি বৃটিশগবর্ণমেণ্টের চিতাধূম না দেখিয়া তাঁহারা কখনই রুষ পক্ষাবলম্বন করিতে সাহসী হইবেন না। এই সকল পুতুল রাজগণকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কি রুষের বিশেষ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে রুষ আসিয়া কোন পশু ক্রয় কি ভাড়া না পাইতে পারে, পালকি

বেহারা বা ভিস্তি, কিম্বা খানাসামা খেতমতগার ইত্যাদি না পাইতে পারে, লোভি বণিকদের নিকট রসদ ক্রয় করিতে না পাইতে পারে, তৎপক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কি উপায় অবলম্বন করিতে পারেন? "আমাদের রাজ্যে রুষকে আসিতে দিব না"—এইরূপ একটী জাতীয় ভাব যে পর্য্যন্ত না ভারতবাসীর মনে উদ্দীপন করিয়া দেওয়া যাইবে তাবত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিষ্কণ্টক হইবার কারণ নাই। যে প্রলোভী আফগানগণ ধন তৃষ্ণায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছে, সেই লোভী আফগানগণ ধন লোভে রুষের সহায়তা কি করিবে না? প্রথম পঞ্জাব যুদ্ধে পঞ্জাবীগণ যেরূপ ইংরেজকে বলিবর্দ্ধ ও অন্য বাহক পশু ইত্যাদি কেরায়া দিয়াছিল, তাহারা কি রুষ আগমনে সেইরূপ তাঁহাদিগকেও বাহক পশ্বাদি কেরায়া দিবে না? যে সকল মুসলমানগণ ৮।১০ টাকা বেতন পাইয়া শুকর মাংস রন্ধন করিতেছে, তাহারা কি ১৬ টাকা বেতন পাইলে রুষের নিকট চাকুরী স্বীকার করিবে না? যে সকল পুলিষ সব-ইনেস্পক্টরগণ ৫০।৬০ টাকা বেতন পাইয়া মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পুলিষ সুপরিণ্টেন-ডেণ্ট সাহেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র লোককে অপমান করিতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না, তাহারা কি সুবিধা ও প্রলোভন পাইলে পুরাতন প্রভুকে অপমান করিতে কষ্ট বোধ করিবে? স্বদেশীয়দিগের অন্তঃকরণে জাতীয় জীবন উদ্দীপন করা ব্যতীত এই সকল অসুবিধা দূরীভূত করিবার অন্য উপায় নাই।

"আমাদের ভারতে রুষ প্রবেশ করিতে দিব না" এই ভাবটী যখন সমগ্র ভারতে জাগরিত হইবে তখন শত শত রুষ আসিয়া

ও কিছু করিতে পারিবে না। আজকাল বাঙ্গালর প্রতি গবর্ণমেণ্টের একটু বিদ্বেষ ভাব লক্ষিত হয়; ইংরেজী সংবাদ পত্র পাঠে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট একমাত্র বাঙ্গালীকেই রাজদ্রোহী বলিয়া আশঙ্কা করেন। সে দিন "পাইওনিয়ার পাঠে অবগত হইলাম যে রুষিয়ার নিহিলিষ্টদিগের সঙ্গে বাঙ্গালীর তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা বিলক্ষণ জানি, যে যদি অদ্যই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে আগামী কল্যই আমাদের স্ত্রী পরিবারগণকে অবরোধ কামিনী (খাওয়াস) করিয়া নবাব সাহেবদের সন্তুষ্টি করিতে হইবে। বাঙ্গালী কখনই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিদ্বেষী নহে, তবে তাহাদের অপরাধ যে মধ্যে মধ্যে তাহারা দুই একটী সত্য কথা বলে এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করে।

তৃতীয়।—সমগ্র আফগানিস্থান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া আসা একান্ত ভ্রমের কার্য্য। এক সময়ে (Masterly in activity) অর্থাৎ রুষ বিষয়ে কোন কিছুতে মনযোগ না দেওয়া সঙ্গতছিল, কিন্তু ভারবর্ষের দ্বারদেশে আসিয়া মধুচক্র ভাঙ্গিয়া মধু ভক্ষণ করিবার জন্য রুষ-ভল্লুক জিহ্বা লেহন করিতেছে। বৃটিস সিংহের এখন নিদ্রা যাইবার সময় নয়।

চতুর্থ।—যে ভাবে আফগানিস্থান সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমরা নিম্নে বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; আফগানিস্থানের শাসন-কর্ত্তা ইংরাজের অনুরক্ত হইলেও যে আফগানবাসী ইংরেজ বিরোধী হইতে পারে, তাহার উদাহরণ অনুসন্ধান করিবার জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। ক্যাবেগ-নেরির হত্যাকাণ্ড এবং বর্ত্তমান জিলজাই বিপ্লবই যথেষ্ট

খাইবার হইতে কোয়েটা, পর্য্যন্ত একটা রেখা টানিলে যে সকল স্থানের উপর দিয়া ঐ রেখা পড়িবে, তাহাকে বৈজ্ঞানিক সীমা বলা হইয়া থাকে। কোরাম সিবি ও পিশিন প্রভৃতি দেশ এবং কান্দাহার বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে রাখা উচিতছিল। উন্নতিশীল মন্ত্রীগণ কি বিবেচনায় যে কান্দাহার ছাড়িয়া দিলেন তাহা বুঝিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, প্রয়োজন হইলে যখন ইচ্ছা, তখনই কান্দাহার অধিকার করা যাইতে পারে। ভাল ডুবরি চাকর আছে বলিয়া হস্তস্থিত মহামূল্য মণি মুক্তা সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়াও যেরূপ, কান্দাহার ছাড়িয়া দিয়া, পুনরুদ্ধারের আশাও সেইরূপ। আফগানিস্থান কখনই একজনের অধীনে ছিল না। একজন ভ্রাতা যদি সমগ্র আফগানিস্থানের আমীর হইয়া কাবুলের সিংহাসনে বসিতেন, তাহা হইলে অন্যান্য ভ্রাতাগণও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত গবর্ণরী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাজ্য শাসন করিতেন। বৃটিশ অর্থের সাহায্যে কেবল মাত্র সের আলী কয়েক দিবসের জন্য আফগানিস্থানের অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার বিপক্ষে বহুতর শত্রু দণ্ডায়মান হইয়াছিল, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন আফগানিস্থান আক্রমণ করেন তখন সহায় অভাবে তাঁহার দেশ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই আবহমানিক নিয়মের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাহায্যে যিনিই আফগানিস্থানের একমাত্র অধীশ্বর হইবেন তাঁহারই রাজ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং প্রজাপুঞ্জের বিষ দৃষ্টিতে পড়িতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় প্রথমতঃ কাবুল ও গজনি একজনের আধিপত্যে ও কান্দাহার এবং হিরাট অপর দুইজনের অধিনে রাখিয়া সকলকেই রাজ্য

সুশাসনের জন্য সাহায্য করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচিত। এবং সেই অভিপ্রায় সাধন জন্য হিরাটে ছয় সহস্র, কাবুলে ছয় সহস্র, গজনিতে চারি সহস্র, কান্দাহারে চারি সহস্র, এবং জালালাবাদে চারি সহস্র বৃটিশ-সৈন্য রাখা উচিত এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন রাজনৈতিক কার্য্য নির্ব্বাহক (Political officer) নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য এবং যে প্রদেশ যতদূর পর্য্যন্ত ইংরেজ শাসন বুঝিতে পারিবে, সে প্রদেশে ততদূর পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক রাজ্য-শাসনে সভ্য প্রণালী প্রচলিত করিতে হইবেক এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠিত সর্দ্দারকেও রাজ্য-শাসন বিষয়ে বন্ধুভাবে শিক্ষা ও উপদেশ দিতে হইবেক। ক্রমশঃ স্কুল ও মাদ্রাসা প্রভৃতি স্থাপন পূর্ব্বক পাশ্চাত্য শিক্ষার আংশিক সাহায্যে আফগানদিগের উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ দমন করা যাইতে পারিবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বীজ একবার আফগান ভূমিতে উপ্ত হইলে, এখন যে দেখা যাইতেছে, গজনীর পার্ব্বত্য জাতির এত অদমনীয়তা তাহাও সময় বিশেষে কমনীয়ত্ব লাভ করিবে, দুর্দ্দান্ত আফগানজাতিও সুসভ্য হইতে পারিবে। এক্ষণে আবদার রহমানকে যে টাকা দেওয়া হইতেছে (তাহা ১২ কি ২৫ লক্ষ টাকা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না) সেই টাকা সর্দ্দারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া উচিত, আর যদি ২৫ লক্ষ টাকা এইক্ষণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে ১২ লক্ষ টাকা সর্দ্দারগণের মধ্যে ন্যায্যানুরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, বক্রী ১২ লক্ষ আফগানিস্থানে সৈন্য রক্ষাহেতু বাজেয়াপ্ত করা উচিত। একজন সর্দ্দারকে অর্থ এবং অস্ত্র দ্বারা প্রবল করা ভ্রমমাত্র; ইহাতে উপকার হওয়া একান্ত

অসম্ভব, কিন্তু অপকার বিলক্ষণ হইতে পারে, অপর দিকে সর্দ্দারগণের মধ্যে আফগানিস্থান বিভাগ করিয়া দিলে একে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বৃটিশের বিপক্ষতাচরণ করিবে না? অন্ততঃ বিপ্লব উপস্থিত হইলেও দুই একটী বৃটিশ পক্ষে থাকা একান্তই সম্ভব।

পাঞ্জদের নিকট যে সকল সারক এবং টেকি জাতি বাস করে তাহারা আফগানগণের দুর্ব্ব্যবহারে তাহাদের প্রতি একান্ত বিরক্ত আছে। পাঞ্জদের যুদ্ধে আফগানগণ পরাভূত হইলে, বৃটিশ-শিবির লুঠ করিবার জন্য আলিখাওফ, সারক এবং টেকিদিগকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছিলেন।* কিন্তু বৃটিশ কর্ম্মচারীর সদ্ব্যবহারে সারকগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল বলিয়া, তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করে নাই। গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আফগানদিগের প্রতি বিরক্তি সত্বেও বৃটিশের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছিল, কিন্তু বৃটিশ-শিবির সেখানে না থাকিলে এই সারকগণ আফগানদিগের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করিত, কেবল বৃটিশ কর্ম্মচারীর অনুরোধে তাহা করে নাই।* এই কারণে আমাদের প্রতীতি হয় যে, আফগানিস্থান তিনচারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ৩।৪টী সর্দ্দারের হস্তে রাখিলে এবং বৃটিশ সৈন্য দ্বারা তাহাদিগকে সংরক্ষণ করিলে আফগানগণ কখনই একদল হইয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, সম্ভবতঃ সকলেই বৃটিশের সহায়তা করিবে। আফগানদিগের মধ্যে অনেক জাতি আছে, এই সকল জাতিগণের মধ্যে কখনই সৌহৃদ্য ও একতা ছিল না

* England and Russia face to face (By Cap. Yate) P. 387. P. 338. P. 384. P 387

এবং শীঘ্র হইবারও সম্ভাবনা নাই। এই সকল জাতি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে অহিতাচরণ করিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সর্দ্দারগণকে রাজ্য-শাসন বিষয়ে পরামর্শ দিলে অতি সত্বরেই সমুদয় আফগানিস্থান বৃটিশের অনুরক্ত হইয়া পড়িবে; এবং বৃটিশ-বাণিজ্য ক্রমশই তাহাদের মধ্যে বিস্তারিত হইলে, অতি সত্বরই পাশ্চাত্য সভ্যতার উপকারিতা তাহারা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু সর্ব্বদাই অতি সতর্ক হইয়া এমত ভাবে কার্য্য করিতে হইবে যে, তাহারা বুঝিতে পারে যে, বৃটিশগবর্ণমেণ্ট আফগানিস্থান অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছেন না এবং বৃটিশগবর্ণমেণ্টের আফগানিস্থান অধিকার-করিবার কোন প্রয়োজনও নাই। আমাদের বিবেচনায় আফগানগণকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। রুষিয়া অগ্রসর হইতেছে—হউক না, তাহাতে ভয় কি? রুষিয়ার রেলওয়ের পাশাপাশি আমাদেরও রেলওয়ে নির্ম্মিত হইবে। উভয় ষ্টেসন উভয়ের দ্বারা উপকার লাভ করিবে। ভারতবর্ষের শস্যাদি দ্বারা আফগান এবং পারস্যকে আহার প্রদান করিব, গুজরাট এবং বারাণসীর কিনখাব দ্বারা তাহাদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া দিব, বাঙ্গালার পক্ক কণ্টকী এবং আম্র ফল দ্বারা সর্দ্দারগণকে উপঢৌকন দিব, কাবুলের পক্ক মেওয়া দ্বারা চৌরঙ্গীর টেবল সাজাইব—আফগানবাসী ষ্টেসন মাষ্টারগণ বাঙ্গালী ভ্রকণকান্তীকে বলিবে (Sir, please ticket) মহাশয়, টিকিট চাই? এই সকল মঙ্গলজনক কার্য্য কি সমাধা হইতে পারে না? অনেকে বলেন যে, যত মাইল বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইবে, তত মাইল রুষের দুরন্ত কমিয়া যাইবে, সুতরাং রুষের পথও পরিষ্কার হইবে।—এই

ভীরু-যুক্তি অবলম্বন করা সঙ্গত বিবেচিত হইলে এবং রুষ হইতে দূরে থাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে সমগ্র পঞ্জাব পরিত্যাগ করিয়া আসিলে আরও ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে রুষ আরও অধিক দূরে রহিবে। সর্ব্বদা রুষকে এইরূপ ভয় করিয়া কতকাল চলিতে হইবে—আমরা ভীরু বাঙ্গালী তাহা বুঝিতে পারি না।

সমস্ত আফগানিস্থান বৃটিশের অধিকার করা উচিত নয়, কিন্তু সমগ্র দেশ করায়ত্ত রাখা উচিত।

আয়ূবকে ভারতবর্ষে আনিয়া কি গোপনীয় উদ্দেশ্য সাধন করা হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে দুষ্কর, তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে গিলিজি বিপ্লব এখনই দমন হইতে পারে। ন্যায় অনুসারে আয়ুব খাঁই সমগ্র আফগানিস্থানের অধীশ্বর হওয়া উচিত। যেমন দোস্ত মহম্মদ খাঁ সের আলীকে যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া যান, সেইরূপ সের আলীও আয়ুবকে যুবরাজ নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন।

আবদারহমান এবং আয়ুব উভয়ের পিতাই আমীরত্বের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই উভয়ের মধ্যেই বা রাজ্য বিভাগ করিয়া দিলে ক্ষতি কি? আফগানিস্থানের একজন প্রবল সর্দ্দারকে অর্থ এবং অস্ত্র দ্বারা রক্ষা করা নিতান্ত ভ্রম। আফগান রাজনীতিসম্বন্ধে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট পদে পদে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন কিন্তু এক্ষণ আর ঐরূপ করিবার সময় নাই।

উন্নতিশীল মন্ত্রীদিগের ভীরুনীতি এক্ষণে পুনরাবলম্বন করিলে বৃটিশগবর্ণমেণ্ট যে কেবল সমুদয় মধ্যএসিয়াতে উপহাসাস্পদ হইবেন এমত নহে, ভারতবর্ষের অশিক্ষিত সমাজেও তাহাদের

গৌরবের হানি হইবে। ইহাতে আফগান সর্দ্দারগণের ভক্তি এবং বিশ্বাস কিরূপে থাকিতে পারে? আফগানিস্থানের গৃহ-বিবাদ মিটাইয়া, বৃটিশগবর্ণমেণ্টের অভিভাবকরূপে আফগানিস্থানে প্রবেশ করা উচিত।

এক্ষণে আফগানিস্থান নামে যে দেশ অভিহিত তাহার উত্তরে অক্সাস্ নদী, দক্ষিণে বেলুচিস্থান, পূর্ব্বে সিন্ধুনদ, পশ্চিমে পারস্যদেশের মরুভূমি। এই চতুঃসীমাবিশিষ্ট স্থানে যে সকল লোক বাস করে তাহারা এক বংশসম্ভূত বা এক জাতি নহে। তাহাদের মধ্যে জাতীয় বা রাজনৈতিক বন্ধন কিছুই নাই, বরঞ্চ তাহাদের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী, সেই জন্য তাহাদের মানসিক ভাবও পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে কেবল সম ধর্ম্মবন্ধনের সম্বন্ধ আছে—যে সকলেই মুসলমান। এই ধর্ম্মবন্ধন সকল সময় স্থিরভাবে থাকে না, কেবল যখন মোল্লাদিগের সাময়িক উত্তেজনায় তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখনই তাহাদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী এবং একজাতি বলিয়া বুঝা যায়,—কিন্তু এই ভাব নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী এবং উচ্ছৃঙ্খলময়। ঐ একতা ধর্ম্মক্ষিপ্ততা এবং অনভিজ্ঞতা বশতঃই উৎপন্ন হয—এবং উহা উন্মত্ততার নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হইয়া যায়।

এক্ষণে যে সকল জাতি আফগানিস্থানে বাস করে তাহাদের নাম এইঃ—আফগান,—(ইহারা সাধারণতঃ দুরাণী বলিয়া অভিহিত) পাঠান, ঘিলিজাই, তাজিক, হাজরা, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতি আছে, কিন্তু আফগান রাজনীতি সম্বন্ধে তাহারা কোন প্রবল মতামত প্রকাশ করিতে পারে না। যথা—পশ্চিমে হিরাটের নিকটবর্ত্তী চারায়মাক, অক্সাস্ নদীর দক্ষিণ তীরে উজবেক

এবং হিন্দুকুশের দক্ষিণদিকে কাফিব জাতি আছে। এতদ্ব্যতীত বালামোর্গাব নদীব দুই তীবে সাবক এবং টেকী নামে দুই জাতি আছে,—ইহাবা আফগানদিগেব উপব নিতান্ত বিরক্ত, তাহাদের কোন প্রকাব ক্ষতি কবিতে পাবিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। আফগান অথবা দুবাণী জাতি আবাব নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা,—সদোযাযী, পাপলযাযী, ববাক্যায়ী, হালাকোযাযী, আসাক্যাযী, নুবযাযী, ইসাক্যাযী, এবং খাগোযানী। সদোযাযী এবং ববাকযাযীদিগেব মধ্যে আফগান সিংহাসন লইযা বিবাদ হইযা গিযাছে। আফগানদিগেব সঙ্গে, তাজিক এবং হাজবাদিগেব ভাষাগত সম্বন্ধও নাই, ইহাদেব মধ্যে পাবস্য ভাষা প্রচলিত। এই বিভিন্ন জাতি বহুকাল দুবাণীদিগেব উৎপীড়ন সহ্য কবিয়া আসিযাছে। হাজারা, তাজিক, ঘিলিজি এবং হিবাটেব নিকটবর্ত্তি অন্যান্য জাতি সমূহ দুবাণী পবিবারেব উৎপীডন সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে বাবম্বাব বৃটিশ শাসন প্রার্থনা কবিযাছে, এবং এখনও তাহারা বৃটিশেব অনুবক্ত, কিন্তু তাহাই বলিয়া যদি বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দোরাত্ম্য মোচনের পক্ষে অণুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল দুরাণী পরিবারকে প্রবল করিতে চেষ্টা কবেন, তবে সময় পাইলে অন্যান্য জাতিব ন্যায তাহারাও কি বৃটিশের পক্ষ সমর্থন কবিবে? অবলম্বিত বর্ত্তমান বাজনীতি অনুসারে কার্য্য কবিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য জাতিব নিকট দৌরাত্ম্য কারীর পৃষ্ঠ পোষক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন। এই সকল জাতিকে ববাক্যায়ী পবিবার সম্ভূত একজন আমীবের অধীনে রাখিয়া, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কখনই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিক হইতেই এই প্রথার দোষ ভিন্ন উপকারীতা কিছুমাত্র দেখিনা। যদিও এমন বিশ্বাস করা যায় যে, এই সকল জাতি সর্ব্বদাই আবদাররহমানের আজ্ঞাবহ থাকিবে, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, এইরূপ প্রবল ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি বৃটিশগবর্ণমেণ্ট হইতে প্রাপ্ত তোপ এবং বন্দুক সকল, কাহার বিরুদ্ধে চালাইবেন? এক্ষণে আবদার রহমান যে কাবুল সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন, তাহা কেবল বৃটিশের কৃপায়। উৎপীড়িত জাতি সকল সময় পাইলেই তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে, বর্ত্তমান ঘিলিজাই বিপ্লবই তাহার জলন্ত প্রমাণ। যে ঘিলিজাই এবং হিরাটীগণ পারস্য গবর্ণমেণ্টকে তাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহারা যে কঠোর শাসন সহ্য করিয়া আবদাররহমানের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, এ কথা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। আফগানবাসী দিগকে বাধ্য রাখিবার জন্য সুশাসনের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, সেই সুশাসন আবদাররহমান হইতে হওয়া কখনই সম্ভব নয়। যদৃচ্ছাচারই যাহাদের একমাত্র রাজনীতি, তাহারা বিভিন্ন স্বার্থ বিশিষ্ট নানা জাতিকে শান্ত এবং অনুরক্ত রাখিতে কখনই পারে না।

ফল কথা বিভিন্ন জাতির মানসিক ভাব অনুসারে, তাহাদের উপর ভিন্ন ভিন্ন আমীর নিযুক্ত করিয়া ঐ সকল প্রদেশে শিক্ষকের ভার লইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আফগান রাজ্যশাসনে রাখা উচিত। জাতিগত এবং প্রকৃতিগত যেরূপ বিভিন্নতা এই সকল জাতির মধ্যে দেখা যায়, তাহাতে আফগানি-স্থানকে বিভাগ করিয়া দেওয়া বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। যেরূপভাবে ভারতবর্ষ বৃটিশের অধিকৃত, সেইরূপ ভাবে আফগানি-

স্থান কখনই একজনেব আধিপত্যে ছিল না। এখন আফগানিস্থানেব যেরূপ অবস্থা এবং একজন অনধিকাবীব উপর যে ভাবে বাজ্যভাব সংস্থাপিত, এমত অবস্থায় আফগানিস্থানের একটী নূতন বন্দোবস্ত কবা বড কঠিন কার্য্য নয।

কান্দাহাব বৃটিশ বাজ্যেব নিকটবর্ত্তি হওযাতে, বৃটিশ-সুশাসন প্রণালী সর্ব্বদা দেখিতে পাইযা, তদ্দেশবাসীগণ সর্ব্বদাই বৃটিশেব প্রতি অনুবক্ত আছে। গত যাত্রায কান্দাহাব পবিত্যাগ কবিযা আসিবাব সময তদ্দেশবাসী বুদ্ধিমান লোকমাত্রই আক্ষেপ কবিযাছিল। এমত অবস্থায আযুব খাঁকে কান্দাহাবে সংস্থাপিত কবিলে, সকল গোলযোগ নির্ব্বিবাদে মিটিয়া যাইতে পাবে, এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকেও বাজ্যাপহবণেব দোষদিতে কেহ পাবে না। এই খিলিজি বিপ্লব হইতে যতদূব উপকার পাওযা যাইতে পাবে, তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব একেবারে পরিত্যাগ কবা উচিত নয।

সাব আলেক্‌জাণ্ডাব বার্ণস্‌ যখন প্রথমে আফগান ভূমিতে পদার্পণ করিযাছিলেন, তখন একজন কান্দাহাববাসী তাঁহাকে বলিয়াছিল যে, “তোমবা আমাদেব নিকট হইতে দূবে থাকিতে চাহ, কিন্তু এই প্রণালী অধিক দিন অবলম্বন কবিযা থাকিতে পাবিবে না। আমাদেব দেশ অতি “উত্তম” কিন্তু এইক্ষণ উহার অপব কোন সর্দ্দাব নাই। আমাদেব দেশ একটী “সুন্দরী বিধবার” ন্যায তোমাদেব প্রতি ভালবাসা দেখাইতেছে, তোমবা উহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ কবিতে অস্বীকার কবিতে পাবিবে না।” *

* Melleson's Herat Title Page

আছে, উষ্ট্রের খাদ্য দ্রব্য বিস্তর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং পানীয় জলও অতিশয় পরিষ্কার, কিন্তু অশ্বের ঘাসের জন্য সমভূমি হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে যাইতে হয়। এই স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি গ্রামে ছাগ, মেষ ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

হাউজেমোদাদ খাঁ হইতে খুশকিনাখদ নামক স্থান প্রায় ১৬ মাইল। সমান কঠিন প্রস্তর বিক্ষিপ্ত পথ দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু তাহাতে কোন বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করে না। এখানে জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, শিবির সংস্থাপনের স্থানও যথেষ্ট আছে, উষ্ট্রের খাদ্যও পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্বের ঘাস তাম্বুর নিকট দুষ্প্রাপ্য।

খুশকিনাখদ হইতে থাকেছাপান প্রায় ১০ মাইল। রাস্তা সমান এবং উত্তম, কিন্তু মাঝে মাঝে বালুকাময় স্থান আছে। তাম্বু সংস্থাপনের স্থান বড় ভাল নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহাতেই প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ব্যবহারোপযোগী পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে নহে। পশ্বাদির আহার্য্য তৃণ ইত্যাদি অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। তাম্বু সংস্থাপনের স্থান হইতে কিছুদূরে গ্রাম এবং অনেক আবাদী ভূমি আছে, তথায় মেষ ইত্যাদি পশু পাওয়া যায়।

থাকেছাপান হইতে গিরসিক প্রায় ২৪ মাইল। এই ২৪ মাইল পথ কি পাঠকগণ একদিনে যাইতে পারিবেন? একান্ত পরিশ্রম হইলে পথে শ্রান্তি দূর করিয়া লইতে পারেন। থাকেছাপান হইতে গিরসিক যাইতে হইলে হেলমন্দ নদীর ধার পার

দিয়া ২২½ মাইল পর্য্যন্ত পথ সাধারণতঃ ভাল, কিন্তু ঐ পথের প্রথম ভাগ অসমান এবং মাঝে মাঝে বালুকাপূর্ণ। কেবল দেড় মাইল পথ অত্যন্ত অসুবিধাজনক। অর্দ্ধ পথে একটী কূপ আছে, কিন্তু সেই কূপের জল দ্বারা অল্প সংখ্যক ভিন্ন অধিক লোকের উপকার হইতে পারে না। হেলমন্দ নদীর বাম পারে অশ্বাদির খাদ্য তৃণ ঘাস প্রভৃতি বেশ পাওয়া যায়। তাম্বু ফেলিবার স্থানও বেশ আছে। হেলমন্দ নদী পার হওয়া কিছু কঠিন ব্যাপার, জুনমাসে ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি জল হয় এবং ইহার স্রোতের গতি ঘণ্টায় ৩ মাইল। গিরসিকে প্রচুর পরিমাণে সেনা-নিবেশের স্থান আছে। কিন্তু ভূমি বড় বন্ধুর। জল এবং খাদ্য দ্রব্য এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

গিরসিকে এক সময়ে অনেক জনপদ বিশিষ্ট উর্ব্বরা স্থান ছিল। এখন যদিও অনেক আবাদী ভূমি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা কেবল নদী তীরে সংস্থিত। আফগান দৌরাত্ম্যে গিরসিকের পূর্ব্ব সম্পদ ও শ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে একটী দুর্গ আছে; কিন্তু আধুনিক তোপের মুখে অধিকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না।

ফেরিয়ার এবং মার্শি সাহেব গিরসিক হইতে যে পথ দিয়া কাবা নামক স্থানে গিয়াছিলেন, সেই পথে গিরসিক হইতে কাবা ১২০ মাইল দূর, কিন্তু সোবার এবং হাসান গেলান দিয়া গেলে ঐ দূরত্ব ২০ মাইল কম হয়। কিন্তু এই পথের কোন বিবরণ কর্ণেল ম্যালিসন্ অবগত হইতে পারেন নাই।

গিরসিক হইতে জিবাক ১০ মাইল। প্রথম ৬ মাইল অসমান উচ্চাবচ ও প্রস্তরময়; এই পথ দিয়া যাইতে হইলে, অনেক

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া যাইতে হয়। এই ছয় মাইল অতিক্রম করিলেই সাদাত পর্য্যন্ত পথ অতি সহজ। সাদাত গিরসিক্ হইতে ১৮ মাইল। সাদাতে একটী দুর্গ আছে। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন মার্শ উহা যখন পরিদর্শন করেন, তখন উহা পরিত্যক্ত এবং ভগ্নদশায় ছিল। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায়। সাদাত ছাড়াইলে পুনরায় পূর্ব্ববৎ উচ্চাবচ পথ সকল দেখা যায় এবং সেই পথ প্রায় জিরাকের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে। হিরাট যাইবার পথের দক্ষিণ দিকে যে পর্ব্বত-শ্রেণী আছে, তাহারই পাদদেশে জিরাক নামক ক্ষুদ্র গ্রাম সংস্থিত। এখানে জল এবং পশ্বাদির আহার্য্য তৃণাদি বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

জিরাক হইতে দোসাখ ১২½ মাইল দূরে স্থিত, পথ দৃঢ় এবং সমান। প্রায় অর্দ্ধপথে সুব নামক গ্রামে জল পাওয়া যায়। দোসাখে তাম্বু সংস্থাপন করিবার বেশ স্থান আছে এবং পশ্বাদির আহার্য্যও উত্তম পাওয়া যায়। এখান হইতে বাইবনাক নামক স্থান ৩½ মাইল ব্যবধান। কিন্তু পথ অতি উৎকৃষ্ট এবং পানীয় জল ও পশ্বাদির আহার্য্য তৃণও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাঠকগণ আপনারা জিরাক হইতে একবারে দোসাখে যাইবেন, কি সুব নামক স্থানে একদিন বিশ্রাম করিয়া বাইবানকে যাইবেন? দোসাখে যে জল পাওয়া যায়, তাহা ম্যালিসন সাহেবের পুস্তকে কিছু লেখা নাই।

কোন সৈন্যের জিরাক হইতে দোসাখে যাইতে হইলে আমাদের বিবেচনায় জিরাক হইতে দুই এক দিনের উপযোগী তৃণাদি লইয়া সুব নামক স্থানে একদিন অবস্থান করিয়া বাই-

বানকে গেলেই ভাল হয। জলহীন দোসাখে অবস্থান করিবার কোন প্রযোজন নাই। হিরাট হইতে কান্দাহারে আসিতে হইলেও সেইরূপ বাইবানক হইতে সুবে আসিযা অবস্থিতি করা উচিত।

বাইবানক হইতে ওযাসির ২৪ মাইল। বাইবানক হইতে ৪ মাইল গেলে পবই পথ পর্ব্বত শ্রেণীর উপবদিয়া ক্রমে ৯০০ফিট্ উচ্চে উঠিযাছে, কিন্তু ঐ পথ বড দুর্গম নহে। আর সেই ৯০০ ফিট উচ্চস্থান হইতে ওযাসির পর্য্যন্ত পথ নদীর পার দিয়া ঘুরিযা ফিরিযা দুর্গম স্থানের উপর দিযা ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে গিযাছে।—শেষ ৯ মাইল পথ একটী উপত্যকার মধ্যদিযা ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে গিযাছে। ওযাসিরে পঁহুছিবার দুই মাইল বক্রী থাকা পর্য্যন্ত পথ ভাল। কিন্তু তৎপরই রাস্তা অসমান এবং প্রস্তরময, এই পথে নিম্নাভিমুখে যাইবার সময অনেক উদ্যান এবং গ্রামের ভিতর দিযা যাইতে হয, ঐ সকল গ্রামে যে সকল খাত খালগুলি আছে, তাহাতে প্রচুর পরিমাণে জল পাওযা যায। ফেরিযার সাহেব ভ্রমণ কালে দিবসে গরমের সময বাইবানকে বিশ্রাম করিযাছিলেন এবং তৎপরে পাহাড়ের ভিতর দিযা ২০ মাইল দূরে পাইনক নামক স্থানে পঁহুছিযা ছিলেন; কিন্তু এই পথটী পূর্ব্বোল্লিখিত পথ হইতে সুবিধাজনক নহে। ওযাসিরে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য এবং জল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওযা যায়।

ওয়াসির হইতে কাশ হ্রদ ১৪ মাইল। পথ প্রস্তরময় এবং বন্ধুর, শেষ ৪ মাইল একটা শুষ্ক-প্রণালীর তীরদিয়া গিযাছে। কাশহ্রদে নামিতে রাস্তা অত্যন্ত খারাপ কিন্তু তোপ অবতরণ

করা যাইতে পারে। আমরা বোধ করি যে, যে পথে তোপ নাবান যাইতে পারে, সেই পথে গরুর গাড়ি লইয়া যাওয়া যাইবে। এখানে জল এবং উষ্ট্রের আহার্য্য বিস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু অশ্বের আহার্য্য তৃণ খুব কম মিলে।

কাশ হ্রদ হইতে হাজি ইব্রাহিমী ১৪ মাইল, স্রোতের অত্যন্ত প্রাবল্যবশতঃ কোন কোন ঋতুতে কাশহ্রদ নদী পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে, গ্রীষ্মকালে জল ১৮ ইঞ্চির বেশী থাকে না। নদী পার হইয়া পথ ৩ মাইল পর্য্যন্ত সর্পগতিতে পাহাড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে। তৎপরে হাজি ইব্রাহিমী পর্য্যন্ত ভয়ানক জন মানব শূন্য অবস্থিত সমভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হয়। কাশ হ্রদ এবং হাজি ইব্রাহিমীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক বিন্দু জলও পাওয়া যায় না, কিন্তু শেষোক্ত স্থানে পঁহুছিলে জল এবং পশ্বাদির খাদ্য বিস্তর পাওয়া যায়।

হাজি ইব্রাহিমী হইতে সিয়া আব ১০ মাইল। এই স্থানকে ফেরিয়ার সাহেব সিয়াগজ নাম দিয়াছেন। সিয়া আব হইতে একটী সোজা রাস্তা ফারা এবং সবজোওরার পরিত্যাগ করিয়া, গিরাশে দিয়া হিরাটে গিয়াছে। সিয়াআবে পশ্বাদির আহার্য্য এবং জল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সিয়া আব হইতে খারমালিক ২১ মাইল। এই পথের প্রথম এবং শেষভাগ সমভূমিবিশিষ্ট প্রান্তর এবং জলাভূমির উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু এই পথের মধ্যভাগ প্রস্তরময়, পাহাড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে, উত্তর, উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরাকারে দণ্ডায়মান আছে। ব্রাউন মার্শ বলেন, "খারমালিক মাঠে পরিপূর্ণ একটী নিম্ন ভূমিতে সংস্থিত। এই স্থানে প্রাচীরে

ঘেরা, কতকগুলি খেজুর গাছ, গৃহপালিত পশু এবং হীন অবস্থাপন্ন কুটীরই দেখিতে পাওয়া যায়। জল এবং পশ্বাদির আহার্য্য এখানে পাওয়া যায়।

খারমালিক হইতে ফারা ২০ মাইল। পথের প্রথমভাগ জনশূন্য প্রান্তরের উপর দিয়া গিয়াছে। তৎপরে একটী সংকীর্ণ পার্ব্বত্য পথ দিয়া উপত্যকায় প্রবেশ করিতে হয়। পথ পার্শ্বে অনেক গৃহের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়া বোধ হয় যেন কোন সময় এই প্রদেশ সমৃদ্ধিশালীছিল। সমতল ভূমির কোন স্থানেই পানীয় জল পাওয়া যায় না।

কাপ্তেন মার্শ বলেন, কিঞ্চিৎ দূর হইতে ফারার দৃশ্য দেখিতে অতিশয় মনোহর এবং গাম্ভীর্য্যের পরিচায়ক। যুদ্ধসাজে সজ্জিত দেওয়াল, প্রশস্ত এবং সুরক্ষিত পরিখা, সুদৃশ্য বৃহৎ সিংহদ্বার এবং উত্তোলনোপযোগী সেতু, এই সকল দূর হইতে সুখ সমৃদ্ধির পরিচয় দিতে থাকে। কিন্তু হায়! সকলই মরীচিকা মাত্র। নগরে প্রবেশ করিলে ইহার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া আশ্চার্য্যান্বিত হইতে হয়। সহরখানি হিরাটের তৃতীয়াংশ হইবে, কিন্তু মোটে কুড়িখানি কুটীর, তাহাও ভগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া ফারা নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। কোথায় আজ ফারা নগর! ইহার অস্তিত্ব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে।

ফারা নগর পারস্য এবং আফগান জাতি দ্বারা বিধ্বংস হইয়াছে। আফগানদিগের অধিকৃত ছিল বলিয়া, পারস্যরাজ ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে ঐ নগর ধ্বংস করিয়াছিলেন। হিরাটের অধিপতি সদোযায়ী রাজার অধীনে ফারা থাকাতে, বরাকযায়ী আফগানগণ ১৮৫২ খৃঃ অব্দে পুনরায় তাহা নষ্ট করিয়াছিল।

১৮৩৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ফারা নগর উত্তম অবস্থাপন্ন ছিল। ১৮৩২ খৃঃ অব্দে কনোলি সাহেব ফারার বিষয় এইরূপই লিখিয়াছেন:—"এই নগরে দুই হাজার গৃহ আছে, এই স্থান উর্ব্বরা এবং এখানে অনেক শস্য হয়। ফারা-হ্রদ (অর্থাৎ ফারার নদী) বসন্ত কালে বিস্তৃত এবং গভীর হয়। শস্যাদি উৎপত্তির জন্য সর্ব্বদাই প্রচুর পরিমাণে জল পাওয়া যায়।" ইহার ১০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রেজার সাহেব বলেন, "ফারা নগর নিশাপুরের তুল্য বৃহৎছিল। এই নগর একটী পর্ব্বতবেষ্টিত উপত্যকার মধ্যে সংস্থিত।"

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সিযাবার হইতে ফারা এবং সারজোয়ার দিয়া না যাইয়া, গিরাণে হইয়া হিরাটে যাওয়ায় এক সরল পথ আছে। এই পথ সুগম্য কি না এবং যাতায়াতের প্রধান পথ হওয়া উচিত কি না, সে সম্বন্ধে বিবেচনার প্রয়োজন। এই পথ দিয়া যাইতে দূরতা অনেক কমিয়া যায়, এবং গিরাণে নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রাখিলে সারজোয়ার এবং ফারা উভয় স্থানেরই শাসন চলিতে পারে।

ফেরিযার সাহেব ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে তথাকার দুর্গের অবস্থা যেরূপ তাঁহার স্মরণ ছিল, তাহা বর্ণনা করিয়া গিরাণের অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন 'এই নগরটী একান্ত প্রয়োজনীয়; এখানে সৈন্য রাখিবার উপযুক্ত স্থান আছে, তথায় সংস্থিত সৈন্য দ্বারায় নদী এবং দক্ষিণের পার্ব্বত্য সংকীর্ণ পথ সকল রক্ষা করা যাইতে পারে। গিরাণে সৈন্য রাখিলে, তদ্দারায় সারজোয়ার, ফারা, লাউস,বাকোয়া, গুলেস্থান, গোর এবং শাকার অতি সহজে শাসনাধীন রাখা যায়। গিরাণের চতুর্দ্দিকেই এই সকল স্থান

সংস্থিত। গিবাণে অল্প সংখ্যক সৈন্য রাখিলে অনায়াসেই চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী উল্লিখিত স্থান সকল অধীনে রাখা যায়।

গিবাণে হইতে হিবাট যাইবার পথ আবএকোর্ম্মাব উপ- দিয়া গিয়া সাবজোযাব হইযা হিবাট যাইবার পথে কাশজাববাণ নামক স্থানে সম্মিলিত হইযাছে, কাশজাববাণ সবজোযাব হইতে কতিপয মাইল মাত্র দূরে সংস্থিত।

ফেবিযাব সাহেবের দৈনিক লিপি হইতে এই সকল স্থানের দূরত্ব নিরূপণ করা যায। কাশজাববাণ হইতে সাজাহান ৯ ঘণ্টা অথবা ২০ মাইলের পথ। সাজাহান হইতে গিবাণে ৫৬ মাইল। অধিকাংশ পথের দুই পার্শ্বে বন জঙ্গল এবং শিকার পাওযা যায, কিন্তু পানীয জলের বড়ই অভাব।

আমরা আবার ফাবা হইতে সাবজোয়াবের পথ বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলাম। এই দুই স্থানের দূরত্ব ৮০ মাইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে গ্রামাদি কিছুই নাই, কেবল এখানে সেখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা, পাহাড় এবং প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল স্থানে কতকগুলি এদেশের বেদেদের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থানশূন্য লোক সকল সময়ে সময়ে বাস করিয়া থাকে। প্রত্যেক স্থানেরই এক একটী নাম আছে, কিন্তু পর্য্যটক যদি এক স্থানে দুইবার তাম্বু সংস্থাপন দেখিতে পায়, তবেই তাহাকে সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। কাপ্তেন মার্শ খুশকিলামুশা এবং দবওযাজাই নামক স্থান দিয়া ৩ দিবসে এই রাস্তা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। উল্লিখিত প্রত্যেক স্থানেই তিনি পানীয় জল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ প্রথম ২৫ মাইলের পর হ্রদ [illegible]কসানের উপত্যকা [illegible] যাইতে হয়।

ফেরিয়ার সাহেব বিবেচনা করেন যে, গ্রীষ্ম কালে ফৌজ লইয়া যাইতে হইলে এই নদীর তীর দিয়া যাওয়াই সঙ্গত, কারণ তাহা হইলে পশ্বাদি এবং সৈন্যের পানীয় জলের জন্য কোন চিন্তা করিতে হয় না। হিরাটে সৈন্য লইয়া যাইতে হইলে এই সংবাদটী অত্যাবশ্যকীয়।

হ্রদ আদ্রাক্সান্ (অর্থাৎ আদ্রাক্সানের নদী) হিরাটের পূর্ব্ব ওনে নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া আদ্রাক্সান্ প্রদেশের প্রান্তর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর যে প্রদেশ দিয়া গিয়াছে সেই প্রদেশেরই নামে অভিহিত হইয়াছে। তৎপর ইহার পুরাতন নাম হরি হ্রদ নামে আখ্যাত হইয়া সীস্থানের নদীতে মিশিয়া গিয়াছে।

সাবজোয়ার।—হিরাট হইতে সাবজোয়ার ৮০ মাইল। ১০।১২ মাইল পরিধি বেষ্টিত একটী প্রান্তরের প্রান্তভাগে সাব্-জোয়ার সংস্থিত। এখানে একটী সুন্দর দুর্গ আছে। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, এবং ছাগ, মেষ, জল এবং অন্যান্য আহার্য্য বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ম্যালিসন সাহেব বলেন যে, ১৮২৩ খৃঃ অব্দে জনৈক হিন্দু সাব্জোয়ারে গিয়াছিলেন। তিনি ঐ স্থানকে হিন্দুস্থানের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উর্ব্বরা স্থানের সহিত তুলনা করিয়াছেন, ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার জেরার্ডের সহিত দিল্লীর মুন্সী মোহনলাল হিরাট প্রদেশে গমন করেন, বোধ হয় ম্যালিসন্ সাহেব তাঁহারই বর্ণনার বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

সব্জোয়ার হইতে হিরাট যাইবার পথ অতি উত্তম। এই পথ দিয়া সর্ব্বপ্রকার শকট গমনাগমন করিতে পারে। জল

এবং আহার্য্য বস্তু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ম্যালিসন সাহেবের বিবেচনায় সবজোয়ার হইতে হিরাটে যাইতে নিম্ন-লিখিত স্থান সমূহে বিশ্রাম করিয়া যাওয়া উচিত।

সবজোয়ার হইতে কাশজাবরাণ ২১ মাইল। মধ্যপথে একটী কদর্য্য অবস্থাপন্ন জলাশয় আছে। কান্দাহার যাইবার জন্য কাশজাবরাণ হইতে একটী পথ গিরাণে হইয়া গিয়াছে।

কাশজাবরাণ হইতে আদ্রাকসান ১১ মাইল। সাবজোয়ার নদীর পার হইতে এক মাইল দূরে, যে পারে সাবজোয়ার নগর, আদ্রাকসানও সেই পারে সংস্থিত।

আদ্রাকসান হইতে সাবাদ (সাবেগ) ২৩মাইল। আদ্রাকসান নদী পার হইয়া পথিক ৫ মাইল গেলে পরে গাজ হ্রদ (হ্রদ-এগাজ) নামক একটী ছোট নদীর তীরে উপস্থিত হইবেন। এই নদীটী আদ্রাকসান্ গ্রামের কিছু পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত। এই নদী ১৫ হইতে ২০ হস্ত প্রশস্ত। গাজ-হ্রদ হইতে ৬ মাইল দূরে মীর আল্লার ভগ্ন সরাইতে উপস্থিত হইতে হইবে। এই স্থানের চারিদিকে আবাদী ভূমি আছে, এবং একটী পরিষ্কার জলপূর্ণ ক্ষুদ্র খাল ইহার প্রাচীরের নীচে দিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ৬½ মাইল গেলে আর একটী সুমিষ্ট জলপূর্ণ জলাশয় পথের বাম দিকে পাওয়া যায়। এখানে ছোট ছোট এক প্রকার নল ঘাস জন্মে, উহা অশ্বাদির উপাদেয় খাদ্য, কিন্তু মনুষ্যের আহার্য্য বস্তু সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। সাবাদে জল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সাবাদ হইতে মীর দাউদ ১২ মাইল। সাবাদ হইতে পথ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে গিয়াছে। এই ১২ মাইল পথ মনুষ্যালয় বা

আবাদি ভূমি নাই। এখানে নানা প্রকার তিত্তীর পক্ষী পাওয়া যায়। মীর দাউদে একটী কৃত্রিম জল প্রণালী আছে, কিন্তু আফগানদিগের শাসনাধীনে এখন ইহার বড় দুরবস্থা।

মীর দাউদ হইতে হিরাট ১৮ মাইল। এস্থান হইতে হিরাট দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তম পথ দিয়া ১০ মাইল চলিয়া রোজেবাগ-নামা বাজোদ্যানে উপস্থিত হইতে হয়। পূর্ব্বকালে এই বাগান নানা প্রকার ফল পূর্ণ বৃক্ষে সুশোভিত ছিল। এখান হইতে ৪ মাইলের কিছু উপর গেলেই হরিরুদ নামক নদীতে উপস্থিত হইতে হয়। এখানে নদী প্রায় ১০ গজ প্রশস্ত এবং এখানে সুবিধার জন্য এই নদী খনন করা হইয়াছে। ইহার জল এই স্থান হইতে ১৫টী বিভিন্ন প্রণালী দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে। ঐ সকল পয়প্রণালী প্রায় ১২ ফিট প্রশস্ত এবং বেশ গভীর। এখানে নদীর দক্ষিণ দিকে একটী বৃহৎ গোচারণ ভূমি আছে। এই স্থান পূর্ব্বে মনোহর উদ্যান এবং অনেক গ্রামে শোভিত ছিল, কিন্তু আফগানদিগের দৌরাত্মে এক্ষণে গোচারণ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এই স্থান হইতে হিরাট নগরে যাইতে হইলে পথিক রাশিকৃত ভগ্ন অট্টালিকা, দুরবস্থাপন্ন জলাশয় এবং সভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ বিবিধ দুর্দ্দশাগ্রস্থ গৃহ দেখিতে পাইবেন, এই সকল দেখিয়া হিরাটের পূর্ব্ব অবস্থা ও গৌরব স্মরণ করিয়া ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় আফগানদিগের নৃশংসতা এবং দুর্ব্ব্যবহারের প্রতি ধিক্কার দিতে বাধ্য হইতে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

হিরাট হইতে কাবুল।

পাঠকগণকে কান্দাহার হইতে হিরাট যাইবার পথ সাধ্যানুসারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কান্দাহার হইতে একবার হিরাটে গেলে পরে, হিরাট হইতে কান্দাহারে ফিরিয়া যাইতে পারিবেন, এই জন্য আর বিপরীত দিকের পথ দেখাইব না।

হিরাট হইতে ভারতে প্রবেশ করিবার দ্বিতীয় পথ কাবুল হইয়া। হিরাট হইতে কাবুল পর্য্যন্ত পথ অত্যন্ত দুর্গম বলিয়া অনেক ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন। * এই পথ বৎসরে ৪ মাস বরফাচ্ছন্ন হইয়া আবদ্ধ থাকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে। ১৫০৬ খৃঃঅব্দে এই পথ দিয়া মোগল-রাজ্য সংস্থাপয়িতা বিখ্যাত বাবর হিরাট হইতে কাবুলে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে যে স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার অনেক স্থানই বর্ত্তমান মানচিত্রে পাওয়া যায় না। বাবর নিম্নলিখিত স্থান দিয়া আসিয়াছিলেন:—

(১) বাদ্‌কিস্ (২) লঙ্গার-মীরঘাইয়াস্ (৩) চাক চারাণ (৪) চিরাক্‌দান, (এই স্থানে আঙ্গুকান ও খাওয়াল কুঠি নামা গ্রামদ্বয়ের নামে অভিহিত হরি হ্রদের দুই শাখা পরস্পর সংযোজিত) এবং এখান হইতে জিরাণ পাশের মধ্যদিয়া ইয়েক ওয়ালঙ্গ যাইতে হয় ও তথা হইতে বামিয়ানে যাইতে হয়।

বাবর সাহ ২৪শে ডিসেম্বর বরফ পতিত হওয়া আরম্ভ হইলে সসৈন্যে এই পথ দিয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার

* See, England and Russia Face to Face P. 441

অনেক বাধা বিঘ্ন সহ্য করিয়া আসিতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক মাত্র বরফই প্রধান বাধা, স্থানে স্থানে তুষার মধ্যে মনুষ্যের বক্ষ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গিয়াছিল। ঘোড়ার পেট পর্যান্ত গাড়িয়া যাইত। এই প্রকারে কষ্ট সহ্য করিয়া যে দিবস তিনি জিবাণপাশের পাদ-দেশে স্থিত খাওযাল-কুঠী নামক স্থানে পঁহুছিয়া ছিলেন, সেই দিবস রাত্রিতে এত শীতল বাত্যা প্রবাহিত এবং তুহিন পাত হয যে কাহারও বাঁচিবার আশাছিল না। কিন্তু রাত্রি অতি বাহিত হইলেই প্রাতে শীতল বায়ু কমিয়া যায। তুষার মণ্ডিত পথ দিযা যাইয়া তাঁহারা ইয়েক্‌ওযালঙ্গ নামক স্থানে নির্ব্বিঘ্নে পঁহুছেন। বামিযাণ হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ইযেক্‌-ওযালঙ্গ সংস্থিত। তথায পঁহুছিয়া বাবর এবং তাঁহার সৈন্য প্রচুর পরি-মাণে বস্ত্র এবং খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হন। তথায় একদিবস শ্রান্তি অপনোদন করিয়া, পর দিবস পুনরায় গমন করেন। কিন্তু ইযেক-ওযালঙ্গ পঁহুছিলে পথের প্রকৃত কঠিনতা দূর হইয়া যায। যদিও এখান হইতে আরও ৩০ মাইল অতি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য পথ দিয়া যাইতে হয, কিন্তু বায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ থাকায় ঐ পথে চলিতে অধিক কষ্ট হয় না। বাবর সাহ কতিপয় দিবস মধ্যে এখান হইতে বামিযানে পঁহুছিযাছিলেন এবং তৎপরে নিম্নে বিবৃত পথ দিযা কাবুলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাবর সাহেব প্রাপ্ত বর্ণনা হইতে এই অনুমান হয যে পথে যে সকল বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা অনাযাসেই অতিক্রম করা যায়। কাবুলে তুষার পতন আরম্ভ হইলে এবং তুষারে তাঁহার সৈন্যের কটিদেশ পর্য্যন্ত গাড়িয়া যাওযা সত্ত্বেও তিনি জিবাণপাশ অতিক্রম করিয়াছিলেন এবং শীতকালের কুযাশাবৃত ছোট দিনে শিরাণ অতিক্রম করিয়া

বামিযানে উপস্থিত হন। হিরাট হইতে কাবুলে আসিতে কতিপয শত ফুট দীর্ঘে মাত্র জিবাণপাশের পথ দুর্গম। বামিয়ান হইতে কাবুলে যে পথ দিযা আসিতে হয় তাহা নিম্নে লেখা গেল :—

বামিযান হইতে কাবুলে আসিতে গেলে, কোহিবাবা পর্ব্বতের মধ্য দিযা যে পার্ব্বত্য পথ আছে, তাহা প্রথমতঃ অতিক্রম করিতে হইবে। কোহিবাবা গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করিতে, কালুগ্রাম বামে অতি নিকটে রাখিযা আসিতে হইবে। তৎপরে আন্নি এবং পাগনান পর্ব্বতের ভিতর দিযা, যে পথ আসিয়াছে, সেই পথ দিযা কাবুলের নিকটবর্ত্তী মযদান নামক স্থানে পঁহুছিতে হইবে। মযদান কাবুলের এক কালীন সংলগ্ন।

দিল্লী বাসী মোহনলাল ১৮৩২ সালে ডাক্তার জেবার্ডের সহিত হিরাটে গিয়াছিলেন। তিনি হিরাট হইতে কাবুলে আগমন সহজ বলিযা লিখিযাছেন। তিনি এইরূপ বলেন যে “কোন পর্ব্বত অতিক্রম না করিযা ২০ দিনের মধ্যে হিরাট হইতে কাবুলে যাওযা যায। ঐ পথে যে সকল সুন্দর সুন্দর গ্রাম আছে, তাহাতে খাদ্য দ্রব্য বেশ উৎপন্ন হয এবং একটা বড সৈন্যদলের আহার অনাযাসে পাওযা যাইতে পারে।” তিনি আরও বলেন যে, জামান সাহ সিংহাসন অধিরোহন করিয়া ১০।১১ দিনের মধ্যে কাবুলে বিদ্রোহিতা দমন জন্য একটী বৃহৎ অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে হিরাট হইতে কাবুলে পঁহুছিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরে সাহ মহম্মদ এবং কামরাণ দোস্ত মহম্মদ কর্ত্তৃক তাডিত হইযা ১৩দিবসে হিরাটে পঁহুছিয়াছিলেন।” এই সকল অবস্থা দৃষ্টে কর্ণেল ম্যালিশন সাহেব অনুমান করেন

যে, গুরুতবরূপে বরফ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ না হইলে এই পথ দিয়া যাবতীয় প্রকার যুদ্ধ সজ্জা লইয়া সর্ব্বদাই গমনাগমন করা যাইতে পারে। মোহনলাল বলেন "যে পথ দিয়া সাহ মহম্মদ এবং সাহ জামান হিরাট হইতে কাবুলে আসিযাছিলেন এবং কাবুল হইতে হিবাটে গিযাছিলেন, সেই পথ হাজাবা প্রদেশের পর্ব্বতের ভিতব দিযা সংস্থিত এবং তথাকাব বাসন্দা লোকগণ স্বাধীন হাজবা বলিয়া অভিহিত হইযা থাকে। কাবুল হইতে সিন্ধু নদীর তীর পর্য্যন্ত খাইবাব পাশ দিযা বাস্তা গিযাছে, এই পথে কোনরূপ গাড়ি যাইতে পাবে না। কাবুল হইতে সিন্ধু নদী ৮ দিনেব পথ এবং তথা হইতে লাহোব ১৫ দিবসেব পথ।"

"আলেকজেণ্ডাব এবং নাদিব সাহ এই পথ দিযা ভাবতবর্ষে আসিয়াছিলেন। আমবা যখন কামবাণ সাহেব নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি, তখন তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেব সহিত যথেষ্ট বন্ধুত্ব দেখাইযা বলিলেন যে, রুষিযাব অনুগত কৃতদাস পাবস্যেব অধীন তিনি কখনই হইবেন না। তিনি ডাক্তাব জেবার্ডকে পুনবায হিবাটে আসিতে বলিযা ছিলেন এবং ইহাও বলিযাছিলেন যে, তাঁহাব দেশেব খনি সকল উভযে মিলিয়া খনন কবিলে উভযেবই বিলক্ষণ লাভ হইবে।"

মুনসী মোহনলাল যে সমযে হিবাটে গিযাছিলেন, সেই সময়ে হিবাটেব বাজস্ব নিম্নলিখিত বিষয় হইতে আদায় হইত এবং যে বিষয় হইতে যে পরিমাণে শুল্ক ও রাজস্ব আদায় হইত, তাহাব তালিকা নিম্নে দেওযা গেল।—

বিভিন্ন নামে যে সকল কব ও শুল্ক আদায় হয়, তাহাকে সাধারণতঃ আমরা "কর" বলিযা উল্লেখ করিলাম।

	নাম	তোমান
১।	তহশীল মহলেব কব	১১৫০
২।	তাঁতীগণেব নিকট	১,৫০০
৩।	সাবানেব	৭০০
৪।	বোখাবাব সওদাগবদিগেব নিকট হইতে	৬০০
৫।	আঙুব বিক্রেতাদিগেব মধ্যে প্রধান ব্যক্তিব নিকট	২৫০
৬।	চর্ম্ম এবং টুপিব উপব মোহব দিবাব নিমিত্ত	৬০০
৭।	নূতন কাপড়েব মোহব দিবাব নিমিত্ত	৮০০
৮।	পশমি বস্তুতে মোহব দিবাব নিমিত্ত	১০০
৯।	চৌকিদাবী কব	২০০
১০।	জুতাব গোড়ালি বিক্রেতাদেব নিকট	১৬০
১১।	জল ও বায়ুব জোবে যে সকল কল চালিত হয় তাহাব কব	৬০০
১২।	চোব ধবিবাব নিমিত্ত	২০০
১৩।	বেলুহাটি প্রদেশেব	[illegible]
১৪।	সাবজোযাবেব কাষ্টম হাউসেব	৩০০
১৫।	ঘবিযান দেশেব কাষ্টম হাউসেব	১,৫০০
১৬।	ইমাক এবং ইলাত নামক দেশেব প্রস্তুতি তাম্বুব	২,০০০
১৭।	জ্বালানী কাষ্ঠেব	৩০০
১৮।	ঘোড়া বিক্রযেব	৮০
১৯।	ভাবতবর্ষে যে সকল চর্ম্ম ও রজ্জু যায তাহার	৪০
২০।	নবাইবাসীদেব	[illegible]

* এক "তোমান" ভাবতবর্ষেব ৬৸০ আনাব তুল্য।

নাম		তোমান
২১।	কান্দাহার গেটের কর	১৫০
২২।	খোঙ্ক রবওজার ,,	৫০
২৩।	পাথুরিয়া কয়লার	৬০
২৪।	যাবতীয় দোকানের	১,০০০
২৫।	তামাকের	২০০
২৬।	চর্ম্ম পরিষ্কার করণের	১১০
২৭।	জুতা মোহর করিবার নিমিত্ত	৩০০
২৮।	হিঙ্গ বিক্রেতার নিকট	৬০০
২৯।	তোমান সাহী	[illegible]০০
৩০।	চাল প্রস্তুতকারীর নিকট	৬০০
৩১।	ট্যাকশালের বাৎসরিক	১২০
৩২।	(হাজিফিরোজের রাজত্ব সময় দৈনিক)	৫০
৩৩।	ঘোরিয়ান প্রদেশের	২৩০
৩৪।	ওবাহি প্রদেশের	৩০০
৩৫।	খোবাক প্রদেশের	১১০
৩৬।	সাবজোযারের	১০০

হিরাটের শস্য উৎপাদনের কর।

হিরাটের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয় তাহার পরিমাণ।—

নাম		কারবান।
১।	হিরাটের উপনগরে	২৭,০০০
২।	ওবাই	২,৫০০
৩।	কোবাক	১,০২০
৪।	ঘরিয়ান	২,০০০
৫।	সাব জোযার প্রদেশের উৎপন্ন শস্য	১,৩০০

* এক "কারবান" ভারতবর্ষের ৬ মণ ১৩ সেরের তুল্য।

আফগান সীমা নির্ণায়ক কমিসনারদিগের সঙ্গে ইয়েট (yate) সাহেব পাইওনিয়ার প্রভৃতি সংবাদপত্রের সংবাদদাতা নিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, এইক্ষণ হিরাটের অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্নাবস্থা, ইহার পূর্ব্ব গৌরব কিম্বা সমৃদ্ধি সকল কিছুই নাই; অনেক উর্ব্বরা ভূমি পতিত হইয়া রহিয়াছে। *হিরাট নগরের এইক্ষণ লোক সংখ্যা* ১২ হাজারের অধিক হইবে না এবং সমুদয় প্রদেশের লোক সংখ্যা ৫০ হাজার মাত্র। হিরাটের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে ঘোরিয়ান উপত্যকার এবং ট্র্যানস্‌কাস্‌পিয়ান রেলওয়ের সাহায্যে হিরাটে ২০ হইতে ৩০ হাজার সৈন্য স্থিরতররূপে রাখা যাইতে পারে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে এইক্ষণ হিরাটে শস্যাদি যে পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা ৩০ হাজার সৈন্যের আহার যোগাইবার পক্ষেও প্রচুর নহে। ইয়েট সাহেব আরও লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ আক্রমণ জন্য রুষিয়ার যে সৈন্যের প্রয়োজন তাহার আহারাদি হিরাট হইতে সংগ্রহ করার পক্ষে, হিরাটকে উপযোগী করিতে, রুষিয়ার এখন হইতে আরও অনেক বৎসরের সুশাসনের প্রয়োজন হইবে।

জন সংখ্যা এবং আবাদ বৃদ্ধি না হইলে কখনই হিরাট বৃহৎ সৈন্যদলকে স্থান দিতে পারিবে না। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে হিরাটের বর্ত্তমান অসুবিধা সকল ট্র্যানস্‌কাস্‌পিয়ান্ এবং তুর্কিস্থান রেলওয়ের দ্বারা অনেকাংশে দূরীভূত হইবে। ইয়েট সাহেবের মতে ভারত আক্রমণ জন্য হিরাট হইতে কান্দাহার আসিবার যে পথ আছে, তাহাই সুপ্রশস্ত। ট্র্যান্‌স্‌কাস্‌পিয়ান্ এবং তুর্কিস্থান রেলওয়ের সহায়তায় উত্তর এবং পশ্চিম

হইতে হিরাটে ভাবত আক্রমণেব উপযোগী সৈন্য সংগ্রহ কবিযা রাখা রুষিয়াব পক্ষে বড কঠিন হইবে না। বিশেষতঃ বোগুলযে পশ্চাতে থাকাতে তদ্দাবায সৈন্য ও রসদ ইত্যাদি আনযন কবা সহজ হইযা পডিযাছে। যে জাতি এইক্ষণ হবিরুদ এবং থুস্ক উপত্যকা ও মাসিদ প্রভৃতি অনেক স্থানেব অধিপতি হইয়া পড়িয়াছে, সেই জাতিব পক্ষে হিরাটে সৈন্য সংগ্রহ কবা যে বড় কঠিন হইবে, এমত ইযেট্ সাহেব বিবেচনা করেন না।

বামিয়ান হইতে কাবুলে আসিবাব যে এক পথেব বিষয় ম্যালিসন্ সাহেব তাঁহাব বচিত "হিবাট" নামক পুস্তকেব দশম অধ্যাযে লিখিযাছেন, তাহা আমবা বাল্ক বামিয়ান্ পথ লিখিবাব সময বর্ণন করিব।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বাল্ক-বামিয়ান পথ।

ইক্ষণে আমবা বাল্ক বামিযান পথ বর্ণনায প্রবৃত্ত হইলাম। বাল্ক হইতে খুলুম দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সংস্থাপিত। বাল্ক হইতে রওনা হইযা একটু উত্তর দিকে ঘুবিযা একটী পথ আসিযাছে, সেই পথ দিযা অনুমান ২০।২৫ মাইল আসিলে, খুলুমে পঁহুছিতে পাবিবে। খুলুম হইতে রওনা হইযা বামে মোজাব পর্ব্বত এবং দক্ষিণে টাস্কারগাঁও নামক একটী স্থান পশ্চাতে রাখিয়া হাইবাকে পঁহুছিতে হয়। হাইবাক হইতে কুরুম অর্থাৎ খুরুম ২০ মাইল। এই পথ খাড়া পর্ব্বতেব মধ্যস্থিত অন্ধকারময় গহ্বরেব মধ্যে দিয়া গিয়াছে। দুই পার্শ্বে শত শত হস্ত উর্দ্ধে পর্ব্বত বহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পথেব সংকীর্ণতা বিস্তৃত হইয়াছে, এবং তথায়

বাগান, বৃক্ষাদি ও গ্রাম দেখা যায়। এই স্থানের জল বায়ু ফল-বান বৃক্ষের উৎপাদন পক্ষে নিতান্ত উপযোগী।

প্রথম আফগান যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য হাইবাক্ পর্য্যন্ত গিয়াছিল, সেই সময়ে দোস্ত মহম্মদ খুলুমে ছিলেন। কুরুম হইতে রুই চাম্বারু পাশের অভ্যন্তর দিয়া যাইতে ১৩ মাইল।

রুই হইতে কারা কোটাল হইয়া বাজগাহ যাইতে ২৮ মাইল, এই পথ দিয়া তোপ, শকট ইত্যাদি লইয়া যাওয়া বড় সুকঠিন। কিন্তু চক্রোপরিস্থিত যান এই পথ দিয়া লইয়া যাওয়া যাইতে পারে না। বাজগাহ হইতে সাইঘান নালএফরাস্ পাশ দিয়া যাইতে ২১ মাইল। এই পথ অত্যন্ত ঢালু, গমনাগমনে বড় কঠিন, তথাপি কামান সহ বৃটিশ সেনা এই পথ দিয়া ১৮৪০ সনে গিয়াছিল।

সাইঘান হইতে আক্রাবাদ ২২ মাইল। এই পথ ক্রমশই পর্ব্বতের উপর দিয়া খাড়াভাবে উঠিয়াছে। সাইঘান প্রবেশ করিলেই সিরসাং নামক একটী দুর্গ দেখা যায় এবং ১৪ মাইল গেলে ঊর্ব্বা সাতু নামক উপত্যকা পার হইতে হয়।

আক্রাবাদ হইতে বামিয়ান ১৫ মাইল। আক্রাবাদ হইতে কতিপয় মাইল পর্য্যন্ত পথ উচ্চাবচ প্রান্তরের উপর দিয়া গিয়াছে। তৎপর ৫ মাইল একটী নদীর পার দিয়া ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে সহজে রাস্তার দক্ষিণে পর্ব্বতের দিকে গিয়াছে। এই স্থান হইতে পথ লাল পাখি পাহাড়ের ভিতর দিয়া গিয়াছে, ইহা চলিতে বড় সুকঠিন নয়। এখানকার পথ সুরুখ দরওয়াজায় আসিয়া মিলিয়াছে। সুরুখ দরওয়াজা হইতে বামিয়ান ৫।৬ মাইল। এই পথটী খোলা স্থান দিয়া গিয়াছে।

বামিয়ান হইতে কিলাতোপচি ১১ মাইল। এই পথের প্রথম ভাগ বামিয়ান নদীর তীর দিয়া যাইতে হয়, তৎপরে একটী সংকীর্ণ আবাদী উপত্যকার মধ্য দিয়া কিলাতোপচিতে পঁহুছিতে হয়।

কিলাতোপচি হইতে কালু ৮ মাইল। কিলাতোপচি হইতে দুই মাইল গমন করিলেই খাড়া পথ পাওয়া যায়। এই পথ ক্রমশঃ খাড়া ভাবে চারি মাইল উঠিয়াছে, তৎপরে দুই মাইল নামিলে কালু পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইতে হয়। কালু হিন্দুকুশ পর্ব্বতের একটী প্রধান শাখা, ইহা সমুদ্র হইতে ১৩,০০০ ফিট উচ্চ, এই পর্ব্বত পার হইয়া কালু পাশের পাদদেশে পঁহুছিতে হয়। কালু উপত্যাকায় গম এবং যব বেশ উৎপন্ন হয়। কালু পাশ হইতে মিযানে এরাক্—১০ মাইল,—হাজিগাক্ গিরি-শঙ্কট অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। এই পর্ব্বতটী ১২,৪০০ ফিট উচ্চ, এই পথ উঠিতে খাড়া, কিন্তু নামিতে সহজ। পথে বড় বড় গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ড পাওয়া যায়।

মিযানে এরাক্ হইতে খারজার ১৫ মাইল। মিযানে এরাক্ হইতে প্রথমতঃ একটী সঙ্কীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়া পথটী গিয়াছে, তৎপরে ইরাক্‌কোটাল গিরিশঙ্কটে সেই পথ প্রবেশ করিয়াছে। ইরাক্‌কোটাল পর্ব্বত দিয়া পথ ক্রমশঃ ১৩,০০০ ফিট নিম্নাভিমুখে গিয়াছে, কিন্তু ঐ পথ দিয়া নিম্নাভিমুখে যাইতে তত কষ্টকর নহে। খারজারে পঁহুছিবার পাঁচ মাইল বাকী থাকিতে ইরাক কোটালের দুর্গ দেখা যায়।

খারজার হইতে উনাপাশ ১১ মাইল। খারজার হইতে উচ্চ সমভূমি দিয়া ছয় মাইল গেলে হেলমন্দ নদী পাওয়া যায়।

হেলমন্দ হইতে সাড়ে ছয় মাইল গমন করিয়া সিয়াকিলা নামক একটী কর্দ্দম নির্ম্মিত দুর্গে পঁহুছিতে হয়। এখান হইতে একটী বক্র নদীর পার দিয়া সিয়াসাঙ্গ পঁহুছিতে হয়, কিন্তু ঐ নদীটি প্রায় বিংশতি বার পার হইতে হয়। সিয়াসাঙ্গ পর্ব্বত শ্রেণি অতিক্রম করিয়া উনাপাশে প্রবেশ করিতে হয়, এবং এই পথের সর্ব্ব উচ্চ স্থান হইতে প্রায় দুই মাইল অবতরণ করিয়া হেল-মন্দ নদী পার হইতে হয়।

উনাপাশ হইতে ছেরেচশমা—১৩½ মাইল। এই পথের প্রথম ভাগ অত্যন্ত অসমান, এবং মধ্যে মধ্যে নিচু ও মধ্যে মধ্যে উচু। তৎপরে পর্ব্বতের শিরোদেশে পঁহুছিয়া ১১,৫০০ ফিট ক্রমশঃ নীচে গেলে, উনাপাশের পাদদেশ পঁহুছিয়া ছেরেচশমায় যাইতে হয়।

ছেরেচশমা হইতে জালরাইজ—১০ মাইল। পাগমান পর্ব্ব-তের বিভিন্ন ভূজ অতিক্রম করিয়া এখানকার পথ গিয়াছে। জালরাইজ হইতে রুস্তম খাইল—১০ মাইল। জালরাইজ হইতে একটী উপত্যকার ভিতর দিয়া এই পথ গিয়াছে। জালরাই-জের নিকট এই উপত্যকাটী অতি সংকীর্ণ।

রুস্তমখাইল হইতে আরগন্দী—৮ মাইল। রুস্তম খাইল প্রথমতঃ কাবুল নদীর উপত্যকা দিয়া ক্রমশঃ খাড়া ভাবে উঠি-য়াছে। তৎপরে একটী উচ্চ সমভূমির উপর দিয়া পূর্ব্বদিকে দুই মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছে। তথা হইতে একটী সংকীর্ণ প্রস্তর ময় পার্ব্বত্য পথ দিয়া ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে যাইয়া আরগন্দীতে পঁহুছিতে হয়।

আরিগন্দী হইতে কাবুল—১১ মাইল। আরগন্দী হইতে

কজাক্ জি হইয়া তিন মাইল গমন করিলে কাবুল নদীর মনো-হর উপত্যকায় প্রবেশ করিতে হয; তথা হইতে নয় মাইল এই উপত্যকার মধ্য দিয়া পথ গিয়া কাবুল নগরে প্রবেশ করিয়াছে। আরগন্দি পাগমান নামা পর্ব্বত শ্রেণীর পাদদেশে সংস্থিত। এখান হইতে কাবুল যাইতে ১১২০ ফিট্ নিম্নাভিমুখে যাইতে হয়, কাবুল হইতে খুলুম প্রায় ২২৮ মাইল ব্যবধান এবং খুলুম হইতে বাল্ক পনর হইতে কুড়ি মাইলের অধিক হইবে না। হিরাট হইতে হাজরা প্রদেশ হইয়া কাবুলে পঁহুছিবার পথের ন্যায় এই পথেও গমনাগমন করা নিতান্ত কঠিন, এবং ন্যূন পক্ষে চারি মাস বর্ষের মধ্যে তুষারাবৃত হইয়া থাকে। কোন পরাভূত সেনার পক্ষে এই উভয় পথে গমন করা নিতান্ত কঠিন।—

—o—

সম্পূর্ণ